গণতন্ত্র প্রসঙ্গে

টমাস জেফারসন

অনুবাদক :

শ্রীসুধীর দাশগুপ্ত

পরিচয় পাবলিশার্স

প্রথম প্রকাশ :
১লা জুন, ১৯৬২ সাল

প্রকাশক :
পরিচয় পাবলিশার্স
৩/১, নফর কোলে রোড,
কলিকাতা-১৫

মুদ্রাকর :
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
নিরুপমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩/১, নফর কোলে রোড,
কলিকাতা-১৫

ভূমিকা

যে কয়জন মনীষী ও চিন্তানায়ক আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়ী করেছিলেন ও আমেরিকায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, টমাস জেফারসন তাঁদের অন্যতম। ধৈর্য ও মানসিক সাম্যের অধিকারী এই রাষ্ট্রনায়ক তাঁর মনের কথাগুলি এমনভাবে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যার ফল হয়েছে সবচেয়ে বেশী। অথচ এই রাষ্ট্রনায়ক-দার্শনিক সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার ধারাবাহিক বিন্যাস সুসংবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করেন নি। যদিও তাঁর নাম মার্কিন গণতন্ত্রের আদর্শ ও বাস্তবতার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, জেফারসন এ সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ বা বই রচনা করেন নি। গণতন্ত্র সম্বন্ধে জেফারসনের ভাবধারার পরিচয় আমরা পাই প্রধাণতঃ তাঁর চিঠিপত্র থেকে। এর মধ্যে আমরা তাঁর সৃজনশীল মনের উৎকর্ষ দেখতে পাই। জনসভায় বক্তৃতায় তিনি সতর্কতা অবলম্বন করতেন, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে তাঁর উজ্জ্বল আশা, বহুমুখী চর্যা ও কল্পনার প্রাচুর্য বিনাবাধায় প্রকাশ পেয়েছে। সচেতন মন ও উদার হৃদয়ের পূর্ণতা নিয়ে তিনি যে চিঠিপত্র লিখেছেন, তা মার্কিন গণতন্ত্রের স্থায়ী সম্পদ হয়ে রয়েছে।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রচয়িতা টমাস জেফারসন চিঠিপত্রের মধ্য দিয়েই তাঁর চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর সম-সাময়িক মানুষগুলির চিন্তা-ধারাকে রূপ দিতে সাহায্য করেছেন। আমেরিকা ও ইউরোপের শত শত মানুষের সঙ্গে তিনি চিঠিপত্র আদান-প্রদান করেছেন। সারাজীবন তিনি প্রায় ২৫ হাজার পত্র লিখেছেন। যিনি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং কৃষিকার্য করেছেন, তাঁর পক্ষে এই কাজ সত্যই বিস্ময়কর। আধুনিক কালের রাষ্ট্রনায়কদের পক্ষে যেমন জনসভায় ভাষণ, সাংবাদিক সম্মেলন ও বেতার বক্তৃতা, জেফারসনের পক্ষে তেমন ছিল চিঠিপত্র লেখা। চিঠিপত্রের মাধ্যমে জেফারসন দেশবাসীর কাছে তাঁর কথা বলতেন এবং তাঁর অনুগামীদের প্রেরণা জোগাতেন। তিনি সুবক্তা ছিলেন না; তাই বক্তৃতা মঞ্চ পরিহার ক'রে তিনি লেখনী-ধারণ করেছিলেন।

জনসভায় বক্তৃতায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কতখানি সিদ্ধ হতো, সেকথা বিচার না ক'রে তিনি চিঠি লিখতে বসতেন; তিনি জানতেন, তাঁর চিঠি প্রকাশ্য সভায় পাঠ করা হবে। এই চিঠিগুলি তিনি লিখতেন সচেতন

রাজনৈতিক ফললাভের জন্য, দেশবাসীকে গণতন্ত্রে শিক্ষিত করার উপায় হিসাবে, অথবা, তাঁর নিজের ভাষায়, "প্রয়োজনীয় সত্যের বীজ বপন করার জন্য।"

মানবজাতির ভাণ্ডারে সংরক্ষণ করতে হলে প্রতিটি মূল্যবান জিনিষের জন্য সংগ্রাম করতে হয়। অতীতে স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁরাই জয়ী হয়েছিলেন যাঁদের মস্তিষ্ক ও মানসিক বল ছিল। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহান স্থপতিদের অগ্রণী ছিলেন টমাস জেফারসন। তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক, লেখক, বিদ্বান ও শাসকের অতুলনীয় সমাবেশ এবং সেই সঙ্গে তাঁর সময়কার সার্থক রাজনৈতিক নেতা। নরম প্রকৃতির মানুষ হয়েও তিনি ছিলেন শক্তিমান যোদ্ধা, যেন ঘরে-বোনা কাপড় পরা ইস্পাতের মানুষ। অতীতের অনুদর্শনে আমাদের মনে হবে তিনি ছিলেন ভাবী-দর্শী—একজন ভবিষ্যদ্বক্তা, যিনি তাঁর স্বপ্ন সার্থক করেছেন।

গণতন্ত্র কি? জেফারসনের মতে গণতন্ত্রের মর্ম হলো স্বাধীনতা। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে তিনি ছিলেন তাঁর যুগের সৃষ্টি, অষ্টাদশ শতকের দর্শনের ছাত্র এবং সেই শতাব্দীর রাজনৈতিক দৃশ্যের দর্শক। তিনি ইউরোপীয় লেখকদের বই পাঠ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পা ছিল স্বাধীন আমেরিকার মাটীতে। তিনি তাই স্বাধীনতায় মানুষের স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে ইউরোপীয় দার্শনিকদের মত এবং বাস্তব অবস্থায় মানুষের দৈন্য—এই বৈষম্য দেখে মর্মাহত হয়েছিলেন। আমেরিকায় ইংরাজ শাসনের মধ্য দিয়ে ইউরোপের যে অবস্থার পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন, তাতে জেফারসনের চিন্তাধারায় স্বাধীনতার প্রতি অনমনীয় ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। ইউরোপের নয়-দশমাংশ মানুষকে দারিদ্র্য ও দাসত্বে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল, যাতে এক-দশমাংশ মানুষ স্বাধীন বিলাসপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে। ১৮২৬ সালে মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি অস্বাভাবিক তিক্ততার সঙ্গে লিখেছিলেন,—"ভগবানের অনুগ্রহে অগণিত মানুষ পিঠে বল্‌গা নিয়ে জন্মায়নি যে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী মানুষ জুতো পরে চাবুক নিয়ে আইনের জোরে তাদের উপর চড়বে।" ইউরোপের দৃশ্য অবলোকন করে জেফারসন কি দেখেছিলেন? ইংলণ্ডে দুর্নীতিপরায়ণ অভিজাত সম্প্রদায় এক বিকারগ্রস্ত রাজাকে সামনে রেখে রাজ্যশাসন করছে। প্রুশিয়ায় এক যোগ্যতাসম্পন্ন স্বেচ্ছাচারীর প্রভুত্ব চলছে, অযোগ্য স্বেচ্ছাচারী শীঘ্রই তার স্থান গ্রহণ করবে। আধা-প্রাচ্য স্বৈরাচারী শাসকের শাসনের চাবুকে রাশিয়া ভূমিদাসের এক বিরাট বন্দীশালায় পরিণত হয়েছে। আধা-সামন্ততান্ত্রিক অষ্ট্রিয়া, যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের

প্রভুত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিষ্ফল সংগ্রাম করছে। ফ্রান্স কুশাসন ও দারিদ্র্যের যন্ত্রনায়, বিপ্লব ও অরাজকতার গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে! ইউরোপের যেখানেই জেফারসন দৃষ্টিপাত করেছেন সেখানেই দেখেছেন অত্যাচার ও হতাশার চিত্র।

ইউরোপের এই অবস্থা জেফারসনের চিন্তাধারায় ও মার্কিন গণতন্ত্রে যে বিপরীত প্রভাব বিস্তার করেছে, তা বলাই বাহুল্য। ইউরোপের সমাজ তখন নিষ্ঠুর ও ইউরোপের রাজনীতি ন্যায়নীতি-বর্জিত, তাই ইউরোপের হাজার হাজার সন্তান এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সমুদ্রপারি দিয়ে আমেরিকায় এসেছে। জেফারসন এক সময় বলেছিলেন,—"শিল্পী যখন তার কাজ জানতোনা, তখন প্রথম ধারণার বশবর্তী হয়ে যে স্থূল জিনিষ সে তৈরী করেছিল, ইউরোপ হচ্ছে তাই ; অথবা শিল্পী কি গড়তে চায় সে সম্বন্ধে মন স্থির না করেই যা গড়েছিল, তাই হয়েছে ইউরোপ।" এ কথা বলার তাৎপর্য এই যে, এই স্থূল প্রথম ছাঁচের চেয়ে অনেক উন্নত ধরণের হবে আমেরিকা।

ফ্রান্সে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত থাকাকালীন জাতিভেদ ও স্বৈরশাসনের প্রতি জেফারসনের বিরূপতা আরও গভীর হয়েছিল। ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য ও দুঃখ দেখে তাঁর অন্তর ঘৃণায় পূর্ণ হয়েছিল। তিনি প্যারিস থেকে লিখেছিলেন, "এদেশের দু'কোটী অধিবাসীর মধ্যে আমার মতে এক কোটী ৯০ লক্ষ লোক মানবজীবনের প্রতিটী অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে হত-ভাগ্য লোকের চেয়েও বেশী হতভাগ্য ও অভিশপ্ত জীবনযাপন করে। তিনি জানতেন এই অহেতুক হতভাগ্য জীবনের কারণ "নিকৃষ্ট ধরণের গবর্ণমেন্ট।"

ইউরোপের গবর্ণমেন্টগুলিকে জেফারসন কপোতের ঝাঁকের উপর চিলের দলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ইউরোপের এই যন্ত্রণাদায়ক পথে আমেরিকা কিছুতেই চলতে পারে না। সেদিনের ইউরোপের অবস্থা যে দেখেছে সে-ই বুঝবে আমেরিকা তার তুলনায় কত ভাল! ১৭৮৫ সালে জেমস্ মনরোর কাছে এক চিঠিতে জেফারসন লিখেছিলেন,—"একবার ইউরোপ ভ্রমণ করলেই আপনি আপনার দেশ, তার মাটী, আবহাওয়া, তার সাম্য, স্বাধীনতা, তার আইনকানুন জনসাধারণ ও তাদের আচরণের প্রশংসা করবেন।" এক সময় তিনি বলেছিলেন,—"হে ভগবান, পৃথিবীর যে কোন দেশের তুলনায় আমার দেশ-বাসী যে কত দুর্লভ আশীর্বাদের অধিকারী, তা তারা অল্পই জানে।"

এখানে এই নতুন দেশের নাগরিকরা বংশানুক্রমিক অসাম্যের দ্বারা এখনও নৈতিক চরিত্র হারায়নি। যেখানে জনসাধারণ দুর্নীতিমুক্ত ও স্বাধীন, যেখানে জমি উর্বর ও সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয়, সেখানেই নতুন সমাজ গড়ে

তোলা সম্ভব ; সে সমাজে ইউরোপের দুঃখজনক অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। জেফারসন নিজে এক সীমান্ত প্রদেশে মানুষ হয়েছিলেন, তিনি তাঁর প্রতিবেশীদের জানতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরা ছিলেন আত্মনির্ভরশীল, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষ, তাঁরা নিজেদের জমি নিজেরা অধিকার করেছিলেন। তাঁদের জমিদার বা পুরোহিত ছিল না।

জেফারসনের সময়ে, যেমন আজও, মূল সামাজিক প্রশ্ন ছিল শাসন ব্যবস্থার সমস্যা। সমাজের প্রায় সমস্ত ব্যাধির মূলে ছিল রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও কার্যকলাপ। গবর্ণমেন্ট যদি খারাপ হতো তবে প্রজাদের উপর তার নিষ্ঠুরতা ও নীচতার কোন সীমা থাকতো না ; এবং জেফারসনের সময়ে প্রজাদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না, কাজেই তারা ছিল অসহায়। জেফারসনের কাছে একথা স্বতঃসিদ্ধ ছিল যে, যেখানে নাগরিকদের গবর্ণমেণ্টের উপর খবরদারী করার কোন অধিকার নেই, সেখানকার সমাজ, মেষের দলের উপর নেকড়ে বাঘের শাসনের মত। এ সম্বন্ধে যুক্তি-তর্কের কোন অবকাশ আছে বলেই জেফারসন স্বীকার করতেন না। তাঁর কাছে জাঁকজমকওয়ালা স্বৈরশাসন অপেক্ষা নিকৃষ্ট ধরণের লোকায়ত্ত সরকার ছিল অনেক বেশী বাঞ্ছনীয়। কারণ, জেফারসনের মতে ভুল করারও স্বাভাবিক অধিকার মানুষের আছে এবং স্বয়ং শাসিত অবস্থায় মানুষ সাধারণ জ্ঞানের দ্বারাই ভুল সংশোধন করতে সক্ষম। জেফারসন একথাও স্বতঃসিদ্ধ মনে করতেন যে, যে-শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকদের স্বাধীনতা সবচেয়ে বেশী, এমন কি সেই গবর্ণমেণ্ট যদি দুর্বলও হয়, তথাপি সেই শাসনব্যবস্থাই সবচেয়ে ভাল। এই একই যুক্তিতে তিনি মনে করতেন যে শক্তিশালী গবর্ণমেণ্ট খারাপ হতে বাধ্য ; কেনন', অচিরেই এই গবর্ণমেণ্ট জনসেবকের পরিবর্তে নাগরিকদের প্রভু হয়ে দাঁড়ায়।

গবর্ণমেণ্ট কি প্রকৃতির হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে জেফারসনের কোন মোহগ্রস্ত ধারণা ছিল না। ভল্‌তেয়ারের মত তিনিও ইতিহাসের চিন্তাশীল পাঠক ছিলেন, অবসর বিনোদনের জন্য ইতিহাস পড়েন নি, ইতিহাসের শিক্ষা কি, সেটা বুঝবার জন্য তিনি ইতিহাস পড়তেন, ইতিহাসের বাস্তববাদী পাঠক হিসাবে তিনি সমস্ত গবর্ণমেণ্টকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। ঘটনাক্রমে তাঁর সম-সাময়িক অন্যান্য আমেরিকান, বিশেষতঃ যাঁরা সংবিধান রচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাও এই ভাবে ইতিহাসকে দেখেছেন। গবর্ণমেণ্ট থেকে বিপদের সম্ভাবনাকে তিনি ভয় করতেন ! কিন্তু মন্দ হলেও প্রয়োজনীয় সংস্থা হিসাবে তিনি গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন, সমাজের পক্ষে যেমন একধরণের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োজন, তেমনি ব্যক্তির

পক্ষেও প্রয়োজন কিছু পরিমাণে স্বাধীনতার ; এবং যেহেতু এই দুই ধরণের প্রয়োজন পরস্পর সম্পর্ক-বর্জিত, শৃঙ্খল ও স্বাধীনতার এই বিরোধের সামঞ্জস্য করা সম্ভব নয় বলে মনে হয়েছিল। ইতিহাসের জ্ঞান থেকে জেফারসন ভাল ভাবেই জানতেন, সমস্ত গবর্ণমেণ্ট, কখনও পীড়নমূলক আইনের সাহায্যে, কখনও নগ্ন বলপ্রয়োগের দ্বারা চিরকাল ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে। তাঁর কাছে এই কথা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ছিল যে খুব কম শাসকই শাসিতের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করেছে। জেফারসন অতি চমৎকার ভাষায় এক সময় স্বীকার করেছিলেন যে, যদি তাকে স্বৈরতন্ত্র ও নৈরাষ্ট্রবাদের মধ্যে নির্বাচন করতে হয়, তবে তিনি নৈরাষ্ট্রবাদই ভাল মনে করবেন। যদি এই প্রশ্ন করা হয়, বর্বর আদিম জাতির মধ্যে যেখানে কোন আইন নেই এবং সভ্য ইউরোপীয়দের মধ্যে যেখানে আইনের বাড়াবাড়ি, এই দুই-এর কোন অবস্থা মানুষের পক্ষে বেশী ক্ষতিকর, তবে যে-ব্যক্তির এই দুই অবস্থারই অভিজ্ঞতা আছে তার রায় হবে শেষেরটা।" তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন,—"নেকড়ে বাঘের তত্ত্বাবধানে থাকার চেয়ে মেষের দল নিজেদের মত থাকতে পারলেই বেশী সুখী থাকে।"

যেহেতু সমস্ত গবর্ণমেণ্টের অনিবার্য ঝোঁক স্বৈরতন্ত্রের দিকে, সেইহেতু জেফারসনের যুগের মানুষদের সামনে এই সমস্যাই দেখা দিয়েছিল যে, কি ক'রে সমাজের প্রয়োজনীয় সেবকের দাসত্বে পরিণত হওয়াটা নিরস্ত করা যায়। অন্য কথায়, কি ভাবে গবর্ণমেণ্ট ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করতে গেলে বাধা দেওয়া যায়।

১৭৮৯ সালে জেফারসন লিখেছিলেন,--কতগুলি অধিকার আছে যা গবর্ণমেণ্টের কাছে সমর্পন করা নিস্প্রয়োজন, অথচ ঠিক সেগুলিরই উপর হস্তক্ষেপ করতে সমস্ত গবর্ণমেণ্টকেই সর্বদা দেখা গেছে। এই অধিকারগুলি হচ্ছে চিন্তার অধিকার, বক্তৃতার দ্বারা বা লিখিত ভাবে ভাবপ্রকাশের অধিকার অবাধ বাণিজ্যের অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার।

জেফারসনের মতে গবর্ণমেণ্ট হচ্ছে জীবন ও স্বাধীনতার অনুগত, এ দুটো না থাকলে সুখী জীবন যাপন করা যায় না। জেমস্ মনরোর কাছে ১৭৮২ সালে জেফারসন লিখেছিলেন,—"শক্তিশালী রাষ্ট্র মানুষের চিন্তাধারা ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ক'রে মানুষের জীবনের সমস্ত আশীর্বাদ নষ্ট করে দেয়, মানুষ ভাবতে থাকে এর চেয়ে তাদের না জন্মালেই ভাল ছিল।"

স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে এর সমাধান নিহিত। মানুষদের এই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে শাসন-পরিচালকদের নির্বাচন করা ও তাদের উপর খবরদারি

করার অধিকার তাদের আছে ; এটা কোন সুযোগ বা অনুগ্রহের ফলে তারা পায়নি ; প্রকৃতিই তাদের এই অধিকার দিয়েছে। অষ্টাদশ শতকের অন্যান্য মনীষীরা যে নীতি মানতেন, সেই নীতি অনুসরণ ক'রে জেফারসন বলেছেন,—"মানুষ কতগুলি অবিচ্ছেদ্য অধিকার নিয়ে জন্মায় ; এ গুলির মধ্যে আছে জীবন, স্বাধীনতা ও সুখানুসন্ধানের অধিকার। স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও এই স্বাভাবিক অধিকারগুলির অন্তর্ভূক্ত।

১৭৯০ সালে প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনকে জেফারসন বুঝিয়েছিলেন,—"পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ ও মানব-গোষ্ঠীর স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আছে। এই অধিকার তারা জন্ম হতেই প্রকৃতির হাত থেকে লাভ করে। ব্যক্তিরা একক ইচ্ছায় এবং মানব-গোষ্ঠী সংখ্যা গরিষ্ঠতার মধ্যে দিয়ে এই অধিকার ব্যবহার করে ; কারণ, সংখ্যা গরিষ্ঠের আইনই মানুষের প্রত্যেক সমাজের স্বাভাবিক আইন।"

গণতন্ত্রের সমালোচকরা এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে মানুষ স্বায়ত্তশাসনে অক্ষম। জেফারসন গণতন্ত্র-বিরোধীদের এই যুক্তি ছুটী সংক্ষিপ্ত বাক্যে নাকচ করেছেন,—"কখনও কখনও একথা বলা হয় যে মানুষ নিজেকে শাসন করবে একথা বিশ্বাস করা যায় না। এই যদি ধরে নেওয়া হয় তাহলে কি অপরকে শাসন করার ব্যাপারে তাকে বিশ্বাস করা যাবে ? ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীর অভি-ভাবকত্বে অযত্নবিহিত আংশিক গণতন্ত্রও জেফারসন গ্রহণ করেন নি। তিনি জোশেফ ক্যাবেলকে লিখেছিলেন,—"একজনের উপর সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে বিশ্বাস না ক'রে বহুর মধ্যে এই ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়াই সৎ এবং নিরাপদ গবর্ণমেন্ট লাভ করার উপায়।" তিনি তার ফরাসী বন্ধু দু পঁ দ্য নেমুরকে লিখেছিলেন,—"আমরা উভয়েই জনসাধারণকে সন্তানের মত দেখি······কিন্তু আপনি তাদের শিশুর মত ভালবাসেন এবং ধাত্রী ছাড়া তাদের রাখতে ভয় পান ; আর আমি তাদের সাবালকের মত দেখি এবং তাদের অবাধে স্বায়ত্ত শাসনে রাখতে পারি।" এই উক্তিটিকে অধ্যাপক চার্লস্ মেরিয়াম গণতান্ত্রিক নীতি সম্বন্ধে একটি শ্রেষ্ঠ বাক্য বলে অভিহিত করেছেন।

মানষ চরিত্রের উপর জেফারসনের বিশ্বাস ছিল এবং মানবজাতির সাধারণ জ্ঞানের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল। যে মানুষগুলি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করে তারা ভুল করলেও ভুল সংশোধনের সুযোগ পায়। কিন্তু যে মানুষগুলি অপরের শাসনাধীন তাদের ধৈর্যের সঙ্গে দুঃখবরণ করা অথবা বল-প্রয়োগ করা ছাড়া উপায় নেই। "জনসাধারণের সুবুদ্ধি ও নেতাদের সততার উপর আমার এতখানি ভরসা আছে যে, তারা যে কোন ব্যাপারে যতদুর সম্ভব

ভুল করলেও, আমি ভয় পাই না।" জনসাধারণ সাময়িকভাবে বিপথে চালিত বা প্রতারিত হতে পারে, কিন্তু যেখানে সত্যের পথ উন্মুক্ত, সেখানে মানুষ যা কিছু ভুল বা ক্ষতিকর তা বর্জন করতে শিখবে। "যেখানে জনসাধারণ তথ্যাভিজ্ঞ, সেখানেই তাদের স্বায়ত্বশাসন দিয়ে বিশ্বাস করা যেতে পারে; যখন কোন ভুল এত বেশী হবে যে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তখনই সেই ভুল তারা শোধরাবে বলে তাদের উপর নির্ভর করা যেতে পারে।"

সুতরাং গণতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম মূল প্রয়োজন হলো জনশিক্ষা। জেফারসন জানতেন, স্বৈরতন্ত্র চিরকাল অজ্ঞতা থেকে পুষ্টিলাভ করেছে। যেখানে অন্ধকারের রাজত্ব, সেখানে মানুষ স্বাধীন থাকতে পারে না। জ্ঞানের পূর্ণ আলোকই মানুষের কুসংস্কার দূর করতে পারে এবং মানুষের মনকে স্বায়ত্ব শাসনের জন্য মুক্ত করতে পারে। বাস্তবিকই জনশিক্ষা ব্যতীত গণতান্ত্রিক সমাজের চিন্তা করা যায় না। "যদি কোন জাতি অজ্ঞ থেকেও স্বাধীন হতে চায়, তবে তারা এমন কিছু আশা করে যা কখনও ছিলনা বা হবে না।" জেফারসন সার্বজনীন জন-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন শুধু এই জন্য নয়, যে এর দ্বারা গণতন্ত্র চিরস্থায়ী হবে, উপরন্তু তিনি জানতেন যে, মানসিক পরিধির বিস্তারের ফলেই মানুষ সুখী হতে পারে। "জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের যে আগ্রহ বর্তমানে রয়েছে, তাতে মানবজাতিব সুখ অনেক বাড়বে এই সম্ভাবনা আমি দেখছি।"

এই একই কারণে জেফারসন সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতার অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। যদি গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন হয় এমন নাগরিক-দের, যারা পড়তে জানে, তবে তারা কি পড়বে এ সম্বন্ধে তাদের স্বাধীনতাও থা কা চাই। সংবাদপত্রের উপর যে-কোন ধরণের বিধিনিষেধ আরোপ করার অর্থ হলো দেহের উপর অত্যাচারের পরিবর্তে মনের উপর অত্যাচার ক'রে গণতন্ত্রের আগ্রহকে নষ্ট করা। গণতন্ত্রের সার-কথা যেহেতু সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্বন্ধে অবহিত হওয়া, সেই হেতু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করার নীতি সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে পীড়নের অস্ত্রই জুগিয়ে দেবে। জেফারসন বলে-ছিলেন,—"আমাদের স্বাধীনতা নির্ভর করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর; এই স্বাধীনতা সঙ্কোচের অর্থ হলো স্বাধীনতা হারানো।" যদিও জেফারসনকে সংবাদপত্রের অসংযত কটূক্তির শিকার হতে হয়েছিল, তবুও তিনি ভেবেছিলেন যে, যে-কোন মূল্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা প্রয়োজন। তাঁর প্রথম-বারের শাসনকালে তিনি উৎকট সংবাদপত্রগুলিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,—"তাদের নিন্দা ও মিথ্যা প্রচারের অধিকার আমি রক্ষা করবো।"

এই সম্বন্ধে তিনি একই নীতি প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে কোনও বইয়ে প্রকাশিত তথ্য যদি মিথ্যা হয়, তবে তা মিথ্যা প্রমাণ করা উচিত এবং যুক্তিতে যদি ভুল থাকে, তবে তা ভুল প্রতিপন্ন করা উচিত। "ভগবানের দোহাই, আসুন আমরা খোলা মন নিয়ে দু'পক্ষের কথা শুনি।" অপ্রিয় মতগুলিও শোনা দরকার এবং তার সমালোচনায় উৎসাহ দেওয়া দরকার। রাজনৈতিক নেতা ও সরকারী নীতির অবাধ সমালোচনা না হলে গণতন্ত্রের অধঃপতন হয়। "যদি দাবী করা হয় যে সরকারী ব্যবস্থার সমালোচকদের শাস্তি দিতে হবে, তবে গল্পের সেই নেকড়ে বাঘদের দাবীরই পুনরুত্থাপন করা হয়, যারা বলেছিল শান্তি ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্য মেষের দল তাদের কুকুরগুলি জামীনস্বরূপ সমর্পন করে দিক।"

গণতন্ত্রে মানুষের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার এবং ইচ্ছামত কথা বলার অধিকার থেকে আসে বিবেকের স্বাধীনতা। জেফারসনের মতে রাজনৈতিক স্বেচ্ছাতন্ত্রের চেয়েও ধর্মীয় অত্যাচার অনেক বেশী ঘৃণ্য। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে ধর্মীয় গোঁড়ামি অতীতে অনেক রক্তপাত ও দুঃখের কারণ হয়েছে। ভার্জিনিয়ার উপর প্রবন্ধে জেফারসন লিখেছিলেন,—"খৃষ্টধর্ম প্রবর্তনের সময় থেকে লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারী ও শিশুকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে, জরিমানা করা হয়েছে ও কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে; তবুও আমরা ধর্মীয় অভিন্নতার পথে এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইনি। যেহেতু ধর্মীয় অভিন্নতা সম্ভব নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়, এর প্রয়াস একেবারে না করাই বিজ্ঞ নীতি। ভগবানের আরাধনা করা না-করা প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছাধীন হোক।" জেফারসন এই মত পোষণ করতেন যে, ধর্ম হচ্ছে প্রত্যেক মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্তার নিজেদের মধ্যেকার বিষয়; এই ব্যাপারে পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা কারও উচিত নয়—সরকারের তো নয়ই। জেফারসন কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না। ধর্মমত তিনি অপছন্দ করতেন, কিন্তু তিনি যীশুখৃষ্টের নীতি—উপদেশ মেনে চলতেন।

নাগরিকদের কি ধর্ম হবে, তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দেওয়া ধর্মমতের জন্য লোককে শাস্তি দেওয়ার মতই তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। আমেরিকার বিপ্লবের অন্যতম স্থায়ী সাফল্য ছিল ধর্ম সম্পর্কে সহিষ্ণুতা। তাঁর জীবনে জেফারসন যে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার যুগান্তকারী আইন নিয়ে গর্ব অনুভব করতেন, তা ১৭৮৬ সালে ভার্জিনিয়া এ্যাসেম্বলীতে পাশ হয়েছিল। জেফারসন রচিত আইন এই মহান নীতি নিয়ে শুরু হয়েছিল যে সর্বশক্তিমান ভগবান মানুষের মনকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন এবং এই সতর্কবানী উচ্চারণ

করে শেষ হয়েছিল যে মানুষের বিবেক সম্বন্ধে যে কোন বিধিনিষেধ তার স্বাভাবিক অধিকারের পরিপন্থী। জেফারসনের মানবীয় দর্শনে ধর্মমত সহিষ্ণুতা ধর্মের জন্যই প্রাথমিক প্রয়োজন নয়, গণতান্ত্রিক সমাজ রক্ষার জন্যও প্রয়োজন। তিনি জানতেন, ধর্মমত-সহিষ্ণুতার অভাবের ফলে মানুষ নিষ্ঠুর হয় এবং ধর্ম-মতের জন্য অত্যাচার তখনই অদম্য হয়ে উঠে, যখন প্রভাবশালী ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তি যুক্ত হয়। জেফারসনের ভাষায় "গির্জা ও রাষ্ট্রের এই ঘৃণা সংযোগ" অতীতে মানব সমাজের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে, আমেরিকায় এটা অবশ্যই ঘটতে দেওয়া হবে না। তিনি লিখেছেন,—"প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক যুগে যাজক সম্প্রদায় স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, সর্বদা যথেচ্ছাচারীর পক্ষাবলম্বন করেছে, নিজের অপকর্মগুলি বজায় রাখার জন্য তার অপকর্মের সহায়তা করেছে।" আমেরিকায় মানুষ যেমন দৈহিক স্বাধীনতা তেমন মানসিক স্বাধীনতা ভোগ করবে; কোন আইন বা ব্যক্তির এই কথা বলার অধিকার থাকবে না যে, কে কোন ধর্মমতে বিশ্বাসী হবে। জেফারসন ধর্মমত সহিষ্ণুতার নীতি খুব পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন,—"আমার প্রতিবেশী বহু দেবতা বা একেশ্বরবাদ—যাতেই বিশ্বাস করুকনা কেন, তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই। এতে আমার অর্থহানিও হয় না, পা-ও খোঁড়া হয়ে যায় না।"

মার্কিন গণতন্ত্রের প্রতি জেফারসনের অত্যধিক অনুরাগ থাকার ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি আপোষহীন স্বাতন্ত্র্য-নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা এই দিকেই তাঁকে পরিচালিত করেছিল। একথা স্মরণ করা যেতে পারে যে তাঁর সক্রিয় রাজনীতির বছরগুলি ইউরোপের কয়েকটী রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের সমকালীন। যখন তিনি প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী, তখন ফরাসীরা তাদের সম্রাটের মস্তক ছেদন করছে, আর তার ফলে বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে। জেফারসন যখন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট তখন নেপোলিয়ন যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয় করে ইউরোপের একচ্ছত্র নায়ক হওয়ার পথ প্রস্তুত করছেন। জেফারসন যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট তখন নেপোলিয়নের স্থলবাহিনী দেশের পর দেশ পদদলিত করছে এবং ইংরাজদের নৌ-বাহিনী সমুদ্রে ধ্বংসের কাজ চালাচ্ছে। দীর্ঘ ২০ বছরেরও বেশী সরকারী পদে থাকাকালীন জেফারসন পৃথিবীতে কোথাও শান্তি দেখতে পাননি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ ও রক্তপাত দেখে জেফারসন হতাশ হয়েছিলেন। তাঁর বন্ধু ম্যাডিসনকে তিনি খুব দুঃখের সঙ্গে লিখেছিলেন,—"সমস্ত জীবজগতে মানুষ ছাড়া আমি আর কোনও প্রাণীকে এরকম ক্রমাগত ও নিয়মিতভাবে নিজের ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হতে দেখিনি।"

১৩০ বছরের ও অধিক কাল পূর্বে তিনি যে খেদোক্তি করেছিলেন, আজ আরও ন্যায়সঙ্গতভাবে সেই উক্তি করা যায় "নীতি শাস্ত্রের যে সমস্ত মূলতত্ত্ব ও চিরাচরিত প্রথা এত কাল সভ্য দেশগুলির সম্পর্কের বন্ধন ছিল, আজ বাহুবল ও বর্বর সুলভ আইন তার স্থান নিয়েছে ; পঞ্চম শতাব্দীর অসভ্যতা নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দী সুরু হচ্ছে।"

যুদ্ধরত দেশগুলি আমেরিকার অধিকার যথেষ্ট ভঙ্গ-করেছে, আমেরিকার জাহাজগুলির ক্ষতি করেছে। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের কি করা উচিত ছিল ? যুদ্ধ করা ? জেফারসনের মতে এই ধরণের প্রতিকার রোগের মতই খারাপ হতো। তিনি লিখেছেন,—"আমি শান্তি ভালবাসি এবং পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রকে আর একটা উপকারী শিক্ষা দিতে আমি ব্যগ্র। আমি দেখাতে চাই যে, যুদ্ধ না করেও শাস্তি দেওয়ার অন্য উপায় আছে। যুদ্ধে দণ্ডদাতা ও দণ্ডিত উভয়েই শাস্তি ভোগ করে।" এই অন্য উপায় হচ্ছে যুদ্ধরত দেশগুলির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করা। আক্রমণকারীর সঙ্গে সমস্ত বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া এবং তাদের বিবাদের ফলে আমেরিকার স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলিকে নষ্ট হতে না দেওয়া। সেই বিশৃঙ্খল জগতে আমেরিকার অতুলনীয় অবস্থা জেফারসন যে ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন আজও তা প্রাসঙ্গিক :

"আমরা যদি নিজেদের আলাদা করে বিচার করি তবে আমাদের অসুবিধা বাস্তবিকই বেশী। কিন্তু যদি ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করে দেখি, তাহলে মনে হবে আমরা স্বর্গসুখ ভোগ করছি। আমাদের চতুর্দিকে যে হাঙ্গামা ও উপদ্রবের দৃশ্য আজ দেখছি, আমাদের স্মরণকালের মধ্যে কোন যুগে তা ছিল না। সেই তুলনায় আমরা যেন ফুলের উপর শয্যা পেতে রয়েছি। পৃথিবীর এই ধ্বংসলীলায় যে-পদ্ধতির গবর্ণমেণ্ট আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে, তা ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করবে। ছোটখাটো দ্বন্দ্ব বা ঈর্ষা যে আমাদের দেশে নেই, তা নয় ; কখনও কখনও নৈরাশ্য আমাদের পেয়ে বসে। কিন্তু আমাদের পক্ষে সুখের বিষয়, অতিকায় হাতী (mamoth) সাঁতরাতে পারেনা, তিমিঙ্গিল (leviathan) শুকনো ডাঙ্গায় চলতে পারে না। আমরা যদি তাদের পথ থেকে সরে থাকতে পারি তবে তারা আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারবে না।"

জেফারসনের নীতি ছিল ইউরোপের এই "সিংহ-ব্যাঘ্রগুলির" পথ থেকে সরে থাকা এবং আমেরিকার পথ থেকে তাদের দূরে রাখা। এই দুই কাজই তার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি আশা করেছিলেন, মাঝ-সমুদ্রে একটা সীমারেখা টানবার উপায় হয়তো পাওয়া যাবে, যাতে এই দুই মহাদেশকে

চিরকালের মত পৃথক করে রাখা যায়। তিনি আমেরিকা মহাদেশকে শান্তি ও স্বাধীনতার বাসভূমিরূপে দেখতে চেয়েছিলেন এবং যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপের মত্ততা থেকে পশ্চিম গোলার্ধকে মুক্ত রাখবার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন। তাঁর শিষ্য প্রেসিডেন্ট মনরোর সঙ্গে জেফারসনের যে পত্র বিনিময় হয়েছিল তাতে দেখা যাবে ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার বিষয়ে তিনি কত গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। তাঁর এই নীতিকে বোধ হয় 'স্বতন্ত্র-স্থিতি' ব'লে আখ্যা দেওয়াই ভাল। এই নীতিই পরে 'মনরো নীতিতে' রূপ পেয়েছিল। মনরোর কাছে লেখা একটী পত্রে এই বিষয়ে তিনি পরিষ্কার ভাবে আলোচনা করেছেন :

"আমি চিরকাল মনে করেছি যে ইউরোপের বিবাদে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করা যুক্তরাষ্ট্রের মূলনীতি হবে। তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের পারস্পরিক ঈর্ষা, শক্তির ভারসাম্য রাখার নীতি, জটিলতাপূর্ণ চুক্তি, গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন ধরণ ও নীতি—এ সমস্তই আমাদের থেকে ভিন্ন। ইউরোপের দেশগুলি চিরকাল যুদ্ধে লিপ্ত। নিজেদের জনসাধারণের শ্রম, সম্পত্তি ও জীবন ধ্বংস করার কাজে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত। অপরপক্ষে আমাদের কথা বলতে গেলে, এর বিপরীত পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করার, মানুষের সঙ্গে শান্তি ও সৌভ্রাত্র্য প্রতিষ্ঠার এবং আমাদের সকল সাধ্য ও ক্ষমতাকে ধ্বংসের পরিবর্তে উন্নতির উদ্দেশ্যে পরিচালিত করার এমন অনুকূল সুযোগ কোন জাতি কখনও পায় নি। আমাদের পশ্চিম গোলার্ধে কখনও এমন আর কোন জাতি নেই এবং একযুগ পরেও থাকবে না, যারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার অবস্থায় থাকবে অথবা যুদ্ধ করতে চাইবে। ইউরোপের দেশগুলি উত্তর বা দক্ষিণ আমেরিকায় যেটুকু দাঁড়াবার জায়গা পেয়েছিল, তাও তাদের পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে ; আমরা তাদের সম্পর্ক থেকে শীঘ্রই মুক্ত হবো।"

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র-স্থিতির এই ধারণা অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি বিস্তার করেছিলেন। কৃষকের সন্তান ও নিজে কৃষক হওয়ার দরুন জেফারসনের সহুরে জীবন ও ব্যবসায়ী শ্রেণীগুলি সম্পর্কে একটা অবিশ্বাসের ভাব ছিল। সহুরে অর্থনীতি ও সহুরে সভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর একটা প্রবণতা ছিল। জেফারসন বিশ্বাস করতেন, সহরের অধিবাসীদের চেয়ে গ্রামের মানুষরা ভাল ; প্রধানতঃ এই কারণে যে জমির মালিকানা স্বত্ব তাদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বোধ জন্মায়।

দেশ সহর-প্রধান হলে গণতান্ত্রিক সদ্‌গুনের অবনতি ঘটবে, এই ভয়ে জেফারসন চেয়েছিলেন শিল্পজাত দ্রব্য তৈরী না করে যুক্তরাষ্ট্র কৃষিনির্ভর সমাজ

হয়ে থাকুক। "সাধারণ ভাবে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের জন্য ইউরোপেই আমাদের কারখানাগুলি থাকুক"—এই ছিল তাঁর মত। শ্রমিক অধ্যুষিত বস্তিবহুল সহরগুলি ইউরোপেই থাকুক, আমেরিকা তার বিশাল উন্মুক্ত স্থান নিয়ে কৃষি-সমাজের গণতন্ত্র গড়ে তুলুক। তিনি মনে করেছিলেন, কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে শিল্পজাত দ্রব্য গ্রহণ করার মধ্যেই ইউরোপের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক সীমাবদ্ধ থাকা ভাল।

পরবর্তী কালে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক যন্ত্র-বিদ্যা দূরত্ব জয় করেছে। আমেরিকার অর্থ-নীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্র ছিল ৫০ লক্ষ অধিবাসীর কৃষি-প্রধান দেশ, আজ হয়েছে ১৩ কোটী মানুষের এক উন্নত শিল্পপ্রধান শক্তি, যার অধিবাসীদের সংখ্যাগুরু অংশ জমির উপর নির্ভর করে না, বাস করে সহরে। শিল্প কেন্দ্রগুলি জটীল সমস্যা ও তীব্র সামাজিক সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছে এবং আবার নতুন করে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা করারও সুযোগ দিয়েছে। জেফারসন এই জেনে চিন্তিত হতেন, হয়তো আনন্দিতও হতেন যে, আমেরিকার সহরবাসীরাও ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক জীবনধারা অনুসরণ করতে ততখানি সক্ষম হয়েছে, যতখানি ছিল তাঁর সময়কার গ্রামবাসীরা।

জেফারসন জানতেন মানুষের সমাজে কিছুই চিরস্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় নয়। সংকটকালে যখন নাগরিকদের কল্যাণ বিধানের প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, জেফারসন মতবাদ উপেক্ষা করেছেন। প্রগতিশীল গণতন্ত্র যাঁদের প্রিয়, তাঁরা সকলেই ১৮১৬ সালে জেফারসন যে কথাগুলি লিখেছিলেন তার প্রশংসা করবেন :

"কিছু লোক সংবিধানকে পবিত্র শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং মনে করেন যে এটা এমন একটা সুরক্ষিত অঙ্গীকার পত্র যাকে স্পর্শ করলে অপবিত্র হয়ে যাবে। তাঁরা বিগত যুগের মানুষগুলির উপর অতি-মানবিক বিজ্ঞতা আরোপ করেন এবং ধরে নেন যে তাঁরা যা করেছেন তা শোধরানো চলেনা।···আমি সংবিধান ও আইনের বার বার অপরীক্ষিত পরিবর্তন নিশ্চয়ই সমর্থন করি না।···কিন্তু আমি এও জানি যে আইন ও সংবিধান মানুষের মনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলবে।···নতুন নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে, নতুন সত্য প্রকাশের সঙ্গে, অবস্থার পরিবর্তনের ফলে মানুষের মত ও আচরণের পরিবর্তনের সঙ্গে, প্রতিষ্ঠানগুলিরও যুগোচিত অগ্রগতি হওয়া উচিত। বালককালে যে-পোষাক উপযুক্ত ছিল, সেই পোষাক বয়স্ক, লোককে পরতে বললে তা যেমন হবে, সভ্য সমাজ চিরকাল তাদের বর্বর পূর্বপুরুষদের মেনে চলুক একথা বলাও

তেমন হবে।...প্রত্যেক যুগের মানুষের সেই ধরণের গবর্ণমেন্ট নির্ধারণ করার অধিকার আছে, যে গবর্ণমেন্ট তাদের সবচেয়ে বেশী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে পারবে বলে তারা বিশ্বাস করে।"

গবর্ণমেন্টের হাতে অধিকতর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার দিকে আধুনিক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যেমন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অবাধ বাণিজ্য জেফারসনের যুগে বড় প্রশ্ন ছিল, তেমনি কম-বেশী নিয়ন্ত্রিত অর্থ-নৈতিক কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমস্যা নিয়ে এযুগে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই এর সমাধানের জন্য আমাদের অগ্রসর হতে হবে; কেননা এইটাই আমাদের ঐতিহ্য, এবং আশা করি এইটাই আমাদের মনীষা।

জেফারসন অনুভব করেছিলেন যে স্বাধীনতা ভিন্ন জীবনধারণের কোন মূল্য নাই। আমেরিকাবাসীরা জানে যে গণতান্ত্রিক আদর্শে আস্থা রাখা প্রয়োজন এবং গণতান্ত্রিক ধারায় জীবন-যাপন করার জন্য সাহসের দরকার। জেফারসন ছিলেন গণতন্ত্রের দ্রষ্টা, স্বাধীন নাগরিকদের সঙ্গে তাদের নির্বাচিত গভর্ণমেন্টের সম্পর্ক কি হবে এ সম্বন্ধে তিনি যে-সব মূলনীতি বিধিবদ্ধ করে গেছেন, সেগুলিই আমাদের পথপ্রদর্শক ও আলোকবর্তিকার কাজ করবে; কারণ আমাদের সভ্যতায় যে হতবুদ্ধিকর সমস্যা দেখা দিয়েছে, তিনি নিজেই তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং তিনি এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন যে "জ্ঞানের আলোক ও স্বাধীনতা স্থিরভাবে অগ্রসর হচ্ছে।"

জেফারসনের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারার সারকথাগুলি এই বইয়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্পাদক আশা করেন আমেরিকার গণতন্ত্র যথার্থভাবে বোঝার পক্ষে এই বই যথেষ্ট সাহায্য করবে। এই বই প্রবন্ধ-সংগ্রহ নয়, গণতন্ত্র সম্বন্ধে জেফারসনের মত ও নীতিগুলি পর পর প্রাসঙ্গিকভাবে সাজানো একটি সম্পূর্ণ বই। জেফারসনের প্রকাশিত লেখা ও নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে এগুলি সংকলন করা হয়েছে। সম্পাদকের প্রক্ষিপ্ত অংশ এতে কিছু নেই, তিনি শুধু বিষয়ের শিরোনামা দিয়ে লেখাগুলি সাজিয়েছেন এবং মূল বক্তব্যের দিক থেকে অপ্রাসঙ্গিক কিছু কিছু শব্দ ও বাক্য বাদ দিয়েছেন। শব্দের বানান ও বাক্যের গঠন মূল লেখায় যেমন ছিল, তেমনই রেখে দেওয়া হয়েছে। লেখা-নির্বাচনে, বিশেষ করে পুনরাবৃত্তি বর্জন করার জন্য সম্পাদক অবশ্য নিজের বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করেছেন। যারা জেফারসনের ভাবধারা সংক্ষেপে জানতে চান, তারা প্রথম পরিশিষ্ট পড়তে পারেন। এতে

জেফারসনের স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব ও অনুশাসন বাক্যগুলি বিষয়বস্তু হিসাবে বর্ণানুক্রমিক সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীযুক্তা ইলিয়ানর বারম্যান ও শ্রীমতী এস্থার ডেভিডসন এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের কাজে সাহায্য করেছেন এবং শ্রী ফ্রান্সিস, জি, উইকওয়্যার এই কাজে উৎসাহ দিয়েছেন। সম্পাদক তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

মানুষের স্বাভাবিক অধিকার

স্বতঃসিদ্ধ সত্য

(স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র—১৭৭৬ সাল)

আমরা এই সত্যগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করি :

সমস্ত মানুষকে ভগবান সমান করে সৃষ্টি করেছেন :

সৃষ্টিকর্তা সকলকে এমন কতকগুলি অধিকারে ভূষিত করেছেন, যেগুলি অন্তর্নিহিত ও অবিচ্ছেদ্য ; জীবন, স্বাধীনতা ও সুখানুসন্ধানের অধিকার, এইগুলির অন্যতম ;

এই অধিকারগুলি নির্বিঘ্নে ভোগ করার জন্য মানুষ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেছে ; গভর্ণমেণ্ট তার ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতা শাসিতের সম্মতির ফলে লাভ করেছে।

যখনই কোন প্রকারের গভর্ণমেণ্ট এই উদ্দেশ্যগুলির হানিকর হয়ে দাঁড়ায়, তখনই সেই গভর্ণমেণ্টকে পরিবর্তন বা উচ্ছেদ করার এবং তার স্থলে নতুন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করার অধিকার জনসাধারণের আছে। জনসাধারণ এমন কতগুলি নীতির উপর ভিত্তি ক'রে এই গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করবে এবং এমন আকারে এর ক্ষমতা সংহত করবে যাতে তারা মনে করতে পারে যে এইভাবে তাদের সুখ ও নিরাপত্তালাভের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী।

মানুষ জন্ম থেকে স্বাধীন

আমরা স্বীকার করি যে আমাদের সন্তান-সন্ততিরা জন্ম থেকে স্বাধীন ; তাদের এই স্বাধীনতা প্রকৃতির দান হিসাবে পেয়েছে, জন্মদাতা হিসাবে আমাদের কাছ থেকে পায়নি। শৈশব অবস্থায় তারা আমাদের আদর যত্ন পাবে এবং প্রয়োজনবশতঃই তারা আমাদের স্নেহপুষ্ট কর্তৃত্বের অধীন থাকবে। শিশুর জীবন রক্ষা ও মঙ্গলের জন্য যত্ন নেওয়ার কাজ আমাদের উপর ন্যস্ত। শৈশবে সন্তান যেমন পিতার সম্পত্তি নয়, তেমনি সাবালক অবস্থায় সে আইন সঙ্গত নাগরিক, কায়িক পরিশ্রম করার এবং পরিশ্রমের ফল ভোগ করার সেই একমাত্র অধিকারী।

স্বেচ্ছাচারী গভর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করার অধিকার

মানুষের বিচারবুদ্ধি এই নির্দেশ দেয় যে দীর্ঘকাল ধ'রে যে-গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত, তাকে তুচ্ছ অথবা সাময়িক কারণে পরিবর্তন করা উচিত নয়,

সেইজন্য অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে মানবজাতি যতদিন সহ্যের সীমা অতিক্রম না করে, ততদিন অন্যায় সহ্য করে এবং যে ধরণের শাসনব্যবস্থায় অভ্যস্ত সহজে তার পরিবর্তন করতে চায় না। কিন্তু যখন কোন গভর্ণমেণ্ট একাদিক্রমে দুর্নীতি ও অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখলের পথ একই উদ্দেশ্যে অনিবার্যভাবে অনুসরণ করতে থাকে এবং জনসাধারণকে স্বৈরতন্ত্রের অধীন করবার মতলব প্রকাশ করে ; তখন সেই গভর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করার এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার নতুন প্রহরী নিয়োগ করবার অধিকার ও কর্তব্য জনসাধারণের অবশ্যই আছে।

ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার

(মনরোকে লিখিত পত্র, ১৭৮২ সাল)

আমরা যদি কিছু পরিমাণে অপরের জন্য সৃষ্ট হয়ে থাকি, বেশী পরিমাণে আমরা আমাদের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। একথা ভাবা কঠিন এবং ধরে নেওয়া হাস্যকর যে কোন একটী মানুষের নিজের উপর অধিকার তার কোন একজন প্রতিবেশীর বা সম্মিলিতভাবে সকল প্রতিবেশীর অধিকারের চেয়ে কম। এরূপ ধারণাই দাসত্ব, অন্ততঃ সেই স্বাধীনতা নয় যা মানুষের অধিকার সম্পর্কিত সনদে অলঙ্ঘনীয় বলা হয়েছে এবং যে স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব আমাদের গভর্ণমেণ্টের উপর অর্পিত হয়েছে। এই মত যদি প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সমস্ত নাগরিকের সেবায় রাষ্ট্রের চিরন্তন অধিকার আছে, তবে তার চেয়ে স্বাধীনতা হরণকারী আর কিছু হতে পারে না। কোন কোন মতাবলম্বীর কাছে এই অবস্থা মানবজীবনের সমস্ত আশীর্বাদের হন্তারক এবং সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার পরিপন্থী। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে হতভাগ্যের জীবন দেননি, সুখের জন্য জীবন দিয়েছেন। যথার্থই তাদের কাছে এই অবস্থায় জীবনধারণ করা অপেক্ষা জন্মলাভ না করাই ভাল ছিল।

স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করার অধিকার

(হাম্‌ব্রেকে লিখিত পত্র, ১৭৮৯ সাল)

কতগুলি অধিকার আছে, যেগুলি গভর্ণমেণ্টের হাতে সমর্পন করা সমীচিন নয়, অথচ যেগুলির উপর গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ সর্বদাই দেখা যায়। এগুলি হলো চিন্তা করার এবং চিন্তাগুলি লিখিতভাবে বা বক্তৃতার দ্বারা প্রকাশ করার অধিকার, অবাধ বাণিজ্যের অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার। গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার ব্যাপারে এমন কতগুলি উপায় আছে যেগুলি বিশেষভাবে বিশ্বাসযোগ্য, সেগুলি পরিবর্তন করার স্বাধীনতা আমরা

আইনসভার হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। আমাদের নতুন সংবিধানে শাসন-বিভাগ ও আইন প্রনয়ণ বিভাগের জন্য এই ব্যবস্থাগুলি রয়েছে; কিন্তু বিচার বিভাগের জন্য নেই। এই বিভাগে জনসাধারণের দ্বারা বিচারের অর্থাৎ জুরী প্রথার প্রবর্তন হওয়া উচিত। আবার কতগুলি ক্ষমতা আছে যা জাতির অধিকারের পক্ষে বিপজ্জনক—যা তাকে শাসনকর্তাদের কৃপার পাত্র করে রাখে। আইন প্রনয়ণ বিভাগ ও শাসন বিভাগের কর্তারা এই ক্ষমতাগুলির যথেষ্ঠ ব্যবহার না করে, যাতে কেবলমাত্র সুনির্দিষ্ট অবস্থায় ব্যবহার করতে পারে, এরকম বিধিনিষেধ থাকা উচিত। স্থায়ী সেনাবাহিনী এই ধরণের একটি ক্ষমতা।

স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার

(সরকারী দপ্তর পটোমাক নদীতীরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা সেই বিষয়ে অভিমত, ১৫ই জুলাই, ১৭৯০ সাল)

পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ ও প্রত্যেক জাতির স্বায়ত্বশাসনের অধিকার আছে। জন্মলাভ করেই প্রকৃতির কাছে থেকে মানুষ এই অধিকার লাভ করে। ব্যক্তি একক ইচ্ছায় এই অধিকার ব্যবহার করে, জন-সমষ্টি সংখ্যা গরিষ্ঠতার বলে এই অধিকার ব্যবহার করে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিধানই মানব সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম।

অবাধ আদান-প্রদানের অধিকার

(মনরোকে লিখিত পত্র, ১৭৯৭ সাল)

সমষ্টিগত বা ব্যক্তিগত ব্যাপারে, সম-স্বার্থে, যে-কোন আইনের অধীনে এই স্বার্থচিন্তার উদ্ভব হোক না কেন, নাগরিকের সঙ্গে নাগরিকের অবাধ আদান-প্রদানের অধিকার আছে এবং এই অধিকার মানুষের স্বাভাবিক অধিকার। এই অধিকার ইংল্যাণ্ড, ভার্জিনিয়া বা কংগ্রেস প্রভৃতি কোন জাতীয় আইনের দান নয়, অন্যান্য স্বাভাবিক অধিকারের মত এই অধিকার রক্ষার জন্য মানুষ সমাজ গঠন করেছে এবং জাতীয় আইন বিধিবদ্ধ করেছে।

এক প্রজন্মের মানুষের অন্য প্রজন্মের মানুষকে দায়াবদ্ধ করার অধিকার নেই

(জে, ডব্লিউ এপস্‌কে লিখিত পত্র, ১৮১৩ সাল)

পৃথিবী জীবন্ত মানুষের, মৃত মানুষের নয়। প্রাকৃতিক নিয়মে জীবন অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ইচ্ছার ও ক্ষমতার অবসান ঘটে। কিন্তু কোন

সমাজ শিল্পে উৎসাহ দানের জন্য একে কৃত্রিমভাবে ধরে রাখে ; আবার কোন সমাজ, যেমন আমাদের আদিম প্রতিবেশীদের—যাদের আমরা বর্বর অভিহিত করি—তারা একে অস্বীকার করে। পুরুষপরম্পরায় মানুষকে সমিতি বা কর্পোরেশন বলে মনে করা যেতে পারে। প্রত্যেক প্রজন্মের মানুষের জীবিত-কালে এই পৃথিবীর উপর ফলভোগের অধিকার থাকে। এরা গত হলে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের এই অধিকার জন্মায়। এই অধিকার দায়শূন্য ও বাধ্যবাধকতা-হীন এবং চিরকাল এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে বর্তায়।

আমরা প্রতি প্রজন্মকে একটি নির্দিষ্ট জাতি হিসাবে ধরে নিতে পারি ; এদের গরিষ্ঠসংখ্যক ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে নিজেদের দায়াবদ্ধ করার অধিকার আছে, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মকে দায়াবদ্ধ করার অধিকার এদের নেই, যেমন নেই অপর দেশের অধিবাসীদের। অথবা আমরা আর একটা তুলনা দিয়ে বলতে পারি ঃ এক একটি প্রজন্ম যেন এক একজন জীবৎকালীন প্রজা, যে দেনার দায়ে তার জমি বন্ধক দিতে পারে, তার ফলভোগ করতে পারে ; কিন্তু তার মৃত্যুর সময় তাকে জমি ফেরৎ দিতে হবে এবং যে এই জমি গ্রহণ করবে সে সমস্ত দায়-মুক্ত অবস্থায় এই জমি পাবে এবং সেও এক জীবনের জন্য পাবে। এক প্রজন্মের কাল বা তার বয়ঃকাল জীবন-মৃত্যুর নিয়ম অনুযায়ী স্থিরীকৃত হবে ; বিভিন্ন আবহাওয়ায় এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম হলেও একটা গড়পড়তা হিসাব লক্ষ্য করলে পাওয়া যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাফনের জন্ম-মৃত্যুর তালিকা থেকে আমরা এরকম হিসাব করতে পারি। ২৩৯৯৪ জনের মৃত্যু হলে, যে যে বয়সে তাদের মৃত্যু হল তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, কোন এক মুহূর্তে বিভিন্ন বয়সের যত লোক জীবিত থাকে তার অর্দ্ধেক ২৪ বছর থেকে ৮ মাসের মধ্যে মরে যায়। নাবালক-দের বাদ দিয়ে ২১ বছর বয়সে এককালীন জীবিত লোকদের মধ্যে (যাদের অধিকাংশ সমাজের জন্য কাজ করে) অর্দ্ধেক ১৮ বছর ৮ মাসে মরে যায়। তাহলে একটা চুক্তির দিন থেকে ১৯ বছরে চুক্তি সম্পাদনকারীদের অধিকাংশ মরে যায়, সেই সঙ্গে চুক্তিরও অবসান হয়।

(গভর্ণর প্লুমারকে লিখিত পত্র ; ১৮১৬ সাল)

যেহেতু জনসাধারণের অছি হয়ে যারা প্রচলিত বিধিব্যবস্থাগুলি পরিচালনা করেন, স্বেচ্ছায় তাদের সেই অধিকার দেওয়া হয়েছে, অতএব জাতির প্রয়োজনে গঠিত কোন প্রচলিত বিধিব্যবস্থাকে স্পর্শ করা বা তার সংশোধন করা যাবে না, এমন কি তার উদ্দেশ্যসাধনের জন্যও নয়, এই ধারণা রাজতন্ত্রের ক্ষমতা অপব্যবহারের বিরুদ্ধে মঙ্গলজনক হতে পারে, কিন্তু জাতিব নিজ স্বার্থের বিরুদ্ধে

এই অধিকার মেনে নেওয়া অসম্ভব। তবুও আমাদের আইনজীবি ও পুরোহিতরা এই মতবাদই প্রচার করেন এবং ধরে নেন যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের চেয়ে অসঙ্কোচে পৃথিবী ভোগদখল করেছিলেন, আমাদের উপর আইন চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার তাদের ছিল এবং এই আইন আমাদের পক্ষে আকর্ষণীয়। তাঁরা বলেন আমরাও তাদের মত আইন প্রনয়ণ করতে পারি ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপর তার বোঝা চাপাতে পারি যা পরিবর্ত্তনের অধিকার তাদের থাকবে না। মোট কথা, তাঁরা যা বলেন তার অর্থ হল পৃথিবী, মৃত ব্যক্তিদের, জীবিত ব্যক্তিদের নয়।

মানুষ নীতিবোধ নিয়ে জন্মায়

(টি, ল'কে লিখিত পত্র, ১৮১৪ সাল)

কিছু লোক চোখ, কান বা হাত শূন্য হয়ে জন্মাতে পারে ; কিন্তু একথা বলা ভুল হবে যে মানুষ এইসব অঙ্গহীন হয়ে জন্মায়। বাস্তবপক্ষে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও হাত মানুষের সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত। দৃষ্টিশক্তির বা শ্রবণশক্তির অভাব বা অসম্পূর্ণতার মত, কিছু লোকের মধ্যে নীতিবোধের অভাব প্রমাণ করে না যে, এটাই মানুষের বিশেষত্ব। যখন এর অভাব ঘটে তখন নানাভাবে আমরা এই ত্রুটি পূরণের চেষ্টা করি। শিক্ষা দিয়ে, বিচারবুদ্ধির প্রতি আবেদন জানিয়ে সৎ গ্রহণ ও মন্দ বর্জনের অন্য উদ্দেশ্য সামনে তুলে ধরে—যেমন, যাদের মধ্যে সে বাস করে এবং তার সুখ, এমন কি অস্তিত্ব পর্যন্ত যাদের সঙ্গলাভের উপর নির্ভর করে, তাদের ভালবাসা অথবা ঘৃণা অথবা প্রত্যাখ্যান। সততাই যে শেষ পর্যন্ত মানুষের স্বার্থের অনুকূল তা হিসাব করে দেখিয়ে, আইনের দণ্ড ও পুরস্কার এবং পরিণামে ইহজগতেই ভাল ও মন্দের প্রতিফলের সম্ভাবনা দেখিয়ে আমরা নীতিজ্ঞানহীন মানুষদের সংশোধন করি। নীতিবিদ, ধর্ম্মপ্রচারক ও আইনপ্রণেতা এই কাজগুলোই করে থাকেন।

কেউ কেউ নীতিবোধের অস্তিত্ব অস্বীকার ক'রে এই যুক্তি দেখান যে, প্রকৃতি যদি এই বোধ আমাদের দিত, তবে পাপ এবং পুণ্য এই দুই প্রকারের কাজ বিশেষভাবে চিহ্নিত করে দিত। অথচ আমরা বাস্তবে দেখতে পাই যে একই ধরণের কাজ একদেশে পুণ্য, অপর দেশে পাপ বলে গণ্য। এই ধরণের যুক্তির উত্তর এই যে, প্রকৃতি, উপযোগকেই মানুষের কাছে পুণ্যের শ্রেষ্ঠ মান হিসাবে ধরে দিয়েছে। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন অবস্থায় বাস করে নানা অভ্যাসবশতঃ মানুষ বিভিন্ন ধরণের উপযোগ সৃষ্টি করে। কাজেই একই কাজ কোনদেশে ক্ষতিকর ও পাপ বলে বিবেচিত হলেও, অন্যদেশে বিভিন্নরূপ হয়। আমি আন্তরিক

ভাবে বিশ্বাস করি যে মানুষের সহজাত নীতিবোধ আছে। আমি মনে করি মানুষের চরিত্র উজ্জ্বলতম রত্ন-খচিত এবং এর অভাব মানুষের পক্ষে কুৎসিত বিকলাঙ্গের চেয়েও বেশী কদর্য।

আইনের স্বাভাবিক সীমা

(এফ, ডব্লিউ গিলমারকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

আমাদের আইন প্রণেতারা ক্ষমতার ন্যায়সঙ্গত সীমারেখা কোথায়, তা ভালভাবে জানেন না। তারা জানেন না যে তাদের সত্যকার কাজ হলো আমাদের স্বাভাবিক অধিকার ও কর্ত্তব্য কি, তা ঘোষণা করা ও প্রয়োগ করা—আমাদের অধিকার হরণ করা নয়। কোন মানুষেরই অপরের সম-অধিকার ক্ষুন্ন করার স্বাভাবিক অধিকার নেই ; আইনের উচিত এসব কাজ থেকে তাকে বিরত করা। সমাজের প্রয়োজন সাধনে নিজের যেটুকু করার আছে তা করা প্রত্যেক মানুষের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য; আইনের উচিত তার উপর এই কর্ত্তব্য চাপিয়ে দেওয়া, নিজের সঙ্গে অপরের বিরোধে বিচারক হওয়ার স্বাভাবিক অধিকার কোন মানুষের নেই ; পক্ষপাতশূন্য তৃতীয় ব্যক্তির বিচারপ্রার্থী হওয়াই তার স্বাভাবিক কর্ত্তব্য। যখন আইন এগুলি ঘোষণা করে ও প্রয়োগ করে তখনই তার কাজ সম্পূর্ণ হয়। আমরা সমাজবদ্ধ হয়ে আমাদের স্বাভাবিক অধিকার ত্যাগ করি, এই ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন।

মানবিক অধিকারের সংক্ষিপ্ত-সার

(ডুপঁ দ্য নেমুরকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

আমি বিশ্বাস করি, নীতিবোধ, দয়া, উদারতা, প্রভৃতি মানুষের সহজাত উপাদান। আমি বিশ্বাস করি, মানুষের অধিকারের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ক নেই, সম্পত্তির উপর অধিকার আমাদের স্বাভাবিক প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত, অভাব-পূরনের জন্য যে সমস্ত উপায় আমরা অবলম্বন করি তার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অপরের সম-অধিকার ক্ষুন্ন না করে আমরা সেই সকল উপায়ে যা অর্জন করি, তাতে আমাদের যে অধিকার আছে তার উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের প্রকৃতির যে অংশ বোধশক্তি, তার বিকাশের জন্য প্রত্যেকেরই নির্দোষভাবে তার ক্ষমতা ব্যবহার করার অধিকার আছে এবং এই অধিকার প্রয়োগে একের অপরকে বাধা দেওয়ার কোন অধিকার নেই। ন্যায় বিচার সমাজের মৌলিক বিধি। গরিষ্ঠ সংখ্যক ব্যক্তি যখন একজনের উপর অত্যাচার করে তখন তারা অপরাধ করে ; ক্ষমতার অপব্যবহার করে এবং 'জোর যার মুলুক তার' এই নীতি অনুযায়ী কাজ

করে সমাজের ভিত্তি ভেঙ্গে দেয়। নিজের বিষয়ে যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেক নাগরিক নিজে কাজ করবে এবং অন্য সমস্ত বিষয়ে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত ও অপসারণযোগ্য প্রতিনিধিরা কাজ করবে—এই হলো সাধারণতন্ত্রের সারকথা। রাষ্ট্র সংগঠনে এই নীতি কমবেশী যে অনুপাতে গৃহীত, গভর্ণমেণ্ট সেই অনুপাতে সাধারণতন্ত্রী এবং নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা যে গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত, সেই গভর্ণমেণ্ট অন্য ধরণের গভর্ণমেণ্টের চেয়ে দেশে বেশী বিস্তৃতি লাভ করে।

আশা

(ওয়েটম্যানকে লিখিত পত্র, ১৮২৬ সাল)

মানুষের অধিকার সম্বন্ধে সকলের চোখ খুলেছে বা খুলছে। বিজ্ঞানের আলোক সকলের দৃষ্টির সামনে এই স্পষ্ট সত্য খুলে ধরেছে যে, ভগবানের অনুগ্রহে অগণিত মানুষ পিঠে বল্গা নিয়ে জন্মায়নি যে, মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী মানুষ জুতো পরে চাবুক নিয়ে আইনের জোরে তাদের উপর চড়বে।

গণতন্ত্রের মূল তত্ত্ব

অন্তরের বিকাশ

(হার্টলেকে লিখিত পত্র ; ১৭৮৭ সাল)

আমার সন্দেহ নেই, আমাদের পরীক্ষার ফল এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে যে কাউকে প্রভু স্বীকার না করে মানুষকে স্বায়ত্বশাসন দিয়ে বিশ্বাস করা যেতে পারে। যদি এর বিপরীতটাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে আমি এই সিদ্ধান্তে পোঁছাবো যে, হয় ঈশ্বর বলে কেউ নেই, নয় ঈশ্বর অনিষ্টকামী।

গণতন্ত্র ও বিপ্লবের সুবিধা

(ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৭ সাল)

তিন প্রকার সমাজের অস্তিত্ব আছে এবং এদের মধ্যে প্রভেদও যথেষ্ট। (১) যেখানে কোন গভর্ণমেণ্ট নেই; যেমন আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে। (২) গভর্ণমেণ্টের অধীন, যেখানে প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছার ন্যায়সঙ্গত প্রভাব আছে, যেমন কিছু পরিমাণে ইংল্যাণ্ডে ও বেশী পরিমাণে আমাদের রাষ্ট্রে। (৩) বল প্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টের অধীন, যেমন অন্য সমস্ত রাজতন্ত্রে ও প্রজাতন্ত্রে। এই শেষোক্ত গভর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করা মানুষের পক্ষে অভিসম্পাত বিশেষ। এ যেন মেষের দলের উপর নেক্‌ড়ে বাঘের গর্ণভমেণ্ট। প্রথম ধরণের অবস্থাই উৎকৃষ্ট কিনা এ সম্বন্ধে আমার ধারণা যথেষ্ট নয়, এটা একটা সমস্যা। তবে আমার বিশ্বাস, জনসংখ্যা যেখানে বেশী, সেখানে এ অবস্থা অচল। দ্বিতীয় অবস্থার যথেষ্ট ভাল দিক আছে। এই অবস্থায় জনসাধারণ অনেক মূল্যবান স্বাধীনতা ও সুখ ভোগ করে। এর মন্দ দিকও আছে, তার মধ্যে প্রধান হলো হাঙ্গামা। কিন্তু রাজতন্ত্রের অত্যাচারের তুলনায় এটা কিছুই নয়। শান্তিপূর্ণ দাসত্ব অপেক্ষা বিপদপূর্ণ স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয়। এই মন্দ থেকেও ভাল জিনিষের উৎপত্তি হয়। এর দ্বারা গভর্ণমেণ্টের অধঃপতন রোধ করা যায় এবং জনসাধারণের কাজে গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ বাড়িয়ে দেওয়া যায়: আমি মনে করি, কখনও কখনও ছোটখাট বিদ্রোহ ঘটা ভাল; প্রাকৃতিক জগতে ঝড় যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিদ্রোহও তেমনি। জনসাধারণের অধিকারের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলে বিদ্রোহের উৎপত্তি হয় এবং বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে এই অন্যায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই সত্য অনুধাবন করে প্রজাতন্ত্রী শাসনকর্ত্তাদের

বিদ্রোহীদের লঘু দণ্ড দেওয়া উচিত, যাতে তারা একেবারে নিরুৎসাহ না হয়। গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য এই ওষুধ প্রয়োজন।

(উইলিয়াম স্মিথকে লিখিত পত্র, ১৭৮৭ সাল)

ঈশ্বর না করুন, আমরা যেন ২০ বছরও এমন বিদ্রোহ ছাড়া না থাকি। সব মানুষ সব সময় অবহিত না থাকতে পারে। জনসাধারণের যে অংশ ভুল বুঝবে, ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে তারা যে পরিমাণ ভুল ধারনার বশবর্তী হবে সেই পরিমাণে তারা অসন্তুষ্ট হবে। ভুলধারণা করেও তারা যদি শান্ত থাকে, তবে তাদের নিশ্চেষ্টতা হবে নাগরিক স্বাধীনতার মৃত্যুর অগ্রদূত। আমাদের দেশে ১৩টী রাজ্য ১১ বছর ধরে স্বাধীন। এই সময়ের মধ্যে মাত্র একবার বিদ্রোহ হয়েছে। এই হিসাবে প্রতিটা রাজ্যে ১৫০ বছরে বিদ্রোহ ঘটেছে একটা। অতীতে কোন্ দেশ বিদ্রোহ ছাড়া ১৫০ বছর টিকে থেকেছে? জনসাধারণের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে, সময়ে সময়ে তা জানিয়ে শাসন-কর্তাদের সতর্ক না করে কোন দেশ তার ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করতে পেরেছে? জনসাধারণ সশস্ত্র বিদ্রোহ করুক। এর প্রতিবিধান হলো ভুল সংশোধন করা, বিদ্রোহীদের ক্ষমা করা এবং তাদের শান্ত করা। এক বা দুই শতাব্দীতে কিছু লোকের যদি জীবনহানি হয় তাতে ক্ষতি কি? সময়ে সময়ে স্বাধীনতার বৃক্ষকে স্বদেশপ্রেমিক ও অত্যাচারীর রক্তে সতেজ রাখার প্রয়োজন আছে। রক্ত দানই হলো স্বাধীনতার স্বাভাবিক সার।

ফরাসী বিপ্লব ও সন্ত্রাস

(শর্টকে লিখিত পত্র, ১৭৯৩ সাল)

যে সংগ্রামের প্রয়োজন ছিল তাতে দোষী মানুষগুলির সঙ্গে কিছু নির্দোষ মানুষকে রীতিমত বিচার না করে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে। যে কোন লোকের মত আমি এর জন্য দুঃখবোধ করি এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কয়েক-জনের জন্য আমি দুঃখ বোধ করবো। তারা যদি যুদ্ধে প্রাণ দিত, তাহলে আমি যে-দুঃখ পেতুম এ-দুঃখও তাই। জনগণের সশস্ত্র শক্তি ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিল, এই শক্তি কামানের গোলা ও বোমার মত অন্ধ নয়, যদিও কিছু পরিমাণে নির্বিচার। জনসাধারণ তাদের কয়েকজন মিত্রকে শত্রুর মত ব্যবহার করেছে। সময়ে তাদের সত্যকার রূপ উদ্ঘাটিত হবে। তাদের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা হবে। যে-স্বাধীনতার জন্য তারা জীবন বিসর্জন দিতে কখনই ইতস্ততঃ করতো না, তাদের ভবিষ্যৎ পুরুষ সেই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। এই বিরোধের ফলাফলের উপর মানবজাতির

স্বাধীনতা নির্ভর করছিল ; আর কখনও কি এত কম রক্তে এত বড় জয় অর্জিত হয়েছে ? এই আদর্শের জন্য যে-কয়েক জনকে শহীদ হতে হয়েছে, তাদের জন্য আমি গভীর বেদনা অনুভব করি। কিন্তু আমি এও জানি যে, এই সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ার পরিবর্তে যদি পৃথিবীর অর্ধেক অংশ ধ্বংস হয়ে যেতো, যদি মাত্র প্রত্যেক দেশে একজন অ্যাডাম ও একজন ইভ বেঁচে থাকতো, তাও ভাল হতো।

গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়ী হবে।

(এ্যাডম্‌সকে লিখিত পত্র, ১৮২৩ সাল)

যারা বিপ্লব সুরু করে প্রায়ই তারা বিপ্লবের কাজ সমাধা করতে পারে না। শৈশব থেকে রাজা ও পুরোহিতের কাছে দেহ ও মন সমর্পন করতে অভ্যস্ত মানুষেরা স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কাজ করবার আহ্বান এলে তাতে সাড়া দিতে পারে না। আর তাদের অনভিজ্ঞতা, অজ্ঞতা ও গোঁড়ামির ফলে তারা একজন বোনাপার্ত বা ইটুরবিদার হাতের ক্রীড়ানক হয়ে পড়ে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় ও নিজেদের অধিকার হারায়। ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকায় এই অবস্থাই ঘটেছে। তবুও অবস্থা নৈরাশ্যজনক নয়। মুদ্রণ শিল্প মানবজাতির উপরে জ্ঞানের যে আলোকসম্পাত করেছে, তাতে পৃথিবীর অবস্থার বিপুল পরিবর্তন ঘটছে। এখন পর্যন্ত এই জ্ঞানের আলোক ইউরোপের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই জাগরিত করেছে। রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণ যারা উভয়েই সমান অজ্ঞ, তারা এই আলোকরশ্মি এখনও পায়নি। কিন্তু এই আলোকরশ্মি বিস্তৃত হচ্ছে এবং সূর্য যেমন তার গতি পথে ফিরে যায় না, তেমনি মুদ্রাযন্ত্রের কাজ অব্যাহত থাকলে জ্ঞানের আলোকেও হ্রাস পাবে না। স্বায়ত্বশাসনের অধিকার উদ্ধার করার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে ; দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হতে পারে। কিন্তু যখন শিক্ষিত যুবসমাজের উদ্ভব হবে, স্বাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রতি প্রবণতা সহজ জ্ঞানে পরিণত হবে, তখন চতুর্থ, পঞ্চম—এক পরবর্তী পর্যায়ে এই প্রচেষ্টা আবার সুরু হবে এবং শেষ পর্যন্ত সফলতা লাভ করবে।

গ্রীকদের প্রতিনিধিত্বমুলক গভর্ণমেণ্টের ধারণা কেন ছিল না

(এল, এইচ, টিফানিকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

এখনকার তুলনায় এরিষ্টটলের সময়ের গ্রীকদের ও তাদের সমাজ ব্যবস্থার এত প্রভেদ ছিল যে গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে তাদের লেখা থেকে অল্পই শিক্ষা গ্রহণ করা

যায়। ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল্য সম্পর্কে তাদের যথার্থ ধারণা ছিল, কিন্তু কোন ধরণের গভর্ণমেণ্টের অধীনে এই স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। জনসাধারণ থেকে বিচ্যুত স্বৈরতন্ত্র বা অভিজাতবর্গের শাসনের কাছে আত্মসমর্পন এবং প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র এই দুই-এর মধ্যপন্থা তাদের জানা ছিল না। একথা তাদের মনে হয় নি যে যেখানে নাগরিকরা ব্যক্তিগত ভাবে মিলিত হয়ে কাজ পরিচালনা করতে পারে না সেখানে তারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে কাজ পরিচালনা করতে পারে এবং এই উপায়ে প্রজাতন্ত্রী বা প্রতিনিধিত্বমূলক গভর্ণমেণ্ট দেশের সর্বত্র বিস্তৃত হতে পারে।

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের পূর্ণ পরীক্ষার ভার আমাদের উপরই ছিল এবং এখনও আছে। এই ভাবধারা (ইংলণ্ডের গণতন্ত্রে পূর্বে যার সামান্য নিদর্শন ছিল, কিন্তু এখন নষ্ট হয়েছে) আমরা আইন প্রনয়ণ ও শাসনের সকল বিভাগে অল্পবিস্তর গ্রহণ করেছি। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূলতত্ত্বগুলি গৃহীত হওয়ার পর গভর্ণমেণ্টের সংগঠন সম্বন্ধে প্রাচীন অনেক রচনার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। এরিষ্টটল বা অন্য কোন প্রাচীন মনীষীর রাজনৈতিক রচনা নষ্ট হয়ে গেছে বলে আমাদের যে দুঃখ, তাও বহুলাংশে লাঘব হয়েছে। আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা যে প্রজাতন্ত্রে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা যতদূর সম্ভব ব্যবহৃত হোক। তবেই আমার বিশ্বাস জন্মাবে যে আমাদের গভর্ণমেণ্ট দুর্নীতিমুক্ত এবং স্থায়ী হবে।

রোমে গণতন্ত্র ছিলনা, কেননা জনসাধারণ হীন ছিল

(এ্যাডাম্‌স্‌কে লিখিত পত্র, ১৮১৯ সাল)

সীজার যেরকম সাহসী ও বিচক্ষণ ছিলেন তেমনি সৎ যদি হতেন তাহলে অন্যায়ভাবে বিরাট ক্ষমতা হস্তগত করা সত্ত্বেও তিনি নাগরিকদের ভাল গভর্ণমেণ্টের পথ দেখাতে পারতেন। আমি বলিনা, তিনি ভাল গভর্ণমেণ্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারতেন ; কেননা, স্যাবাইনদের উপর উপদ্রব করা থেকে সীজারদের অত্যাচার পর্যন্ত রোমানদের কোনদিনই ভাল গভর্ণমেণ্ট ছিল না। জনসাধারণ যদি বাস্তবিকই আমাদের মত শিক্ষিত, শান্তিপ্রিয় এবং যথার্থ স্বাধীন হতো, তবে তারা শাসনকর্তাদের সহজেই বলতে পারতো : যে সমস্ত দেশ জয় করেছ তাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দাও, রোমের উচ্ছৃঙ্খল জনতার কবল থেকে ইটালীকে মুক্ত করো, ইটালীকে জাতি হিসাবে গণ্য করে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দাও এবং জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা করো। কিন্তু এই জাতি এতই দুর্নীতি, পাপ ও ব্যাভিচারে লিপ্ত ছিল (সীজারের চেয়ে বেশী কেউ এই জাতিকে

দুর্নীতিপরায়ণ করেনি) যে সিসেরো, কেটো ও ব্রুটাস যদি ভাল গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করতে চাইতো, তাহলেই বা তারা কী করতে পারতো ? তাদের নিজে-দেরই ভাল গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিলনা। তারা জানতো শুধু ভ্রষ্ট সিনেটের কথা। জনসাধারণের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না, তারা শুধু দেখেছে ট্রিবিউনদের উপদলীয় বিরোধ। পরবর্তীকালে অবশ্য টিটাস, ট্রাজান ও এণ্টনিনাস তাদের সুখী করার ইচ্ছা নিয়ে শাসন করেছে, ভাল ও স্থায়ী গভর্ণমেণ্টর রূপ দেওয়ার ক্ষমতাও তাদের ছিল ; কিন্তু তারা স্পষ্টভাবে এর উপায় জানতো না। জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কোন গভর্ণমেণ্ট ভাল থাকতে পারে না এবং তারা এত হীন ও নীতিভ্রষ্ট হয়েছিল যে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যবহার করতে তারা সমর্থ হয় নি।

গণতন্ত্রে স্থায়িত্ব, স্বৈরতন্ত্রে সশস্ত্র বিদ্রোহ

(ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৭ সাল)

আমি স্বীকার করি অত্যন্ত শক্তিশালী গভর্ণমেণ্টের আমি বন্ধু নই ; এই রকম গভর্ণমেণ্ট সব সময়ে অত্যাচারী হয়ে থাকে। এই রকম গভর্ণমেণ্ট জন-সাধারণের ক্ষতি করে আর শাসনকর্তাদের কাজ সহজ করে দেয়। ম্যাসাচুসেট্সে যে বিদ্রোহ হয়ে গেল তাতে যতটা উচিত, তার বেশী আতঙ্ক দেখা গিয়েছে। হিসাব করে দেখুন ১১ বছরে ১৩টা রাজ্যের মধ্যে একটা বিদ্রোহ হওয়ার অর্থ প্রতিটি রাজ্যে ১৫০ বছরে একবার বিদ্রোহ হওয়া। এত দীর্ঘ সময় বিদ্রোহ না হওয়া কোন দেশের পক্ষেই ভাল নয়। একথাও ঠিক যে গভর্ণমেণ্টের হাতে যত বেশী ক্ষমতা থাকুক সশস্ত্র বিদ্রোহ তাতে বন্ধ হয় না। ইংলণ্ডে গভর্ণমেণ্টের হাতে ক্ষমতা আমাদের চেয়ে বেশী, কিন্তু সেখানে বিদ্রোহ ছাড়া ৬ বছরও কাটেনা। ফ্রান্সে গভর্ণমেণ্টের হাতে ক্ষমতা আরও বেশী, যদিও মঁতেস্ক মনে করেন, অন্যান্য গভর্ণমেণ্টের তুলনায় ফরাসী গভর্ণমেণ্ট কম স্বেচ্ছাচারী। সে দেশে দু'তিন লক্ষ লোক বিদ্রোহ দমনের কাজে সর্বদাই প্রস্তুত থাকে, অথচ আমি যে তিন বছর এখানে আছি সেই তিন বছরে সেখানে তিন বার বিদ্রোহ ঘটেছে এবং প্রতিবারই ম্যাসাচুসেট্সের তুলনায় অনেক বেশী লোক বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে এবং অনেক বেশী রক্তক্ষয় হয়েছে। তুর্কীতে যেখানে স্বেচ্ছাচারী শাসক শুধুমাত্র একটু মাথা নারলেই একজনের মৃত্যু হতে পারে, সেখানে সশস্ত্র বিদ্রোহ দৈনন্দিন ঘটনা। সেই দেশের বিদ্রোহীদের নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলার সঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থার তুলনা করুন, কত শৃঙ্খলা, কত সহিষ্ণুতা, কত আত্মত্যাগ ! এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দেখে বলুন, গভর্ণমেণ্টকে বেশী শক্তিশালী করে, না জনসাধারণকে সমস্ত বিষয়

জানিয়ে শান্তি ভালভাবে বজায় থাকে। এই শেষোক্ত পন্থাই গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার সবচেয়ে আইনসঙ্গত ও সবচেয়ে নিশ্চিত পন্থা। জনসাধারণকে শিক্ষা দিন, তাদের সমস্ত বিষয় জানান, তবেই তারা বুঝতে পারবে। শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থ তাদের এবং তারা একাজ করবে। এ বিষয়ে তাদের বোঝাতে খুব উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে তাদের উপর নির্ভর করেই আমরা কৃতনিশ্চয় হতে পারি। শেষ পর্যন্ত এই নীতিতে আমি বিশ্বাসবান যে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাই প্রাধান্য লাভ করা উচিত। যদি তারা প্রস্তাবিত সংবিধানের সমস্ত অংশ অনুমোদন করে, আমি সানন্দে তাদের সঙ্গে একমত হবো এই আশায় যে, তারা প্রয়োজনমত এর সংশোধন করবে।

(ম্যু মেনিয়েরকে লিখিত পত্র, ১৭৮৬ সাল)

একথাও বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় ও অন্য রাজ্যগুলিকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন ; রাষ্ট্র এবং নাগরিক উভয়কেই অন্যায় কাজ থেকে বিরত করা খুব কষ্টসাধ্য। একথা সত্য এবং এটা একটা অসুবিধা ঠিকই। অপর পক্ষে একথাও আমাদের বোঝা দরকার যে স্বৈরতন্ত্রী গভর্ণমেণ্টগুলি সশস্ত্র বাহিনীর বলে যে শক্তি পায়, যে শক্তিতে তারা প্রত্যেকটা নাগরিকের বুকে সর্বদা সঙ্গীন উঁচিয়ে রাখে, সে অবস্থাকে কবরের স্তব্ধতার সঙ্গেই তুলনা করা চলে এবং মানতেই হবে এরও অসুবিধা আছে। এই দুই-এর মধ্যে প্রথম অবস্থাই স্বীকার করে নেওয়া ভাল। আমাদের দেশের নাগরিকরা শাস্তির ভয় না পেয়ে যত অন্যায় কাজ করে আর অন্যান্য দেশের রাজশক্তি যত অন্যায় কাজ করে, এই দুই-এর তুলনা করে দেখুন, দেখতে পাবেন তাদের অন্যায় কাজের সংখ্যা কত বেশী, কত বেশী তা মনকে পীড়িত করে, কত বেশী তা মানুষের মর্যাদা হানিকর !

(প্রথম উদ্বোধনী ভাষণ, ৪ঠা মার্চ, ১৮০১ সাল)

আমি জানি কিছু সংলোক এই ভয় করেন যে, প্রজাতন্ত্রী গভর্ণমেণ্ট শক্তিশালী হতে পারেনা এবং আমাদের গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। কিন্তু এই সৎ স্বদেশপ্রেমিকেরা কি চান সকল পরীক্ষার পূর্ণ উদ্যমের মধ্যে যে গভর্ণমেণ্ট আমাদের স্থায়িত্ব ও স্বাধীনতা এতদূর বজায় রেখেছে তাকে আমরা পরিত্যাগ করবো, এই কাল্পনিক ভয়ে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আশাস্থল হয়েও এই গভর্ণমেণ্ট স্থায়ী হতে পারেনা ? আমি তা বিশ্বাস করিনা, বরং আমি বিশ্বাস করি এই গভর্ণমেণ্ট পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী। আমি আরও বিশ্বাস করি এই একমাত্র গভর্ণমেণ্ট, যেখানে প্রত্যেকটি মানুষ আইনরক্ষার কাজে এগিয়ে আসবে এবং রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীকে নিজের কাজ মনে করে প্রতিরোধ করবে।

কখনও কখনও একথা বলা হয় যে মানুষকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে বিশ্বাস করা যায়না, তাহলে কি অপরকে শাসন করার ব্যাপারে, তাকে বিশ্বাস করা চলবে ? অথবা একথা কি বিশ্বাসযোগ্য যে রাজমূর্তিতে ভগবানের দূত আমরা খুঁজে পেয়েছি যে মানুষকে শাসন করবে ? ইতিহাস এই প্রশ্নের উত্তর দেবে।

রাজতন্ত্রের তুলনায় প্রজাতন্ত্র স্বর্গ বিশেষ

(হকিন্সকে লিখিত পত্র, ১৭৮৭ সাল)

আমি সবচেয়ে বেশী বিস্মিত হই যখন কিছু লোক মনে করে যে রাজতন্ত্রী গভর্ণমেন্ট বিপৎকালীন আশ্রয়স্থল। আমি তাদের সেই গল্পটা পড়তে পরামর্শ দেবো যে গল্পে ভেকেরা দেবরাজ জুপিটারের কাছে রাজার প্রার্থনা করেছিল। তাতে যদি তাদের ভুল সংশোধন না হয়, তবে তাদের ইউরোপে যেতে বলবো ; সেখানে গিয়ে তারা রাজতন্ত্রের লক্ষণগুলো দেখবে ; আমি জোর করে বলতে পারি যে প্রত্যেকটি লোক তার রোগ সারিয়ে দিয়ে আসবে। আজ থেকে প্রলয়ের শেষ দিন পর্যন্ত যত দোষ প্রজাতন্ত্রী গভর্ণমেন্টের অধীনে হতে পারে, তা যোগ করে রাজতন্ত্রী গভর্ণমেন্টের অধীনে এই দেশে এক সপ্তাহে বা ইংলণ্ডে এক মাসে মানুষ যত দুঃখ ভোগ করবে তা যদি ওজন করা যায়, তবে পরেরটাই বেশী ভারী হবে। ইংলণ্ডের রাজপুরুষদের কার্যকলাপের ইতিহাস বা ফ্রান্সের সম্রাটদের বর্ষপঞ্জী পড়ে দেখুন, রাজতন্ত্রের অধীনে জনগণ কি লাভ করেছে। একজন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ যে কার্যক্ষমতা দেখায়, বিশ পুরুষে একটা রাজাও তার বেশী ক্ষমতা দেখায় নি। তারা বড় জোর মন্ত্রীদের হাতে কাজের ভার ছেড়ে দিতে পারে, আর মন্ত্রীরা বাজেভাবে বাছাই করা লোকদের কমিটি ছাড়া আর কি ? রাজা যদি কখনও কিছুতে নাক গলাতে যায়, সে কেবল ক্ষতি করার জন্যই।

(মনরোকে লিখিত পত্র, ১৭৮৫ সাল)

আমার আন্তরিক ইচ্ছা আপনি এখানে আসার যেন সুযোগ করে নেন। ভ্রমণের আনন্দ আপনার আশানুরূপ না হলেও এতে অনেক উপকার হবে। আপনি আপনার দেশ, তার মাটী, তার আবহাওয়া, তার সাম্য, স্বাধীনতা, তার আইন, জনসাধারণ ও তাদের আচরণের প্রশংসা করবেন। হে ভগবান, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমার দেশবাসী কত মূল্যবান আশীর্বাদ ভোগ করে তা তারা অল্পই জানে। আমরা দেখবো ইউরোপ থেকে আরও বেশী সংখ্যায় মানুষ আমেরিকায় বাস করতে আসবে এবং আমি সাহস করে বলতে পারি, এমন

একটি দৃষ্টান্তও ঘটবেনা যে, আমেরিকার কোন অধিবাসী ইউরোপে গিয়ে বসবাস করতে থাকবে।

ইউরোপের রাজারা হয় নির্বোধ, নয় উন্মাদ

(জে, ল্যাংডনকে লিখিত পত্র, ১৮১০ সাল)

রাজারা শুধু রাজ পরিবারের মধ্যেই বিয়ে করবে এই প্রথা কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপে চলে আসছে। যে কোন জাতের প্রাণীর কথা ধরা যাক—তাঁদের খোঁয়াড়, আস্তাবল বা প্রাসাদ, এর যে কোন জায়গায় যদি নিষ্ক্রিয় ও অলস করে আবদ্ধ রাখা যায়, ভাল খাদ্য দেওয়া হয়, তাদের যৌনক্ষুধা পরিতৃপ্ত করা হয়, ইন্দ্রিয় উপভোগে লিপ্ত থাকতে দেওয়া হয়, উত্তেজনার খোরাক যোগানো হয়, সব কিছুই তাদের কাছে সমর্পন করা হয় এবং যা কিছু চিন্তার উদ্রেক করে তা দূরে সরিয়ে রাখা হয়, তবে কয়েক পুরুষ পরে দেখা যাবে যে, প্রাণীগুলি দেহ-সর্বস্ব হয়ে গেছে, মন বলে কোন পদার্থ নেই। রাজাদের এইভাবেই গড়ে তোলা হয় এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই ব্যবস্থা চলছে।

আমি যখন ইউরোপে ছিলাম, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে সব রাজা রাজত্ব করছে তাদের চরিত্র সম্বন্ধে ভেবে বেশ মজা পেতাম। আমি নিজেই জানতাম ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই নির্বোধ ছিল, স্পেনের রাজা চতুর্থ চার্লস ও নেপল্‌সের রাজা চতুর্থ ফার্ডিনাণ্ডও নির্বোধ ছিল। তারা শিকার করে সময় কাটাতো এবং কেউ কোন জন্তু শিকার করলে তা অপরকে জানাবার জন্য সপ্তাহে দুজন পত্র-বাহককে এক হাজার মাইল দূরে পাঠাতো। সার্ডিনিয়ার রাজাও নির্বোধ ছিল। এরা সবাই বুরবঁ বংশের সন্তান। পর্তুগালের রাণী ব্রাগাঞ্জন বংশের উন্মাদিনী মেরিয়া এবং ডেনমার্কের রাজা সপ্তম ক্রিশ্চিয়ান জন্ম থেকেই জড়বুদ্ধি ছিল, তাদের পুত্রেরা রাজপ্রতিনিধি হিসাবে রাজত্ব চালাতো। প্রথম ফ্রেডারিকের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম দেহ ও মনে শূকরের মত ছিল। সুইডেনের রাজা দ্বিতীয় গুস্তভাস এবং অষ্ট্রিয়ার রাজা দ্বিতীয় জোসেফ সত্য সত্যাই উন্মাদ ছিল। আপনি জানেন, ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ সংকীর্ণমনা ছিল। বাকী রইল বৃদ্ধা রানী ক্যাথারিন। তার বংশ অতিশয় সম্প্রতি রাজ সিংহাসন পেয়েছে। সেইজন্য সে এখনও কাণ্ডজ্ঞান হারায় নি। এই প্রাণীগুলি যেমন শক্তিহীন, তেমনি মন বলে এদের কোন বস্তু নেই। কয়েক পুরুষ পরে সমস্ত বংশানুক্রমিক রাজার এই অবস্থা হবে। রাজাদের পরিচয়-লিপি এইখানেই শেষ করলাম। ভগবান, এদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করুন।

(হামক্রেজকে লিখিত পত্র, ১৭৮৭ সাল)

রাজা এবং যে সব শাসনকর্তা রাজা হবে তাদের অধীনে বাস করার সুবিধা সম্বন্ধে যা লিখলাম, তা থেকে আমাদের শিশু প্রজাতন্ত্রের শিক্ষালাভ করার আছে। নিজেদের বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য বিদেশী শক্তিকে ডেকে আনা আমাদের উচিত হবে না, বংশানুক্রমিক শাসনকর্তাদের সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে; কোন নাগরিক যেন ধন-সম্পত্তি ও ক্ষমতায় এতদূর প্রতিষ্ঠিত হয়ে না ওঠে যাতে তারা রাজাদের ভগ্নী ও ভাগ্নীদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়। সংক্ষেপে, এই চিরন্তন প্রার্থনার দ্বারা ভগবানের সিংহাসন অবরোধ করতে হবে যে, ভগবান এই শ্রেণীর মানুষরূপী সিংহ, বাঘ এবং অতিকায় হস্তী—যাদের রাজা বলা হয়—তাদের আর সৃষ্টি করবেন না। ভগবান, এদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করুন,—একথা যে বলবে না, সেই ধ্বংস হোক।

মার্কিন গণতন্ত্র ঃ মানবজাতির আলোকবর্তিকা

(হান্টারকে লিখিত পত্র, ১৭৯০ সাল)

প্রজাতন্ত্রই একমাত্র গভর্ণমেন্ট, যা মানুষের অধিকার প্রকাশ্যে বা গোপনে হরণ করেনা, এই কথা জেনে আমরা যে গভর্ণমেন্ট স্থাপন করেছি তার সমর্থনে সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োগ করবো। এই ভাবধারা আমাদের প্রেরণা দেবে যে আমরা যেমন আমাদের ও ভবিষ্যৎ পুরুষের অধিকার নির্বিঘ্ন করছি, তেমনি স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যারা মুক্ত হতে চাইছে, তাদেরও আমরা পথ দেখাচ্ছি।

(রাটলেজকে লিখিত পত্র, ১৭৮৮)

আমার বিশ্বাস বহুদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের লোকের অনাচার দূর করার মত যথেষ্ট বোধশক্তি ও সদগুণ থাকবে। আমরা বিনা রক্তপাতে শুধু বিচার-বুদ্ধির দ্বারা গভর্ণমেন্ট তৈরীর যে নিদর্শন পৃথিবীর লোকের সামনে স্থাপন করেছি তার জন্য নিশ্চয়ই গর্ববোধ করতে পারি। কিন্তু পৃথিবীর লোকেরা এত নিপীড়িত যে আমাদের দৃষ্টান্তের দ্বারা তারা কতদূর লাভবান হবে জানি না। অতলান্টিক মহাসাগরের এপারে জনসাধারণের রক্ত যেন শাসকদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে; যারা এই রক্তশোষণ ক'রে পুষ্ট হচ্ছে, তারা সহজে এই সম্পত্তি ত্যাগ করবে না।

(গভর্ণর হুলকে লিখিত পত্র, ১৮০২ সাল)

আমাদের উদ্দেশ্য একই—প্রতিনিধিত্বমূলক গভর্ণমেণ্টকে সফল ক'রে তোলা। একাজ শুধু আমরা আমাদের জন্যই করছিনা, সমগ্র মানবজাতির জন্য করছি। মানুষকে স্বায়ত্বশাসন দিয়ে বিশ্বাস করা যায় কিনা এই দেখানোর জন্যই আমরা পরীক্ষা চালাচ্ছি। নিগৃহীত মানুষের দৃষ্টি আজ ব্যগ্রভাবে আমাদের উপর নিবদ্ধ এবং আমরাই তাদের একমাত্র আশাস্থল। এই পরীক্ষাগারে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের স্থানীয় স্বার্থ বা ছোটখাট উত্তেজনা দমন করতে হবে।

(বি, গোলোয়েকে লিখিত পত্র, ১৮১২ সাল)

আমার এই আশা ও দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে সমগ্র জগৎ, আজ হোক কি পরে হোক, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমরা যা করছি তার দ্বারা উপকৃত হবে। যদিও ফরাসী বিপ্লবের সন্ত্রাবানের পর প্রত্যেক দেশের স্বদেশপ্রেমিকদের এ বিষয়ে উৎসাহ কিছুকালের জন্য মন্দীভূত হয়েছে, তবুও উৎসাহ নষ্ট হয়নি, কখনও নষ্ট হবে না। প্রত্যেক মানুষের মনে এই অধিকার বোধ হয়েছে এবং যতই ঘৃণ্য স্বৈরতন্ত্রের উৎপীড়ন একে দমাবার চেষ্টা করবে, ততই এই স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুন প্রজ্জলিত হবে। ফ্রান্সের সৎ দেশপ্রেমিকদের ভ্রান্তি এবং দাঁতে ও রোবসপীয়েরদের অপরাধ মানুষ ভুলে যাবে এবং আমরা স্থির বুদ্ধিতে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি এবং উদ্দেশ্য সাধনের পথে নিশ্চিতভাবে অগ্রসর হচ্ছি, এই কথা চিন্তা করে মানুষ উৎসাহিত হবে। আশাবাদ থেকে এই ধারণা তাদের বদ্ধমূল হবে যে, একবার যে কাজ সম্পন্ন হয়েছে, পুনরায় তা সম্পাদন করা সম্ভব।

(আর, রাশকে লিখিত পত্র, ১৮২০ সাল)

আমাদের অস্তিত্ব এই কথাই প্রমাণ করে যে সমাজের সমস্ত মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার যে আদর্শ আমরা স্থাপন করছি, তা কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভব। যদি আমাদের এই গভর্ণমেণ্ট ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তাহলে সৎ-মানুষগুলির আশা ও প্রচেষ্টাকে আমরা দমিয়ে দেবো এবং যে অসৎ লোকগুলি পৃথিবীর মানুষকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে, তাদের জয়ী হতে দেবো। মানবজাতির সর্ব্বজনীন সমাজের সভ্য হিসাবে এবং দায়িত্বশীল মানুষ হিসাবে আমাদের পবিত্র কর্ত্তব্য হলো, উত্তেজনা দমন করা, বলপ্রয়োগের পরিবর্ত্তে যুক্তির দ্বারা পরিচালিত গভর্ণমেণ্ট অনেক ভাল সপ্রমাণ করে, মানবজাতির মনে সঞ্চারিত আস্থা নষ্ট হতে না দেওয়া।

মার্কিন গণতন্ত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

(প্রথম উদ্বোধনী ভাষণ, ৪ঠা মার্চ্চ, ১৮০১ সাল)

সাহস এবং আস্থা নিয়ে আসুন আমরা সংযুক্তরাষ্ট্র ও প্রজাতন্ত্রী নীতির অনুসরণ করি, প্রতিনিধিত্বমূলক গভর্ণমেণ্ট বা রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রতি আমাদের আনুগত্য দেখাই। প্রকৃতির অনুগ্রহে পৃথিবীর এক চতুর্থাংশের, অর্থাৎ ইউ-রোপের ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী থেকে, বিরাট সমুদ্র আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। আমাদের উন্নতমন অপরের অবনতিতে কাতর হয়। আমরা এমন দেশ পেয়েছি যেখানে শত বা হাজার পুরুষ ধরে আমাদের সন্তানসন্ততিদের স্থান সঙ্কুলান হবে। প্রত্যেক মানুষ তার স্বাভাবিক ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে, পরিশ্রমের ফল অর্জন করতে পারবে এবং বংশগৌরবে নয়, তার কাজের ও সেই কাজের স্বীকৃতির ফলে অন্য নাগরিকদের কাছ থেকে মর্যাদা ও আস্থালাভ করতে পারবে —এই সমানাধিকারবোধ আমরা পোষণ করি। আমরা এমন এক কল্যাণকর ধর্মের আলোকে উদ্ভাসিত, বিভিন্নভাবে আচরিত হলেও, সে-ধর্মে মানুষের প্রতি ভালবাসা, কৃতজ্ঞতাবোধ, সহনশীলতা, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও সততা প্রভৃতির স্থান আছে। আমরা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করি ও তার পূজা করি ; তার সমস্ত বিধান প্রমাণ করে যে, তিনি মানুষের ইহজগতের সুখে ও পরকালের অধিকতর সুখে আনন্দিত হন। এই সমস্ত সুবিধা যেখানে আছে, সেখানে জনগণের উন্নতি ও সুখের জন্য আর বেশী কি প্রয়োজন ?

(স্য মার রোয়াকে লিখিত পত্র, ১৮১৭ সাল)

আমার গভীর বিশ্বাস, আমরা যুগের পর যুগ ধরে সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হবো এবং মঁতেস্কের মত ভুল প্রতিপন্ন করে আমরা দেখাবো যে, সামরিক জয়ের পরিবর্ত্তে যদি চুক্তি এবং সমানাধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হয়, তবে দেশ যত বড় হবে, প্রজাতন্ত্র তত দৃঢ় হঁবে। দেশের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারণের সম্পদও বৃদ্ধি পাবে, আমার এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই আমি আশা করছি আমাদের রাষ্ট্র স্থায়ী হবে এবং আমি বিশ্বাস করি যে মানুষের কাছে সৎ জীবন-ধারণের পথ যদি উন্মুক্ত থাকে তবে মানুষের পক্ষে সৎ জীবনযাপন করাই স্বাভাবিক। আমাদের পরিশ্রমের ভবিষ্যৎ ফল ভাল হবে, এই বিশ্বাস আমাকে সান্ত্বনা দেয়। অপরপক্ষে, অন্য ভবিষ্যদ্বক্তারা আছেন, যারা দূর ভবিষ্যতের কথা বলেন, যাঁরা বলেন যখন আমার এই বিশ্বাস মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে তখন আমি আর বেঁচে থাকব না। আমার মতে যদি আমাদের স্বপ্নই দেখতে হয়, তবে হতাশার, দুঃখের চেয়ে অলীক আশার আনন্দও ভাল।

আমাদের পরীক্ষার সার্থকতা প্রমাণিত হবে

(ফ্র ইভার নোয়াকে লিখিত পত্র, ১৭৯৫)

আমার মনে হয় একমাত্র ছোট রাষ্ট্রই প্রজাতন্ত্রী হওয়ার যোগ্য, এই মত মঁতেস্ক ও অন্যান্য রাজনীতির লেখকদের অপরাপর ভুল মতের মতই অভিজ্ঞতার ফলে ধূলিসাৎ হবে। ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভ করার জন্যই আমরা রাষ্ট্র গঠন করে থাকি। তাই আমার মনে হয়, বরং এটাই প্রমাণিত হবে যে, প্রকৃত প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র পেতে হলে রাষ্ট্রের আয়তন এত বড হওয়া প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রের অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বার্থচিন্তা প্রভাব বিস্তার করবে না, প্রতিটি বিষয় আলোচনার সময় গরিষ্ঠ সংখ্যক প্রতিনিধিরা বিশেষ স্বার্থচিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে, ফলে ন্যায় বিচারের মূলনীতিগুলি সমান প্রাধান্য লাভ করবে। যে সমাজ যত ছোট, সে সমাজের বিরোধ তত বেশী হিংসাত্মক ও ভয়ঙ্কর।

আমরা এমন এক যুগে বাস করার সুযোগ পেয়েছি, যে যুগ বৃহদাকারে গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার পরীক্ষায় ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। আমরা জীবিত থাকতে হয়তো এর ফল দেখতে পাব না। কিন্তু স্থূলতর কতগুলি অসম্ভব জিনিষ, যেমন বংশানুক্রমিক শাসন করার অধিকার, আমাদের সময়েই লোপ পেয়ে যাবে ; কেন না, মানুষের বহুদিনের অভিজ্ঞতা একে নিন্দনীয় ঘোষণা করেছে। এর পরিবর্তে কি ধরণের ব্যবস্থা হবে ? আমাদের সন্তানসন্ততিরা তার উত্তর দেবে। আমাদের একথা নিশ্চিত জেনে খুশী থাকতে হবে যে, এত মূঢ়, এত অন্যায়, এত পীড়নমূলক এবং যে উদ্দেশ্যে সৎ মানুষেরা গভর্ণমেণ্ট তৈরী ক'রে তার ধ্বংসকারী ব্যবস্থা কখনও কেউ প্রচলিত থাকতে দেবে না। দুঃখের বিষয় এই যে, যে স্বাধীনতা থেকে মানবজাতি এতকাল বঞ্চিত হয়েছে, তার পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার সঙ্গে ভুল, হিংসা, এমন কি অপরাধও অনুষ্ঠিত হবে। আমরা উপায় নিয়ে ব্যথিত হতে পারি, কিন্তু উদ্দেশ্য সাধিত হোক এই প্রার্থনা করবো।

কেন্দ্রীকরণের ফলে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব হবে

(গিডিয়ন গ্রাঞ্জারকে লিখিত পত্র, ১৮০০ সাল)

আমাদের দেশ এত বড় যে একটি গভর্ণমেণ্টের দ্বারা সমস্ত কাজ পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয়। নির্বাচক মণ্ডলীর দৃষ্টির বাইরে বহু দূর থেকে সরকারী কর্মচারীরা শাসনব্যবস্থা চালাতে পারবে না এবং নাগরিকদের কল্যাণকর গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার জন্য যে সব খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন তা দিতে পারবে না। এই অবস্থায় সরকারী কর্মচারীদের অপরাধ সন্ধান ক'রে

বের করা অসাধ্য হবে ; ফলে ভ্রষ্টাচার, সরকারী অর্থের অপব্যয় ও লুঠ চলতে থাকবে। আমি সত্যই বিশ্বাস করি, যদি এই নীতি অনুসৃত হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র জনসাধারণ ও সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে একই আইন বলবৎ হবে, তবে পৃথিবীতে এই গভর্ণমেণ্ট সবচেয়ে দুর্নীতিপূর্ণ হবে।

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের হাতে অঙ্গরাজ্যগুলির সমস্ত ক্ষমতা যদি ন্যস্ত করা হয়, তবে তা সরকারী পদসৃষ্টি ও চাকুরী অন্বেষণ, উৎকোচ গ্রহণ, ফটকাবাজী ও সরকারী অর্থ লুণ্ঠনের ক্ষেত্র বাড়িয়ে দেবে। আমাদের সংবিধানের প্রকৃত তত্ত্ব হলো অঙ্গরাজ্যগুলির নিজ নিজ এলাকায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকবে এবং পররাষ্ট্র সম্পর্কে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে চলবে ; এইটাই বিজ্ঞানোচিত ও শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা শুধু পররাষ্ট্র বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকুক ; ব্যবসাবাণিজ্য ছাড়া অন্যান্য বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়া হোক ; ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ভার সওদাগরদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক ; তারা একাজ ভালভাবে করতে পারবে, কেন্দ্রীয় সরকারের সংগঠন খুব সরল ও স্বল্পব্যয়ী করে অল্পসংখ্যক কর্মচারী দিয়ে সাদাসিধা ধরণের কয়েকটি কাজ চালানো হোক।

মূলনীতি ঃ গণতন্ত্রবাদী কার্যক্রম

(এলব্রিজ গেরীকে লিখিত পত্র, ১৭৯৯ সাল)

আমি চাই অঙ্গরাজ্যগুলি ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টকে যে ক্ষমতা অর্পণ করেনি, সে-ক্ষমতা তাদের হাতেই থাকবে। আইন প্রনয়ণের ব্যাপারে সংবিধানের ক্ষমতা-বিভাজন নীতি অনুসারে ইউনিয়নের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সে ক্ষমতা ইউনিয়নের থাকবে। আমি চাইনা অঙ্গরাজ্যগুলির সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সমস্ত ক্ষমতা শাসনবিভাগে হস্তান্তরিত হোক।

আমি অত্যন্ত সরল ও কঠোর মিতব্যয়ী গভর্ণমেণ্টের পক্ষপাতী, যে গভর্ণমেণ্ট জাতীয় ঋণ পরিশোধ করার জন্য রাজস্ব থেকে অর্থ বাঁচাবার সমস্ত সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করবে। আমি সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা ও বেতন বাড়াবার পক্ষপাতী নই, তাতে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দলাদলি বাড়বে এবং জাতীয় ঋণ দেশের পক্ষে কল্যাণকর, এই অজুহাতে নানা কৌশলে জাতীয় ঋণ বাড়বে।

আমি শান্তির সময়ে স্থায়ী সেনাবাহিনী রাখার পক্ষপাতী নই, স্থায়ী সেনাবাহিনী জনসাধারণের মনোবল দমিয়ে দেয়। আমি বিরাট নৌ-বাহিনী রাখার পক্ষপাতী নই, এই নৌ-বাহিনী আমাদের চিরকাল যুদ্ধে জড়িয়ে রাখবে এবং এর খরচ চালাতে গিয়ে রাজস্বের উপর এমন চাপ পড়বে যে আমরা দেনায় ডুবে যাবো। যতদিন না বৈদেশিক আক্রমণের বিপদ দেখা দিচ্ছে, ততদিন

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য আমি রক্ষীবাহিনীর উপরই নির্ভর করতে চাই এবং আমাদের উপকূল ও পোতাশ্রয়গুলীকে উৎপাতের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যতটুকু নৌ-শক্তি প্রয়োজন ততটুকু নৌ-বাহিনী রাখতে চাই।

আমি সমস্ত দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষপাতী, কারও সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক নয় এবং আমার মতে অতি অল্পসংখ্যক দূতাবাস স্থাপন করাই ভাল। নতুন চুক্তি করে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বিবাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, তাদের ভারসাম্য রক্ষার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বা স্বাধীনতা বিনাশকারী রাজন্য-বর্গের দলে যোগ দেওয়ার আমি বিরোধী।

আমি চাই সমস্ত মানুষের ধর্মাচারণের স্বাধীনতা। আইনের বলে এক সম্প্রদায়ের উপর অন্য সম্প্রদায়ের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সমস্ত কৌশলের আমি বিরোধী। আমি চাই সমস্ত মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা; সরকারী কর্মচারী-দের আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ বা সমালোচনা, ন্যায়সঙ্গত হোক বা নাই হোক, বিবেচনা না করে বলপ্রয়োগের দ্বারা স্তব্ধ করার রীতির আমি বিরোধী, কেন না এতে সংবিধানের বিরুদ্ধাচারণ করা হয়।

আমি বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগের উন্নতিসাধনে উৎসাহ দেওয়ার পক্ষপাতী এবং দর্শনশাস্ত্রের পবিত্র নামের বিরুদ্ধে সোরগোল তোলার বিরোধী। বর্বর যুগের আখ্যান শুনিয়ে মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার করা, নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে অবিশ্বাস করে অপরের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করা, উন্নতির জন্য সামনের দিকে না তাকিয়ে পিছন দিকে তাকানোর আমি বিরোধী; অজ্ঞতার অন্ধকার যুগে শাসনব্যবস্থা, ধর্ম্ম, নীতিবোধ প্রভৃতি উন্নত ছিল এবং প্রাচীন-কালের মানুষের চেয়ে উন্নত ধরণের কিছু আমরা সৃষ্টি করতে পারি না—এই ধারণার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার আমি পক্ষপাতী।

এর সঙ্গে আমি আরও যোগ করতে চাই যে ফরাসী বিপ্লবের সাফল্য আমি আন্তরিকভাবে চেয়েছি এবং আমি এখনও চাই স্বাধীন সুশৃঙ্খল প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এর পরিণতি হোক, যদিও আমি জানি এই বিপ্লবের ফলে আমাদের বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে।

কোন্ দেশ আমাদের প্রতি কতটা বন্ধুত্বপূর্ণ, এই বিচার ছাড়া অন্য কোনভাবে আমার দেশের বাইরে আমার কণামাত্র সম্পর্ক নেই, এক দেশের চেয়ে অন্য দেশকে বেশী পছন্দ করার আর কোন উদ্দেশ্য নেই!

(প্রথম উদ্বোধনী ভাষণ, ৪ঠা মার্চ্চ ১৮০১ সাল)

নাগরিকগণ, আপনারা যে মূল্যবান কাজের ভার আমার উপর ন্যস্ত করেছেন, সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করার প্রারম্ভে আপনাদের জানাতে চাই গভর্ণমেণ্টের কোন

মূলনীতিগুলিকে আমি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করি এবং ফলতঃ শাসনব্যবস্থা কি ভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত। আমি এগুলিকে খুব অল্প পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সাধারণ নীতিগুলিরই উল্লেখ করছি ঃ

যে কোন ধর্মীয় বা রাজনৈতিক অবস্থায় থাকুক বা যে কোন মতের পোষকতা করুক, প্রত্যেক মানুষের জন্য সমান এবং যথার্থ ন্যায় বিচার।

প্রত্যেক দেশের সঙ্গে শান্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ; কোন দেশের সঙ্গেই চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া নয়।

দেশের সমস্ত আভ্যন্তরীণ বিষয়ে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার যোগ্য এবং প্রজাতন্ত্র-বিরোধী সমস্ত প্রবণতা প্রতিরোধ করার শক্তিশালী দুর্গ হিসাবে রাজ্য গভর্ণমেণ্টগুলির সমস্ত অধিকারের সমর্থন।

দেশের শান্তি রক্ষার ও বৈদেশিক নিরাপত্তার নিশ্চিত অবলম্বন হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সংবিধানগত ক্ষমতা সংরক্ষণ।

জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্বাচনের অধিকার রক্ষায় সযত্ন দৃষ্টি। এই নির্বাচনের অধিকার হচ্ছে অনাচারের প্রতিকার করার মৃদু ও নিরাপদ পথ। যেখানে শান্তিপূর্ণ প্রতিকারের পথ রাখা হয়নি, সেখানে বিপ্লবের শাণিত তরবারির দ্বারা এইসব অনাচারের অবসান ঘটান হয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই প্রজাতন্ত্রের প্রধান নীতি এবং বলপূর্বক এই সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তনের প্রয়াস স্বেচ্ছাতন্ত্রের জনক, এই সত্যের প্রতি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জ্ঞাপন।

শান্তির সময়ে এবং যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় যতক্ষণ না সেনাবাহিনী দেশ-রক্ষার ভাব নিচ্ছে, ততক্ষণ সুশৃঙ্খল রক্ষীবাহিনীর উপর নির্ভর করাই সর্বোত্তম।

সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের উপর অসামরিক কর্ত্তৃপক্ষের প্রাধান্য।

শ্রমজীবিদের উপর করভার লাঘব করার জন্য শাসন পরিচালনায় ব্যয় সঙ্কোচ। সততার সঙ্গে সরকারী ঋণ পরিশোধ ও জনসাধারণের আস্থা রক্ষা। কৃষি ও বাণিজ্যে উৎসাহ দান।

জনসাধারণের মধ্যে সংবাদ পরিবেশন এবং জনমতের বিচারালয়ে সমস্ত অনাচারের অভিযোগ উত্থাপন।

ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতা।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা।

দেহমনের (হেবিয়াস কর্পাস) আইনের বলে ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা।

নিরপেক্ষ জুরী নির্বাচনের দ্বারা বিচারের ব্যবস্থা।

উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলীর মত এই নীতিগুলি বিপ্লব ও সংস্কারের যুগে আমাদের পথ প্রদর্শন করেছে। এগুলি অর্জন করতে আমাদের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা জ্ঞান প্রয়োগ

করেছেন এবং আমাদের বীরেরা তাঁদের রক্ত দিয়েছেন। এগুলি আমাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের সার-সংগ্রহ, রাজনৈতিক শিক্ষার মূলবচন হওয়া উচিত—যাদের উপর বিশ্বাস করে আমরা কাজের ভার সমর্পণ করি, তাদের পরীক্ষার কষ্টিপাথর হওয়া উচিত। ভয় বা ভুলের মুহূর্তে আমরা যদি এই পথ থেকে বিচ্যুত হই, তবে যেন আমরা দ্রুত পূর্বপথে ফিরে আসতে পারি এবং যে-পথ শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার দিকে নিয়ে যাবে সেই পথে যেন চলতে পারি।

সমস্ত ক্ষমতা জনগণের মধ্যে নিহিত

(জে, কার্টরাইটকে লিখিত পত্র, ১৮২৪ সাল)

রক্ষণশীল মতবাদের বড় শিষ্য হিউম বলেছেন,—"জনগণ সমস্ত ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতার উৎস—এই কথা ইতিহাস এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।" বিজ্ঞানের এই অধঃপতিত সন্তান ও মানুষের বিশ্বাসহন্তা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের মধ্যে ব্যতীত আর কোথায় ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতার উৎস পেতে চায়? সংখ্যালঘিষ্টের মধ্যে, না সেই সংখ্যালঘিষ্টের একজন ব্যক্তির মধ্যে?

আমাদের বিপ্লব অধিকতর অনুকূল ক্ষেত্রে সুরু হয়েছে। এই বিপ্লব আমাদের এমন একটা লিপি-পত্র দিয়েছে যাতে আমরা যা খুসী লিখে রাখতে পারি। পুরাণো পুঁথি, রাজকীয় দলিল বা আধা-বর্বর পূর্বপুরুষদের আইন ও রীতিনীতি আমাদের খুঁজে বের করার দরকার হয়নি। আমরা প্রকৃতির আইনের প্রতি আবেদন জানিয়েছি। স্বায়ত্বশাসনের ক্ষমতা ব্যবহার করার অনুমতি আমাদের ছিল না। যেদিন আমরা বাধ্য হয়ে এই ক্ষমতা গ্রহণ করেছি, সেদিন আমরা এই বিজ্ঞানে শিক্ষানবীশ ছিলাম। আমরা কতগুলি প্রধান মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদের অঙ্গরাজ্যগুলির সংবিধানে নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা হয়েছে যে, সমস্ত ক্ষমতা জনগণের মধ্যে নিহিত; তারা সমস্ত বিষয়েই এই ক্ষমতা যোগ্যতা অনুসারে ব্যবহার করতে পারে এবং তারা সকলেই ব্যক্তির স্বাধীনতা, ধর্মমতের স্বাধীনতা, সম্পত্তি ভোগের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারী।

সংখ্যালঘুর অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমান

(প্রথম উদ্বোধনী ভাষণ, ৪ঠা মার্চ্চ ১৮০১ সাল)

এই পবিত্র মূলনীতি সকলকে স্মরণ রাখতে হবে যে, যদিও সংখ্যাগরিষ্টের ইচ্ছা সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রাধান্য পাবে, এই ইচ্ছা বলবৎ হতে হলে ন্যায়সঙ্গত হওয়া চাই। সংখ্যালঘিষ্টেরও সমান অধিকার আছে। এই অধিকার রক্ষার জন্য আইন সমভাবে প্রযুক্ত হবে এবং এই অধিকার হরণ করা অত্যাচারের নামান্তর।

নাগরিকগণ, আসুন আমরা একমন ও একঅন্তর নিয়ে একতাবদ্ধ হই ; আসুন আমরা সামাজিক আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ভালবাসা ও মিলনের সুর প্রতিষ্ঠা করি, যা ভিন্ন স্বাধীনতা, এমন কি মানবজীবন পর্যন্ত নীরস হয়ে যায়। যে ধর্মমত-অসহিষ্ণুতা মানবজাতিকে এতকাল নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত করেছে, তাকে নির্বাসন দিয়ে আমরা অল্পই লাভ করবো, যদি না আমরা তারই মত অন্যায় ও যথেচ্ছ-চারী রাজনৈতিক মত—অসহিষ্ণুতার তীব্র রক্তক্ষয়ী অত্যাচার বন্ধ করি। আসুন আমরা এই কথা ভেবে অগ্রসর হই।

সংখ্যাগরিষ্টের আইনই শুদ্ধ

(ব্যারন ফন্ হামবোল্ডকে লিখিত পত্র, ১৮১৭ সাল)

সংখ্যাগরিষ্টের মতে গৃহীত আইন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রথম মূলনীতি এবং সম-অধিকার সম্পন্ন মানুষের সমাজে এইটাই মৌলিক বিধি। এক ভোটের সংখ্যা গরিষ্ঠতায়ও যদি সমাজের ইচ্ছা ঘোষিত হয়,এই ঘোষণাকে সর্ববাদীসম্মত ঘোষণার মতই শুদ্ধ বলে বিচার করা প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, অথচ এই শিক্ষাই আমরা গ্রহণ করি সর্বশেষে। এই বিধি যদি অবহেলিত হয়, তবে বলপ্রয়োগ ভিন্ন অন্য কোন উপায় থাকে না এবং সামরিক স্বেচ্ছাতন্ত্রে এই বল-প্রয়োগের পরিণতি হয়। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে এই জিনিষই ঘটেছে।

প্রজাতন্ত্রের সত্যকার মূলনীতি

(এস, কাচিভালকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

সত্যকার মূলনীতি নির্দ্ধারণ করে তাতে অনমনীয় থাকাই প্রধান কথা। কাপুরুষদের বিপদসূচক আশঙ্কায় বা জনসাধারণের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে শ্রমিক-শ্রেণীর অশুভ চীৎকারে ভীত হয়ে মূলনীতিগুলি বিসর্জ্জন দেবেন না। যদি অভিজ্ঞতার প্রশ্নই উঠে, তবে গত ৪০ বছরে পনেরো বিশটা গভর্ণমেণ্টের অবস্থা ভেবে দেখুন ; একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক এক বছরে যত ক্ষতি করেছে, জনসাধারণ ৪০ বছরে তার অর্দ্ধেক ক্ষতিও করেনি ; অথবা এই একই সময়ে রাজতন্ত্রের অধীনে একটা দেশে যত বিদ্রোহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেছে, যত অপরাধ অনুষ্ঠিত ও অপরাধীর শাস্তি হয়েছে, প্রজাতন্ত্রে তার অর্দ্ধেকও হয়নি। ব্যক্তিগত জীবনে ও সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার আছে—এই নীতির উপর প্রজাতন্ত্রী গভর্ণমেণ্টের সত্যকার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। পরীক্ষা করে মিলিয়ে দেখুন, আমাদের সংবিধানের প্রতিটি ধারা জনসাধারণের ইচ্ছার উপর প্রত্যক্ষ-ভাবে নির্ভরশীল কিনা ! সুষ্ঠু এবং পূর্ণ আলোচনার সুবিধার জন্য আইনসভার

সদস্যের সংখ্যা কমিয়ে দিন। যারা সংগ্রাম করে এবং কর দেয় এরকম প্রতিটি মানুষ নির্ব্বাচনে ন্যায়সঙ্গত ও সমান অধিকার ভোগ করুক। জনসাধারণকে এই ক্ষমতা দিন, যাতে তারা স্বল্পকালের মধ্যে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনুমোদন বা বর্জন করতে পারে। শাসনবিভাগের কর্মকর্তারাও এইভাবে স্বল্পকালের জন্য জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হোক, তাদের জন্য পরিষদ নামক কোন পর্দ্দা রাখবেন না, যার পিছনে লুকিয়ে থেকে তারা দায়িত্ব এড়াতে পারে।

(ডিকিনসনকে লিখিত পত্র, ১৮০১ সাল)

আমার মত, এবং এই মতই প্রজাতন্ত্রীরা সব সময়ে মেনে এসেছেন যে, কোন ব্যক্তিকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক মতের বিভিন্নতার জন্য সরকারী কাজ থেকে অপসারণ করা যায় না ; কর্মরত অবস্থায় প্রবঞ্চনা বা উৎকোচ গ্রহণ এবং সরকারী প্রভাব বিস্তার করে অবাধ নির্বাচনের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করা—এইগুলিই অপসারণের পক্ষে উপযুক্ত কারণ হতে পারে।

(ডক্টর ওয়াল্টার জোন্সকে লিখিত পত্র, ১৮০১ সাল)

আমি যা ভাল মনে করি তাই করার স্বাধীনতা যদি আমার থাকতো, তাহলেও আমি জানি, অভিজ্ঞতা এবং বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী সমস্ত সংস্কার-সাধন করার ক্ষমতা আমার নেই। যখন আমি ভাবি সমাজের এই বিরাট যন্ত্রকে চালনা করা বা তাকে অবনমিত করা কত কঠিন কাজ, সমাজের সমস্ত মানুষকে একটা আদর্শ সত্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কত অসম্ভব কাজ, তখন সলোমনের সেই উক্তির সারবত্তা বুঝতে পারি যে, জাতির যতটা ভাল গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে, তার থেকে বেশী ভাল করার চেষ্টা করা উচিত নয়।

(নাথানিয়েল নাইল্‌স্‌কে লিখিত পত্র, ১৮০১ সাল)

আমাদের ইতিহাসের বিগত অধ্যায় মানুষকে একটা সম্পূর্ণ নতুন শিক্ষা দিয়েছে। অত্যন্ত দুঃসময়ের মধ্যে এই প্রয়োজনীয় সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে সৎ নাগরিকরা সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাস হারায় না। অনেক সৎ লোক জাহাজ ডুবে গেছে ভেবে ডেক ছেড়ে চলে গেছে। এর দ্বারা মঁতেস্কের মত আর একবার ভুল প্রমাণিত হলো যে, স্বল্প পরিসরের মধ্যেই প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থা বজায় থাকতে পারে ; বরঞ্চ এর বিপরীতটাই সত্য। যদি আমাদের দেশের আয়তন তখন যা আছে তার এক-তৃতীয়াংশ হতো, তাহলে সব শেষ হয়ে যেতো। আমাদের দেশ বৃহৎ বলেই ভ্রান্তি এবং উন্মত্ততা দেশের কয়েকটি অংশে মহামারীর মত দেখা দিলেও, বাকী অংশ সুস্থ থেকে সমাজকে চালিয়ে নিয়েছে, যতদিন না সাময়িক অসুস্থতা থেকে সমস্ত দেশ নিরাময় হয়ে উঠে।

আমেরিকার জনগণ নিজেরাই ভাগ্যের নিয়ন্তা

(ডুপঁ ত নেমুরকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

আমরা যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা গঠন ও বিবেকবুদ্ধিতে গণতন্ত্রবাদী। আমরা মনে করি মানুষ তার স্বাভাবিক অভাবপূরণের জন্য সমাজের সৃষ্টি করেছে। মানুষ তার ক্ষমতা ও গুণের দ্বারা সকলের সঙ্গে একমত হয়ে সমাজ গঠন করেছে। যে সমাজব্যবস্থা সে অর্জন করেছে, অন্য সকলের সাথে সেই সমাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার যেমন তার আছে, তেমনি অন্য কাউকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা তার নেই।

আমরা মনে করি অভিজ্ঞতার ফলে এই ব্যবস্থা নিরাপদ প্রমাণিত হয়েছে যে, যে-জনসমষ্টি নিয়ে সমাজ, তারা প্রত্যেকে সেই সমস্ত ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতা ব্যবহার করবে, যাতে তাদের যোগ্যতা আছে এবং যে কাজে তাদের যোগ্যতা নেই, সেই কাজ তারা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর অর্পণ করবে। এই প্রতিনিধি-রাই যখনই তাদের আচরণের দ্বারা বিশ্বাসভঙ্গ করবে, তখনই তারা অপসারণ-যোগ্য হবে। এই জন্য আমাদের দেশে সাধারণ জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে, তার যোগ্য বিচারক বলে জুরার হিসাবে জনগণকে বিচারকের কাজ দেওয়া হয়েছে। যে সব বিষয়ে সাধারণ পর্য্যায়ের অতিরিক্ত জ্ঞানের প্রয়োজন, সেই সকল বিষয়ে যোগ্যতাহীন, অথচ মানবচরিত্রের যোগ্য বিচারক বলে তারা সেই সব বিষয় ব্যবস্থাপনার জন্য কিছু প্রতিনিধি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন করবে এবং অন্যদের নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচন করবে, এই ব্যবস্থা হয়েছে।

আমরা উভয়েই জনগণকে সন্তানের মত দেখি এবং তাদের প্রতি আমাদের অপত্যস্নেহ আছে। কিন্তু আপনি তাদের শিশুর মত দেখেন এবং ধাত্রীর অধীনে ছাড়া ছেড়ে দিতে ভয় পান। আমি তাদের সাবালকের মত গণ্য করি এবং বিনা দ্বিধায় স্বায়ত্বশাসন দিই।

আমেরিকার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার

(কোরেকে লিখিত পত্র, ১৮২৩ সাল)

আমি ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করেছি যে আমাদের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সংবিধানে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু প্রভেদ আছে। কিন্তু কতগুলি মূলনীতি সম্পর্কে তারা সবাই একমত এবং সবাই এই মূলনীতিগুলিকে নাগরিকের জীবন, স্বাধীনতা, সম্পত্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য বলে আমরা সকলে মনে করি।

(১) ধর্মমতের স্বাধীনতা, অপরের ধর্মমতে অনধিকার চর্চ্চার বাধানিষেধ।

(২) শারীরিক স্বাধীনতা, আইন সম্মত কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে আটক বা কারারুদ্ধ করার বিপদ থেকে মুক্ত রাখা। দেহমনের (হেবিয়াস কর্পাস) আইনের দ্বারা এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করা।

(৩) জুরীপ্রথার বিচার, ব্যক্তির দেহ, সম্পত্তি ও খ্যাতির পক্ষে এই ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ।

(৪) জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে আইন প্রনয়ণ ও কর ধার্যের একক অধিকার।

(৫) মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধন না ক'রে এই স্বাধীনতার ব্যবহার। এই স্বাধীনতার বলে সরকারী কর্ম্মচারীদের সমালোচনা করে, জনমতের বিচারশালায় তাদের অভিযুক্ত ক'রে শান্তিপূর্ণভাবে শাসনসংস্কার করা যায়, নইলে বিপ্লবের প্রয়োজন হয়। মানুষের মনের উন্নতিসাধন করা এবং সামাজিক জীব হিসাবে তাকে যুক্তিবাদী ও নীতিপরায়ণ করে তোলার পক্ষে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা শ্রেষ্ঠ উপায়।

গণতন্ত্রে জনসাধারণের নীতিবোধ

(ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৯ সাল)

গণতন্ত্রে জনসাধারণের নৈতিক জীবন উন্নত হবে। একথা বলা ভুল যে, জাতীয় আচরণে সদয় ব্যবহারের কোন স্থান নেই। এই অজুহাত কয়েক শতাব্দী আগে চলতো, যখন মিথ্যা ভাষণ, বিষপ্রয়োগ, খুন প্রভৃতি আইনসঙ্গত ছিল। প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার মধ্যবর্তী অন্ধকার যুগে এগুলি বিধিসঙ্গত ছিল, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষ এগুলিকে ভীতিপ্রদ আচরণ বলে বর্জন করেছে। গণতন্ত্রে মানুষ সমষ্টিগতভাবে কাজ করে। মানুষ এককভাবে কাজ করুক বা সমষ্টিগতভাবে করুক, সমস্ত মানুষের পক্ষেই নৈতিক আচরণের বিধি এক। যে লোক বলে যে, সে ১০০ জনের সঙ্গে শয়তানের মত কাজ করবে এবং এককভাবে সৎ মানুষের মত কাজ করবে, সে শয়তানের মত কাজ করবে, সৎ মানুষের মত নয়, এ'টাই বিশ্বাস করতে হবে। আমি কবির কথায়, এই বিসদৃশ লোকটাকে বলবো, 'তুমি যদি রোমান হও, তোমার স্থান মল্লযুদ্ধের বেষ্টনীর মধ্যে'। যদি একজন লোকের নীতিবোধ এককভাবে তাকে সৎ আচরণের প্রেরণা দেয়, তবে ১০০ জনের নীতিবোধ সমষ্টিগতভাবে সৎ-আচরণের প্রেরণা দেবেনা কেন?

আলোচনার স্বাধীনতা

(বেঞ্জামিন ওয়েরিংকে লিখিত পত্র, ১৮০১ সাল)

যেখানে প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করার ও বক্তৃতার স্বাধীনতা আছে, সেখানে ধারণার বিভিন্নতা ও বিচারবুদ্ধির অপূর্ণতার জন্য মতবৈষম্য দেখা দেবে। আমাদের দেশে এই মতবৈষম্য অবাধ আলোচনার দ্বারা পরস্পরের ভুল সংশোধন করে দূর হবে ; দেশের আকাশ সাময়িকভাবে মেঘাচ্ছন্ন হলেও দিগন্ত আরও উজ্জ্বল ও শান্তভাব ধারণ করবে। আইনের প্রতি আনুগত্য ও শৃঙ্খলার প্রতি অনুরক্তি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের বৈশিষ্ট্য ; কাজেই আভ্যন্তরীণ শান্তি এখানে ব্যাহত হবে না। এবং ভোটের দ্বারা নির্বাচনের অধিকার সতর্কতার সঙ্গে যদি রক্ষা করা যায়, তবে সংবিধানকে উচ্ছেদ করার সকল দলবদ্ধ প্রয়াসই শান্তি-পূর্ণভাবে ব্যর্থ করা যাবে। এই সংবিধান জ্ঞানবানদের দ্বারা রচিত এবং জন-সাধারণের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত ; জনসাধারণের এই ইচ্ছাই যে কোন আইন-সঙ্গত গভর্ণমেণ্টের ভিত্তি।

সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার

(জে, মুরকে লিখিত পত্র, ১৮০০ সাল)

আমার মত চিরকাল [সার্বজনীন ভোটাধিকারের] পক্ষে। কিন্তু কিছু সৎ লোক মনে করেন যে সম্পত্তির মালিকানা মানুষের প্রয়োজনীয় স্বাতন্ত্রবোধ জন্মায়, সুতরাং তারা সম্পত্তির মালিকদের মধ্যে ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ রাখতে চান। আমি বিশ্বাস করি, বহু সংখ্যক লোককে ভোটাধিকার দিয়ে ভোট কেনা বেচার বিপদ আমরা কমাতে পারি ; কেননা বহু লোকের ভোট কেনার ক্ষমতা কোন মানুষের নেই। উপরন্তু আমি একথাও বলতে চাই যে, ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সততা বৃদ্ধি পায়, এঘটনা আমি দেখিনি।

(এম, পেজকে লিখিত পত্র, ১৭৯৫ সাল)

রসেফ্‌কল ও মতেনের মত আমি বিশ্বাস করিনা যে ১৫ জন লোকের মধ্যে ১৪ জনই শয়তান। তবে আমি দেখেছি শয়তানেরা দুষ্টলোকদের কাঁধে ভর দিয়ে উপরে উঠে ও ক্ষমতা ও লাভজনক পদে আরামে স্থান করে নেয়। এই শয়তানেরা জনপ্রিয়তা চুরি করে জীবন সুরু করে এবং জনসাধারণের ক্ষমতার বিরুদ্ধে আইন এবং লোকবল কাজে লাগিয়ে জনমত যাতে বিরুদ্ধে না যায় তার ব্যবস্থা করে।

ন্যায় বিচারের জ্ঞান

(এফ ডব্লিউ গিলমারকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে ; কিন্তু ন্যায় বিচারের জ্ঞান না থাকলে সামাজিক আদান-প্রদান চলে না। অতএব মানুষ নিশ্চয়ই ন্যায় বিচারের জ্ঞান নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে। গভর্ণমেণ্টের সূত্রপাত সম্বন্ধে যারা জল্পনা-কল্পনা করেন তারা প্রায়শঃই একটি ভুল করে থাকেন, যে ভুল আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের সমাজ দেখে তাদের ইতিমধ্যে সংশোধন করা উচিত ছিল। তাঁরা অনুমান করেন যে, গভর্ণমেণ্টের সূত্রপাত হয়েছে পিতৃ-প্রধান বা রাজতন্ত্রী সমাজ ব্যবস্থা থেকে। আমাদের দেশের রেড-ইণ্ডিয়ানরা সমাজ বিকাশের সেই প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করেছে, যে স্তরে সমাজবন্ধন বলতে বোঝাত কেবল পারিবারিক সম্বন্ধ। কিন্তু প্রত্যক্ষ আইনের অধীনে তারা আসে নি কিংবা কোন শাসককেও স্বীকার করে নেয় নি। তাদের মধ্যে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ ঝোঁক অনুযায়ী কাজ করে। কিন্তু এইভাবে কাজ করতে গিয়ে তারা যদি অপরের অধিকার ভঙ্গ করে এবং বিষয়টি যদি তুচ্ছ হয়, তবে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হওয়াই তাদের শাস্তি ; আর যদি বিষয়টি গুরুতর হয়, তবে তাদের বিপজ্জনক শত্রু হিসাবে কুঠারাঘাতে হত্যা করা হয়। তাদের নেতারা চরিত্রবলের দ্বারা অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। জ্ঞান বা রন নিপুনতার ফলে যার চরিত্র সম্বন্ধে সকলের উচ্চ ধারণা হয়, তাকেই তারা ইচ্ছামত মেনে চলে।

শাসন যত কম করা যায়, ততই ভাল

(ভার্জিনিয়ার উপর লিখিত মত, ১৭৮৭ সাল)

রেড-ইণ্ডিয়ানরা বহু ছোট সমাজে বিভক্ত ; তারা কোন আইনের অধীন নয়, কোন পীড়ণমূলক কর্তৃত্ব তাদের উপর নেই, গভর্ণমেণ্টের ছায়া পর্যন্ত নেই। তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে একমাত্র তাদের ন্যায় ও অন্যায়ের নীতিবোধ ; স্বাদ ও অনুভূতির মত এই বোধও তাদের প্রকৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। যারা অপরাধ করে তাদের ঘৃণা দেখিয়ে বা সমাজচ্যুত করে শাস্তি দেওয়া হয়। এই ধরণের শাস্তি অসম্পূর্ণ মনে হলেও এদের মধ্যে অপরাধ খুব কম ঘটে। যদি এই প্রশ্ন করা হয়, বর্বর আদিম জাতির মধ্যে, যেখানে কোন আইন নেই, এবং সভ্য ইউরোপীয়দের মধ্যে, যেখানে আইনের বাড়াবাড়ি—এই দুই-এর কোন অবস্থা মানুষের পক্ষে বেশী ক্ষতিকর, তবে যে ব্যক্তির এই দুই অবস্থারই অভিজ্ঞতা আছে, তার রায় হবে শেষেরটা। নেকড়ে

বাঘের তত্ত্বাবধানে থাকার চেয়ে, মেষের দল নিজেদের মত থাকতে পারলেই বেশী সুখী থাকে। একথা বলা হবে যে, বৃহৎ সমাজ গভর্ণমেন্ট ভিন্ন স্থায়ী হতে পারে না। আদিম জাতির সেইজন্য ছোটখাটো সমাজে বিভক্ত হয়ে থাকে।

প্রজাতন্ত্রবাদ ঃ প্রজাতন্ত্র কি ?

(জে, টেলারকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

একথা স্বীকার করতে হবে যে 'প্রজাতন্ত্র' কথাটা বিভিন্ন ভাষায় খুব অস্পষ্টভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে ; যেমন ধরুন হল্যাণ্ড, সুইসারল্যাণ্ড, জেনোয়া, ভেনিস ও পোল্যাণ্ড, নিজেদের প্রজাতন্ত্র বলে অভিহিত করে। এই কথার 'সঠিক ও নির্দিষ্ট' ধারণা যদি দিতে হয়, তবে আমি বলবো, প্রজাতন্ত্রের অর্থ সেই ধরণের ব্যবস্থা, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে গৃহীত আইন অনুযায়ী নাগরিকদের সমষ্টি প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগতভাবে গভর্ণমেন্ট পরিচালনা করে। যে অনুপাতে নাগরিকদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে গভর্ণমেন্ট পরিচালনার উপাদান অন্যান্য গভর্ণমেন্টে আছে, সেই অনুপাতে তারা অল্পবিস্তর প্রজাতন্ত্রী। এই ধরণের গভর্ণমেন্ট স্পষ্টতঃই স্বল্পায়তন ও অল্প জনসংখ্যায় সীমাবদ্ধ। নিউ ইংলণ্ডের সহরাঞ্চলের চেয়ে বড় ভূখণ্ডে এই গভর্ণমেন্ট কার্যকরী হওয়া সম্ভব নয়।

প্রজাতন্ত্রের এই শুদ্ধ উপাদান যা শুদ্ধ বায়ুর মত প্রাণধারণের উপযুক্ত নয়, এর প্রথম প্রকারভেদ হলো সেই ধরণের গভর্ণমেন্ট যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতা বিভক্ত এবং যেখানে যে কোন সময়ে পরিবর্তনীয় বা স্বল্পকালের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্বাচক মণ্ডলীর ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে। আমার মতে এই ধরণের গভর্ণমেন্ট শুদ্ধ প্রজাতন্ত্রের নিকটতম প্রতিরূপ এবং বৃহদায়তন ও জনবহুল দেশে এটা কার্যকরী হওয়া সম্ভব। আমাদের দেশের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের সংবিধানে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে, এবং পুরোহিততন্ত্রের বিষ-জর্জরিত না হলে, অন্যান্য উপাদান মিশ্রিত গভর্ণমেন্ট অপেক্ষা এর উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হবে। আর যদি পুরোহিততন্ত্রের বিষ প্রবেশ করে, তাহলেও একই পরিমাণে বিষাক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রের গঠনের চেয়ে এর গঠন উৎকৃষ্টতর হবে।

অন্যপ্রকার গভর্ণমেন্টে প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য তারতম্য দেখতে পাওয়া যায় ; যেমন শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ ও আইন প্রনয়ণ বিভাগ বা তার বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তারা জনসাধারণের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রত্যক্ষভাবে মনোনীত হয়, কোথাও দীর্ঘকালের জন্য, কোথাও জীবনব্যাপী আবার কোথাও বংশানুক্রমিক ; কোথাও শাসন কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের ইচ্ছাধীন, কোথাও স্বাধীন। যে গভর্ণমেন্টে শাসন কর্তৃপক্ষ নাগরিকদেব প্রত্যক্ষ এবং সর্বক্ষণের নিয়ন্ত্রণের যত বাইরে,

সেখানে প্রজাতান্ত্রিক উপাদান তত কম। ফ্রান্স, ভেনিস প্রভৃতি রাজ্যে যেখানে শাসনকর্তৃপক্ষ বংশানুক্রমিক বা হল্যাণ্ডে যেখানে মনোনীত, সেখানে প্রজাতান্ত্রিক উপাদান একেবারেই নেই। যেখানে শাসনকর্তৃপক্ষ জীবিতকালের জন্য নির্বাচিত, সেখানে প্রজাতান্ত্রিক উপাদান অল্পই আছে।

আমাদের রাষ্ট্রে শুদ্ধ প্রজাতান্ত্রিক উপাদান হলো প্রতিনিধি সভা, প্রথম বছরে সেনেটও তাই এবং পরের বছরগুলিতে এই উপাদান কমতে থাকে। বিচার-বিভাগ প্রজাতন্ত্রের নীতি-বিরোধী, কারণ বিচারকরা জীবিতকালের জন্য মনোনীত হয় এবং সামরিক কর্তাদের দ্বারা পরিচালিত জাতীয় সেনাবাহিনী নিজেদের ছাড়া আর কারও আয়ত্তে নয়।

পরিখা ঘেরা উচ্চ প্রাকার,
কামান সজ্জিত দুর্গ;
উচ্চ চূড় উদ্ধত রাজধানী,
রাষ্ট্র তো নয় রাজতন্ত্রের গর্ব।

মানুষ যেথা উদার চিত্ত,
জানে উচিত কর্ম;
অধিকারে চেতন সাহসী,
রাজত্ব নয়, সেই তো আসল রাষ্ট্র।

আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট কি প্রজাতন্ত্রী?

(জে, টেলারকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন অঙ্গের উপর জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যদি প্রজাতন্ত্রের মাপকাঠি হয়, এবং আমার মতে এছাড়া আর কোন মাপকাঠি নেই, তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের গভর্ণমেণ্টে যতটা প্রজাতান্ত্রিক উপাদান থাকা উচিত ছিল, তা নেই। অন্য কথায় জনসাধারণের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন অনুপাতে তাদের প্রতিনিধিদের উপর নিয়মিত নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নেই। এর কারণ এই নয় যে সংবিধান রচয়িতাদের প্রজাতান্ত্রিক মনোভাবের কোন অভাব ছিল, আসল কারণ এই যে তারা ইউরোপীয় রাজনীতিবিদ্‌দের অনুসরণ করেছেন, যারা ইউরোপের বৃহৎ সহরগুলির জনতার ভয়ে গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের শৃঙ্খলাপরায়ণ স্বাতন্ত্র্যবাদী ও সুখী নাগরিকদের সম্পর্কে এই অসঙ্গত ভয় পোষণ করেছেন।

আমার ভয় হয় এই বিরুদ্ধ মতের সংস্কার সাধন করার উপযুক্ত সময় হয়তো গত হয়েছে। রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিচালকরা ক্ষমতার সঙ্কোচন করতে সহজে রাজী

হয় না এবং সময়োচিত সংশোধনের অসংবদ্ধ আহ্বান, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের বিরুদ্ধে নিষ্ফল হয়ে যায়। আমাদের সর্বদাই বলা হয়, সব ঠিকমত চলছে, পরিবর্তনের প্রয়োজন কি? একজন ইতালীয় বলেছেন,—"যে ভালভাবে দাঁড়াতে চায়, সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুক।" কথাটা ঠিক এবং আমিও বিশ্বাস করি যে যতদিন আমরা শৃঙ্খলাপরায়ণ, পরিশ্রমী ও শান্তিপ্রিয় থাকবো, সম্রাটের অধীনেও সব ঠিক চলবে যদি তাকে সংযত করার ক্ষমতা ও তেজ জনসাধারণের থাকে। কিন্তু এই অবস্থার অবনতি যাতে না ঘটে, তার ব্যবস্থা আমাদের অবলম্বন করতে হবে। আমরা আশা করবো এই ব্যবস্থা এখনও করা সম্ভব এবং এমন অনিষ্ট কখনও ঘটবে না যাতে আমরা ব্যথা পাবো।

'প্রজাতন্ত্র' কথাটির অর্থ সম্বন্ধে এই মত গ্রহণ করে আমরা বলতে পারি যে, যে গভর্ণমেন্টের সংগঠনে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণের উপাদান যত বেশী আছে, সেই গভর্ণমেন্ট তত বেশী প্রজাতন্ত্রী। আমি বিশ্বাস করি, নাগরিকরাই তাদের নিজেদের অধিকারের নিরাপদ রক্ষাকর্তা। জনসাধারণের প্রতারণের ফলে দেশের যত অনিষ্ট হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হয় তাদের প্রতিনিধিদের আত্ম-সর্বস্বতার ফলে। কাজেই আমি সেই গভর্ণমেন্টের পক্ষপাতী যে গভর্ণমেন্টে প্রজাতান্ত্রিক উপাদান সব চেয়ে বেশী।

রাজনৈতিক দল ঃ অভিজাত ও গণতন্ত্রী

(এইচ, লী'কে লিখিত পত্র ; ১৮২৪ সাল)

মানুষ স্বভাবতই দুই দলে বিভক্ত। প্রথমতঃ যারা জনসাধারণকে ভয় পায় ও অবিশ্বাস করে এবং সমস্ত ক্ষমতা উচ্চতর শ্রেণীর হাতে দিতে চায় ; দ্বিতীয়তঃ যারা জনসাধারণের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে, জনসাধারণকে বিশ্বাস করে এবং মনে করে জনসাধারণ খুব জ্ঞানী না হলেও তারা সৎ এবং তাদেরই হাতে জন-স্বার্থ সবচেয়ে নিরাপদ। প্রত্যেক দেশেই এই দুই দলের অস্তিত্ব আছে এবং যেখানেই চিন্তা করার, বলার ও লেখার স্বাধীনতা আছে, সেখানেই তারা তাদের উদ্দেশ্য ঘোষণা করে। এদের রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক, নরমপন্থী ও চরমপন্থী হুইগ ও টোরি, রিপাবলিক্যান ও ফেডারালিষ্ট—যে নামেই অভিহিত করুন, দল এরা একই এবং একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। এদের শেষ এবং সত্যকার বিশেষণ হলো অভিজাত ও গণতন্ত্রী।

গণতন্ত্রে একাধিক দলের প্রয়োজন

(জে, টেলারকে লিখিত পত্র, ১৭৯৮ সাল)

প্রত্যেক স্বাধীন এবং চিন্তাশীল সমাজে স্বভাবতঃই তীব্র মতবিরোধ, অনৈক্য ও বিরুদ্ধ দল থাকবে, এবং এর মধ্যে একটি দল সাধারণতঃ কম বা বেশী সময়ের জন্য অপর দল অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করবে। একদল অন্য দলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে এবং জনসাধারণের কাছে তার কাজের সমালোচনা করবে, এইজন্য একাধিক দলের প্রয়োজন। কিন্তু একটি দলের সাময়িক প্রাধান্য হেতু অপর দল যদি ইউনিয়ন থেকে পৃথক হওয়ার পথ অবলম্বন করে, তবে কোন যুক্ত-রাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট চলতে পারে না।

ম্যাসাচুসেট্‌স্ ও কনেক্‌টিকাট এই দুইটি রাজ্যের বর্তমান আধিপত্য থেকে মুক্ত হতে গিয়ে আমরা যদি ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেই, এখানেই কি ক্ষতির শেষ হবে? নিউ ইংল্যাণ্ড রাজ্য যদি বেরিয়ে যায়, তাহলেই কি আমাদের স্বভাবের পরিবর্তন হবে? তারও দক্ষিণে আরও রাজ্য আছে; সেই রাজ্যগুলির অধিবাসীরা কি উত্তেজিত হবে না? এর অব্যবহিত পরেই যুক্তরাষ্ট্রের অবশিষ্ট অংশে পেনসিল-ভেনিয়া পার্টি, ভার্জিনিয়া পার্টি খাড়া হবে এবং জনসাধারণের মন উগ্র পার্টিবাজীর দিকে আকৃষ্ট হবে। এক পার্টি তখন অন্য পার্টিকে ক্রমাগত ভয় দেখাতে থাকবে, তোমরা যদি এই কাজগুলি না করো, তবে আমরা উত্তরাংশের রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগ দেবো। ......বৃহৎ রাষ্ট্রসংঘ থেকে সামান্য নাগরিক সভা বা করদাতাদের সভায় মানুষ মিলিত হলে বিবাদ না করে পারে না, এই ঘটনা দেখে কলহ করার জন্য কাউকে আমাদের অবশ্যই চাই একথা বুঝে, আমাদের যদি বিবাদই করতে হয় তবে নিউ ইংল্যাণ্ডকে সঙ্গে রেখেই বিবাদ করবো, আমাদের ঝগড়াকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেব না।

আমেরিকার দুই রাজনৈতিক দল

(জন, ওয়াইজকে লিখিত পত্র, ১৭৯৮ সাল)

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। এক সম্প্রদায় বিশ্বাস করে আমাদের রাষ্ট্রের শাসনবিভাগকে অধিকতর শক্তি ও সমর্থন দেওয়া উচিত; অপর সম্প্রদায় মনে করে, ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের মত আমাদের শাসনবিভাগ সংবিধানের প্রজাতান্ত্রিক অঙ্গগুলির তুলনায় অত্যন্ত শক্তিশালী। এই দুই-এর প্রথম সম্প্রদায়কে বলা হয় ফেডারালিষ্ট ও দ্বিতীয় সম্প্রদায়কে বলা হয় প্রজাতন্ত্রী। এই দুই মতাবলম্বীদের মধ্যেই অত্যন্ত ন্যায়

ও বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি আছেন ; এবং কোন রাজনৈতিক মত পোষণ করার জন্য নীতিবান ও সৎব্যক্তিদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কোনদিনই নষ্ট হয় নি।

(এ্যাবিগেল এ্যাডাম্‌সকে লিখিত পত্র, ১৮০৪ সাল)

অপরের ভিন্ন মত পোষণ করার অধিকার আমি প্রশস্ত হৃদয়ে সহ্য করি, তার জন্য কোন দোষ আরোপ করি না। আমি ভালভাবেই জানি, মানুষের বিচার-বুদ্ধির দুর্বলতা ও অস্থিরতার ফলে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশের দুই দলের, অন্ততঃ তার সৎ মানুষগুলির একই উদ্দেশ্য—জনকল্যাণ ; কিন্তু কি উপায়ে এই জনকল্যাণ সাধিত হবে তাই নিয়ে তাদের মতবিরোধ। একপক্ষ ভয় পায় জনসাধারণের অজ্ঞতাকে, অপর পক্ষ ভয় পায় জনসাধারণ থেকে স্বতন্ত্র শাসকবর্গের স্বার্থপরতাকে। কোনটা ঠিক, সময় এবং অভিজ্ঞতা প্রমাণ করবে। আমরা মনে করি, এক পক্ষের মত অনেকদিন ধরে পরীক্ষিত হয়েছে এবং সেই মত বহুজনের কল্যাণসাধন করেনি ; অপর পক্ষের মত যথেষ্ট ও ভালভাবে পরীক্ষিত হয় নি। আমাদের প্রতিপক্ষ ঠিক এর বিপরীত ভাবেন। যে-মত সমগ্র জাতি সমর্থন করবে, সেই মতেরই প্রাধান্য হবে। এ বিষয়ে আমার যতই উদ্বেগ থাক, সত্য, ন্যায় ও সম্মানজনক উপায় থেকে আমি কখনও বিচ্যুত হবো না, নৈতিক মূল্যের প্রতি আমার শ্রদ্ধা হ্রাস পাবে না এবং কোন বন্ধুর প্রতি আমার পক্ষ থেকে স্নেহ ভালবাসার অভাব হবে না, যদি না সেই বন্ধু প্রথম নিজেকে আমার বন্ধুত্বের বন্ধন থেকে সরিয়ে নেয়।

দুই দলের মৌলিক প্রভেদ

(জন্‌ জনগণকে লিখিত পত্র, ১৮২৩ সাল)

আমাদের গভর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার সময় অনেকে ইউরোপীয় লেখকদের মতবাদ পড়ে ও ইউরোপের কর্মধারা দেখে তাদের রাজনৈতিক মত স্থির করেছেন। তাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, নিছক তত্ত্ব অপেক্ষা প্রাচীন দেশগুলির, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা—যদিও ইংল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা হচ্ছে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিজ্ঞতা - অনুসরণ করা অনেক নিরাপদ। ইউরোপের মতবাদ এই ছিল যে, বহু মানুষ একত্র সংঘবদ্ধ হলে নৈতিক ও শারীরিক বলপ্রয়োগ ভিন্ন শৃঙ্খলা ও ন্যায় বিচারের গণ্ডীর মধ্যে তাদের আবদ্ধ রাখা যায় না এবং এই বল-প্রয়োগের জন্য এমন একটী কর্তৃত্ব দরকার, যা তাদের ইচ্ছাধীন নয়। এই কারণে তারা রাজতন্ত্র, বংশানুক্রমিক অভিজাতশ্রেণী ও যাজক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছে অধিকন্তু তারা জনসাধারণের দুর্বিনীত শক্তিকে দমন করার জন্য তাদের কঠোর

শ্রম, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার মধ্যে রেখে দিয়েছে এবং মৌমাছির সমস্ত মধু নিংড়ে নেওয়ার মত তাদের কষ্টার্জিত আয়ের এত বেশী শোষণ করে নিয়েছে যে দুঃখ ও অভাবের জীবনযাপন করার মত উদ্বৃত্ত সংগতিটুকুর সংস্থান করতেই তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। এই ভাবে জনসাধারণকে শোষণ ক'রে তারা অলস ও জাঁকজমকপূর্ণ সুবিধা ভোগী রাজত্ব কায়েম রেখেছে, যা দেখে জনসাধারণের চোখ ঝল্‌সে যাবে এবং তারা বিনয়-নম্র স্তুতি ও শ্রদ্ধায় উচ্চ শ্রেণীর শাসন মেনে নেবে।

যদিও আমাদের দেশের অল্প কয়েক জনই এতদূর পর্যন্ত ইউরোপীয় ধারা অনুসরণ করতে চেয়েছেন, তবুও অনেকেই অল্প বিস্তর এই ধরণের মত প্রকাশ করেছেন। সংবিধান রচনার জন্য যে বিশেষ সম্মেলন আহূত হয়েছিল, তাতে তারা ক্ষমতার রজ্জু খুব শক্ত করে টানতে চেষ্টা করেছিলেন, নির্বাচকমণ্ডলীর উপর শাসকমণ্ডলীর নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে চেয়েছিলেন, অঙ্গরাজ্যগুলির সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রের সরকারী কর্মচারীদের অধীন করতে চেয়েছিলেন এবং কেন্দ্র ও স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যবস্থাগুলিকে দুর্বল করতে চেয়েছিলেন। সম্মেলনে অধিকাংশ প্রতিনিধি এই ধরণের ভারসাম্য বজায় রাখা, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার, উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর মনে করছিলেন। জাতি তাদের যে ক্ষমতা দেয়নি, কার্যতঃ সেই ক্ষমতালাভ করা এবং যে ক্ষমতা দিয়েছে নিজেদের ইচ্ছামত সেই ক্ষমতার অন্যায় ব্যবহার করাই ফেডারাল পার্টির উদ্দেশ্য।

অপর পক্ষে আমরা রিপাবলিক্যান পার্টির সদস্যরা জনসাধারণের ইচ্ছা ও সম্মেলনের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছে। আমরা বিশ্বাস করছি মানুষ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীব এবং তার অধিকার ও সহজাত ন্যায়বোধ প্রকৃতিদত্ত, সঙ্গত শক্তি প্রয়োগ করেই মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত করা যায় এবং তার অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। এই শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা তারই আস্থা সম্পন্ন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে থাকা উচিত এবং তারই ইচ্ছা অনুযায়ী প্রতিনিধিদের কর্তব্য পালন করা উচিত। আমরা বিশ্বাস করেছি সংঘবদ্ধ মানুষের সুখবিধানের জন্য রাজতন্ত্র অভিজাত শ্রেণী ও যাজক সম্প্রদায়ের যে জটিল সংগঠন তা বিজ্ঞজনোচিত বা শ্রেষ্ঠ উপায় নয়। আমরা বিশ্বাস করেছি জ্ঞান বা সদগুণ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা যায় না। আমরা মনে করেছি শাসনযন্ত্রের জাঁকজমক বজায় রাখতে জনসাধারণের কষ্টার্জিত শ্রমের যে আয়অপব্যয় করা হয়, তা তাদের রক্ষা না করে অসাম্যের সৃষ্টি করে এবং তাদের স্বাধীনতাকে অন্যের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল করে দেয়।

আমরা বিশ্বাস করেছি যখন মানুষ নিরাপদে ও অনাহারে তার পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে পায়, যখন আইন ও শৃঙ্খলা করাই তার স্বার্থের অনুকূল হয়, যখন তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয় ও নিজেদের বিচারবুদ্ধিতে চলতে শেখে, তখন তাদের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা অনেক নির্বিঘ্ন ও সাহজসাধ্য হয়। ইউরোপে মানুষের মন ভ্রান্তিতে পূর্ণ থাকে, অজ্ঞতা দারিদ্র্য ও উৎপীড়নের দ্বারা কলুষিত ও অধঃপতিত হয় ; তাই সেখানে শাসন পরিচালনা তত সহজ যে না। আমাদের নীতি ছিল জনসাধারণকে সাগ্রহে স্বীকার করে নেওয়া, ফেভারাল পার্টির নীতি ছিল জনসাধারণকে ভয় ও অবিশ্বাস করা। কৃষি-জীবী ও শ্রমজীবিদের নিয়ে গঠিত আমাদের পার্টি সহরের অধিবাসীদের নিয়ে গঠিত ফেডারাল পার্টি অপেক্ষা আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে কম আগ্রহশীল ছিল না। সংবিধানের রূপ ও মূলনীতি যথাযথ রক্ষার জন্য আমরা যে প্রয়াস করেছি তা হিতজনক হয়েছে কিনা, আমাদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা, শৃঙ্খলা ও দেশের সমৃদ্ধি তার পরিচয় দেবে।

সংবিধান

(১) ক্ষমতার বিভাজন

(এ্যাডাম্‌স্‌কে লিখিত পত্র, ১৭৮৭ সাল)

শাসন, বিচার ও আইন প্রনয়ণ—এই তিন ভাগে রাষ্ট্রক্ষমতার বন্টন এবং আইন প্রনয়ণের ক্ষমতার আবার দুই বা তিন শাখায় বিভাগ নিশ্চিতরূপে ভাল গভর্ণমেণ্টের প্রাথমিক নীতি। এই নীতি গ্রহণ করে আমরা ভাল কাজ করেছি ; কেননা, একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইংল্যাণ্ডের সংবিধানে ক্ষমতা বিভাগের নীতি যে অনুপাতে গৃহীত হয়েছে, সেই অনুপাতে পূর্বেকার সকল সংবিধান অপেক্ষা এই সংবিধান ভাল হয়েছে। এরপর, ইংল্যাণ্ডের সংবিধানের তুলনায় আমাদের সংবিধান কত উন্নত তা দেখানো সহজ হবে।

(ভার্জিনিয়ার উপর লিখিত নোট)

নির্বাচনের মধ্য দিয়ে স্বেচ্ছাচারী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবে, এর জন্য আমরা সংগ্রাম করি নি ; আমরা এমন একটি গভর্ণমেণ্টের জন্য সংগ্রাম করেছি যা স্বাধীনতার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যে গভর্ণমেণ্টেব ক্ষমতা বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে এমনভাবে বিভক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে যে কোন অঙ্গ তার আইনানুগ সীমা লঙ্ঘন করতে চাইলে, অপরাপর অঙ্গের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হবে।

(ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৭ সাল)

আমি গভর্ণমেণ্টের সংগঠন, আইন প্রনয়ণ, বিচার ও শাসন এই তিনভাগে বিভক্ত করার পক্ষপাতী। আমি আইন প্রনয়ণ বিভাগকে করধার্যের ক্ষমতা দিতে চাই এবং এই কারণে প্রতিনিধিসভা জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হোক, এই নীতি আমি সমর্থন করি। যদিও এইভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি সভা বর্তমান কংগ্রেস অপেক্ষা নিকৃষ্ট হবে এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আইন প্রনয়ণ ও পররাষ্ট্রনীতি নির্বাচনের কাজে কম যোগ্যতাসম্পন্ন হবে, তবুও আমি মনে করি এতে মন্দের চেয়ে ভালই বেশী হবে ; তার কারণ, এর ফলে এই মূলনীতি অলঙ্ঘনীয়ভাবে রক্ষিত হবে যে জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই করধার্য করার অধিকারী।

রাজ্য হিসাবে ভোটদানের পরিবর্তে ব্যক্তি হিসাবে ভোটদানের পদ্ধতি গৃহীত হওয়াতে আমি আনন্দিত এবং আমার মতে কোন বিল নাকচ করার ক্ষমতা

উভয় সভার যে-কোন একটির এক-তৃতীয়াংশ বিরুদ্ধভোটের সমর্থনে শাসন-বিভাগের হাতে থাকা ভাল এবং বিচারবিভাগের মতও যদি এই সঙ্গে গ্রহণ করা হয় বা অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে আরও ভাল হয়। এ সম্পর্কে আরও কয়েকটা ভাল ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, তবে তার গুরুত্ব এত বেশী নয়।

নাগরিক অধিকারের সনদ ঃ সংবিধানের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা

(ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৭ সাল)

নাগরিক অধিকারের সনদটি বাদ দেওয়া আমার মতে ঠিক হয় নি। ধর্ম-মতের স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, স্থায়ী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা, একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণ, দেহমনের আইনের বলে ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা, আন্তর্জাতিক আইন, ভিন্ন দেশীয় আইনে বিচারযোগ্য মামলায় জুরীপ্রথার প্রবর্তন, প্রভৃতি বিষয় কূটতর্কের আশ্রয় গ্রহণ না করে স্পষ্ট-ভাবে লিখিত থাকা উচিত ছিল।

জনসাধারণ এই সনদ দাবী করতে পারে

(ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৭ সাল)

যে জিনিষ অপরের কেড়ে নেওয়ার অধিকার আছে, সে-জিনিষে আমার অধিকার নেই। কংগ্রেস সমস্ত দেওয়ানী মামলায় জুরী দ্বারা বিচারের অধিকার নিয়ে নিতে পারবে। আমি আরও বলি, পৃথিবীর প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের কাছে জনসাধারণ নাগরিক অধিকারের সনদ দাবী করতে পারে ; কোন সৎ গভর্ণমেণ্ট এই দাবী অস্বীকার করতে পারে না বা এর অস্তিত্ব নেহাৎ অনুমানের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না।

দেহমনের আইনের অবাধ অধিকার

(ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৮ সাল)

বিদ্রোহ ও সশস্ত্র বিপ্লবের সময় দেহমনের আইন স্থগিত করা হবে কেন? যাদের এই কারণে গ্রেপ্তার করা হবে তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অপরাধের অভিযোগ এনে বিচার করা হোক ; বিচারক বা তাদের আটক রাখার আদেশ দিতে পারেন। যদি গভর্ণমেণ্ট জননিরাপত্তার খাতিরে কোন ব্যক্তিকে অন্যান্য জরুরী অবস্থায় যতটা প্রয়োজন তদপেক্ষা কম সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর ভিত্তি করে বন্দী করে রাখতেচায়, সেক্ষেত্রে তাকে বিচারের সুযোগ দিতে হবে ; একবার মুক্তি

পেলে প্রয়োজনবোধে আবার তাকে গ্রেপ্তার করে তার বিচার করতে হবে এবং তাকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করলে ক্ষতিপূরণ দিয়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস লক্ষ্য করে দেখুন, খুব অল্প ক্ষেত্রেই দেহমনের আইন স্থগিত করার উপযুক্ত কারণ ছিল। যেসব ক্ষেত্রে রাজদ্রোহের অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে সরাসরি তাদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ এনে বিচার করা উচিত ছিল। যেসব ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে আদৌ এরকম সন্দেহ করা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে লজ্জাজনক ব্যাপার হয়েছে। মাত্র অল্প কয়েকটা ক্ষেত্রে দেহমনের আইন স্থগিত করার ফল ভাল হয়েছিল। কিন্তু এই জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ এখন শাসকশ্রেণীর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং জনসাধারণের মন সর্বদা এই আইনের প্রয়োগ স্থগিত থাকা অবস্থায় বাস করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

ঘোষণাপত্র পরিবর্ধনের প্রস্তাব

(ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৯ সাল)

নাগরিক অধিকারের যে-ঘোষণাপত্র আপনি অনুগ্রহ করে পাঠিয়েছেন, সে সম্বন্ধে আমি কয়েকটা কথা বলবো। এতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা আমার ভালই লাগলো, তবে আমি এর থেকেও আরও অগ্রসর হতে চাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ধরণের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হলে আমি আনন্দিত হবো:

৪ নং ধারা—অপরের জীবন, স্বাধীনতা, সম্পত্তি ও খ্যাতির পক্ষে ক্ষতিকর মিথ্যা সংবাদ বা অন্যান্য দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের হানিকর সংবাদ প্রকাশ ব্যতীত, যে কোন বিষয়ে বক্তৃতা বা লেখনীর দ্বারা মত প্রকাশের অধিকার থেকে জনসাধারণকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না।

৭ নং ধারা—যে কোন বিচারালয়ে বিচারাধীন মামলায় ঘটনা সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্ন জুরীপ্রথায় বিচার করতে হবে, এর ব্যতিক্রম: (১) নৌবিভাগের এক্তিয়ারভুক্ত মামলায় যেখানে কোন বিদেশী জড়িত থাকবে (২) সামরিক আদালতে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর অফিসার বা সৈনিক ও যুদ্ধের সময় রণক্ষেত্রে কর্মরত স্বেচ্ছাসৈনিক অভিযুক্ত হবে ও (৩) সংবিধান অনুযায়ী উচ্চপদস্থ শাসক যখন অভিযুক্ত হবেন, তখন এই ব্যবস্থা প্রযুক্ত হবে না।

৮ নং ধারা—দেহমনের আইনের বলে নির্দেশ দাবী করার ও বিধিসম্মত বিচারকের দ্বারা এই দাবী অস্বীকৃত হওয়ার পর, কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট দিনের বেশী আটক রাখা চলবে না; অথবা, সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীর উপর বন্দীকে সশরীরে হাজির করার নির্দেশ দেওয়ার পর, বিচারে তার মুক্তি বা আটক

রাখার আদেশ না হলে তাকে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে। নির্দেশ-দানের ক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয় থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের চেয়ে বেশী কোন বন্দীকে নির্দিষ্ট ঘণ্টার বেশী রাখা চলবে না বা এক বছরের বেশী এই নির্দেশ স্থগিত রাখা চলবে না বা যে রাজ্যের সে অধিবাসী সেই রাজ্য থেকে নির্দিষ্ট মাইলের বেশী দূরে কোন স্থানে তাকে আটক রাখা চলবে না।

৯ নং ধারা—একমাত্র সাহিত্য ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সমস্ত ব্যক্তির নির্দিষ্ট কয়েক বছরের জন্য একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার থাকতে দেওয়া যেতে পারে, অন্য কোন ক্ষেত্রে নয়।

১০ নং ধারা—কংগ্রেস বেতন ও ভরণ পোষণের যে সর্বশেষ ব্যয় মঞ্জুর করেছেন, তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত সেনাবাহিনীকে স্বতঃই ছত্রভঙ্গ করা হবে এবং যে সমস্ত অফিসার ও সৈনিক যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নয়, তারা বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ ব্যতীত, দেশের কোন সেনাবাহিনীতে যুক্ত থাকতে পারবে না।

আমি মনে করি, এই বিধিনিষেধগুলি এমন সতর্কতার সঙ্গে রচিত হয়েছে যে এতে শুধু অশুভই নিবারিত হবে।

নাগরিক অধিকারের ঘোষণাপত্রের পক্ষে আপনি যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন, তাতে একটা বিষয় আপনি উল্লেখ করেননি। আমার কাছে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। এই বিষয়টি হল বিচারবিভাগের হাতে আইনগত প্রতিষেধক দেবার ক্ষমতা। বিচারবিভাগকে যদি স্বতন্ত্র এবং নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায়, তবে আমাদের বিচারকরা যেরকম বিচক্ষণ ও সৎ, তাতে এই সংস্থার উপর যথেষ্ট পরিমাণে আস্থাসম্পন্ন হওয়া সম্ভব। বস্তুতঃ ওয়াইদ, ব্লেয়ার ও পেড্‌ল্‌টনের মত বিচারক নিয়ে যে সংস্থা গঠিত, তার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা যায়। এই চরিত্রের লোকদের মনের উপর নাগরিকদের অত্যুৎসাহী বিকৃত প্রভাব কোন রেখাপাত করবে না। আমি এই জেনে সুখী যে আপনি এই ধরণের সংশোধনের পক্ষপাতী। মানুষের জীবনে অন্য সমস্ত ভাল জিনিষের মত নাগরিক অধিকারের ঘোষণাপত্রেও সুবিধা-অসুবিধা দুইই থাকবে এবং এর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সাধিত হবে না। তবে এক্ষেত্রে মন্দ অপেক্ষা ভালোর দিকটা অনেক ভারী।

আপনার চিঠিতে আপনি যে সব আপত্তিকর বিষয়ের উল্লেখ করেছেন সংক্ষেপে সেগুলোর উত্তর না দিয়ে পারছি না।

(১) আপনি লিখেছেন—যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষমতা দান করা হয়েছে, তার দ্বারাই জনসাধারণের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে।

উত্তর : সংবিধান সংক্রান্ত আইন রচনার সময় ঘোষণাপত্রের প্রয়োজন নাও

থাকতে পারে ; কেননা, সংবিধানই একটা ঘোষণা এবং আসল বিষয়গুলি যদি এর অন্তর্ভূক্ত থাকে, তবে কিছুরই অভাব রইলো না। সংবিধানের একটা খসড়া রচনা করে ভাজিনিয়ার অধিবেশনে প্রস্তাব করার ইচ্ছা আমার ছিল এবং পরে তা ছাপিয়েও ছিলাম। এতে আমি জনসাধারণের স্বাধীনতা সম্পর্কিত লক্ষ্যগুলি সন্নিবেশ করতে চেষ্টা করেছিলাম, অধিকার সম্পর্কিত কোন ঘোষণাপত্র যোগ করিনি। আমার মনে হয় এই লক্ষ্যগুলি খুব অসম্পূর্ণভাবে লিখিত হয়েছিল এবং আমি ভেবেছিলাম আলোচনার দ্বারা অন্যেরা এই অভাব পূরণ করবেন। কিন্তু সংবিধান সংক্রান্ত আইনে যদি কতকগুলি মূল্যবান ধারা সন্নিবেশিত না হয় এবং অন্যান্য ধারায় অর্থ নিরূপণ করতে জটিলতার সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রে অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র ক্রোড়পত্র হিসাবে সংযোজিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের নতুন যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান সম্পর্কে এই কথা খাটে। এই সংবিধান কতগুলি উদ্দেশ্যে আমাদের এক রাষ্ট্রে পরিণত করেছে এবং এই উদ্দেশ্যগুলি কার্যে পরিণত করার ক্ষমতা আইন প্রনয়ণ বিভাগ ও শাসনবিভাগের উপর অর্পণ করেছে। কাজেই তারা যাতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার না ক'রে, সে সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

(২) আপনি লিখেছেন—কতগুলি মৌলিক অধিকারের প্রত্যক্ষ ঘোষণা সংবিধানের পরিসরের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা যায় নি।

উত্তর : নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। আমরা যদি সমস্ত অধিকার অর্জন করতে না পারি, যতটা সম্ভব তাই যেন অর্জন করি।

(৩) আপনি লিখেছেন—যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও রাজ্য গভর্ণমেণ্টগুলির এই ক্ষমতার প্রতি ঈর্ষা আমাদের যে নিরাপত্তা দিচ্ছে, তা অন্য কোন রাষ্ট্রে নেই।

উত্তর : এই আপত্তির প্রথম অংশটি উপরে বর্ণিত প্রথম আপত্তিরই অনুরূপ। রাজ্য গভর্ণমেণ্টগুলির ঈর্ষা অবশ্যই খুব মূল্যবান ভরসা, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই গভর্ণমেণ্টগুলি এখন পর্যন্ত যন্ত্র মাত্র, নিজ নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে এদেরকে কতগুলি মূলনীতি স্থির করে দিতে হবে, যাদের উপর ভিত্তি করে এরা বাধা দিতে পারে। অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র গৃহীত হলে তার দ্বারা এরা যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টের কার্যকলাপ বিচার করতে পারবে। এই দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টেরও এর প্রয়োজন আছে, এই একই ঘোষণাপত্রের দ্বারা তারাও রাজ্যগভর্ণমেণ্টগুলির বিরোধীতা যাচাই করতে পারবে।

(৪) আপনি লিখেছেন—অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, নাগরিক অধিকারের সনদ ফলপ্রসূ নয়।

উত্তর : সত্য কথা। যদিও সমস্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ ফলদায়ক একথা বলা যায় না, তবুও নাগরিক অধিকারের সনদ সর্বদাই জনসাধারণের পক্ষে শক্তিদায়ক এবং কদাচিৎ নিষ্ফল। যেমন একটা বন্ধনী কম না দিয়ে বেশী দিলে গৃহকে অনেক সময়ই পতনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, এও তেমনি। মানবিক অধিকারের ঘোষণাপত্র থাকা ও না থাকার অসুবিধার মধ্যে একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। ঘোষণাপত্র থাকার অসুবিধা এই যে প্রয়োজনের সময় গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা প্রয়োগে তা বাধাস্বরূপ হতে পারে। কিন্তু এই বাধা অত্যন্ত সাময়িক, পরিমিত ও সংস্কার যোগ্য। ঘোষণাপত্র না থাকার অসুবিধা স্থায়ী, পীড়াদায়ক ও অপূরণীয়। এতে সর্বদাই অবস্থার ক্রম অবনতি ঘটে।

আমাদের রাষ্ট্রে শাসনবিভাগের ক্ষমতাই আমার ঈর্ষার একমাত্র লক্ষ্য নয়, প্রধান লক্ষ্যও নয়; বর্তমানে আইনের অত্যাচারই সবচেয়ে বেশী ভয়ের কারণ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে। শাসনবিভাগের অত্যাচার পরে আসবে এবং সম্ভবতঃ দীর্ঘকাল পরে আসবে। আমি জানি কিছু লোক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা পোষণ করেন, কিন্তু তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং তাদের চরিত্র প্রভাবও কম। যুব-সম্প্রদায় সকলেই প্রজাতন্ত্রী। আমরা রাজতন্ত্রের অধীনে বাস করেছি। যদি কেউ এই পৌত্তলিকতায় এখনও বিশ্বাস রাখে, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমাদের যুবকেরা প্রজাতান্ত্রিক মতবাদে শিক্ষিত হয়েছে। এই মতবাদ ত্যাগ ক'রে রাজতন্ত্রী হওয়া অভূতপূর্ব ও অসম্ভব।

কিভাবে সংবিধানের উৎকর্ষ সাধন করা যায়

(ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৭ সাল)

এই সংবিধানে সমস্ত ভাল জিনিষ অন্তর্ভুক্ত করার ও মন্দ জিনিষ বর্জন করার শ্রেষ্ঠ উপায় কি, তা স্থির করার যোগ্যতা আমি দাবী করি না। ভবিষ্যতে সংশোধনের আশায় এই সংবিধান গ্রহণ করা ঠিক, না জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার পর এর ভালমন্দ বিচার ক'রে, তারা যেগুলি অনুমোদন করবে ও যেগুলি অপছন্দ করবে জেনে তাদের বলা ঠিক, যে "আপনারা যা চাইবেন তাই হবে; আপনারা যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টকে এই এই ক্ষমতা দিতে চান এবং মৌলিক অধিকার হিসাবে এই এই ক্ষমতা রাখতে চান, তাতে যদি আক্ষেপের কারণ দূর হয়, তবে তাই হবে। আপনাদের প্রতিনিধিদের সম্মেলন আবার অনুষ্ঠিত হোক, তাঁরা পবিত্র ঘোষণার দ্বারা আপনাদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করুন এবং সংবিধানের যে অংশ আপনারা অনুমোদন করেছেন সেগুলি গ্রহণ করুন। এর

ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টের হাতে যে ক্ষমতা আসবে তাতে আপনারা সুখী হতে পারবেন।"

এইভাবে জনসাধারণের উপর বিচারের ভার ছিল সম্ভবতঃ দ্রুত, পূর্ণাঙ্গ, এবং স্থায়ী সংবিধান আমরা রচনা করতে পারবো। যে অবস্থাই হোক না কেন, যদি এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তবে আমি আশা করি আপনারা নতুন নতুন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হবেন। যারা সাধারণতন্ত্র চায় তাদের নিরুৎসাহ হলে চলবে না।

(ষ্টুয়ার্টকে লিখিত পত্র, ১৭৯১ সাল)

অল্প পরিমাণে স্বাধীনতার চেয়ে বেশী পরিমাণে স্বাধীনতার যে অসুবিধা তা ভোগ করতে আমি রাজী আছি। এই কারণে রাজ্য গভর্ণমেণ্টগুলিকে শক্তিশালী করার গুরুত্ব আমার কাছে বেশী। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান পরিবর্তন ক'রে এটা করা যেহেতু সম্ভব নয়, সেইহেতু রাজ্যগুলিকেই এই ব্যবস্থা করতে হবে; তাদেরই এমন সংবিধানগত বাধার সৃষ্টি করতে হবে, যা তারা নিজেরা বা যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট অতিক্রম করতে পারবে না। যে একমাত্র সার্থক বাধা সৃষ্টির ক্ষমতা এদের হয়ত আছে, সেটি হল বিচক্ষণ গভর্ণমেণ্ট তৈরী করা। দুর্বল রাজ্য গভর্ণমেণ্ট ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় টিকতে পারে না। আমার মতে সার্থক গভর্ণমেণ্ট লাভ করতে হলে এই পরিবর্তনগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়: আইনসভার মেয়াদ বৃদ্ধি করে, প্রতিনিধি সংখ্যা হ্রাস করে, সমানুপাতিক হারে নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে এই প্রতিনিধিদের ভাগ করে দিয়ে সুষ্ঠু আইনসভা তৈরী করা হোক। সেনেটরদের নির্বাচনে আরও ভাল পদ্ধতি গ্রহণ করা হোক। যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ করে ও আইনসভা থেকে স্বতন্ত্র করে শাসনবিভাগকে কার্যকরী করা হোক; প্রেসিডেণ্ট দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ব্যাপক নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হোন, পুনর্নির্বাচিত হওয়ার অধিকার তার থাকবে না। স্বাধীন গভর্ণমেণ্টে দায়িত্ববোধ পরিচালন-শক্তির দ্যোতক। শাসন পরিষদের আশ্রয় না নিয়ে তিনি তাঁর পদের সমস্ত গুরুভার অনুভব করুন। আমাদের অভিজ্ঞতা এই ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করেছে। চাকুরীর মেয়াদের স্থায়ীত্বে, উপযুক্ত বেতন ও বিচারকদের সংখ্যা হ্রাস, প্রভৃতি সমস্ত সম্ভাব্য উপায় গ্রহণ করে বিচার বিভাগের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হোক। উচ্চ শিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি প্রত্যেক দেশে খুব অল্পই আছেন। অযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করে যোগ্যব্যক্তিদের কার্যক্ষমতা যেন ক্ষুন্ন করা না হয়। বিচারবিভাগ যেহেতু যুক্তিতর্কের শেষ আবেদনস্থল, বিচারকদের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিরোধের মীমাংসা করতে হবে, একথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। সংবিধানের সংশোধন সম্পর্কে সাধারণ

ভাবে আমার এই মত, লক্ষ্য ঠিক রেখে উপায় সম্বন্ধে আমি অবশ্য নমনীয় মনোভাব অবলম্বন করতে ও আপোষ করতেও পারি।

রাজ্য গভর্ণমেণ্টের অধিকার চমৎকার ভারসাম্য

(পি, ফিট্জ্ হিউকে লিখিত পত্র, ১৭৯৮ সাল)

রাজ্য গভর্ণমেণ্টগুলি অবহেলিত থাকা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ও সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে ঠিক নয় বলে আমি মনে করি। আমি সাহসের সঙ্গে বলতে পারি যে সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। সূর্যের চতুর্দিকে যেমন গ্রহগুলি আবর্তিত হয় ও পরস্পরের দূরত্ব রেখে একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যেও সেইরকম চমৎকার ভারসাম্য সৃষ্টি হবে। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের সংবিধান রচিত হয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি আর কোথাও রাষ্ট্র ব্যবস্থা এই পূর্ণতা লাভ করেনি। সুতরাং বিজ্ঞ রাজনীতিকরা প্রতিটি অংশের ভার ও প্রভাব ঠিকমত রক্ষার চেষ্টা করবেন; কেননা, এর যে-কোন অংশ বেশী শক্তিশালী হলে সামগ্রিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে।

রাজ্য গভর্ণমেণ্টগুলি আমাদের স্বাধীনতার প্রাচীর

(অ ত্রেসীকে লিখিত পত্র, ১৮১১ সাল)

রাজ্য গবর্ণমেণ্টগুলি আমাদের দেশে স্বাধীনতার সত্যকার প্রাচীর। মানুষ যতখানি সংরক্ষণ শক্তির পরিকল্পনা করতে পারে, আমাদের বিপ্লব এবং বর্তমান রাষ্ট্র তা আমাদের দিয়েছে। পররাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়ে ১৭টি বিভিন্ন রাজ্য এক হয়েছে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার দিক থেকে তারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন। প্রত্যেক রাজ্যেরই নিজস্ব আইনসভা আছে, জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত গভর্ণর শাসনকার্য পরিচালনা করেন, স্বাধীন সংবাদপত্র জনসাধারণকে জ্ঞানের আলোক দিচ্ছে। কাজেই কোন একজন লোক যতই কৌশলী হোক, অন্যায়ভাবে ক্ষমতা হস্তগত করলে কেউই তা স্বীকার করে নেবে না; সমস্ত শক্তি দিয়েও সে জনসাধারণকে তার অনুগত করতে পারবে না। যদি কোন একটি রাজ্যে এই অবস্থা ঘটে তবে সেই রাজ্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু দু'হাজার মাইল পরিব্যাপ্ত দেশের বাকী অংশে জনসাধারণ মাথা তুলে দাঁড়াবে, তাদের বিধিসঙ্গত আইনসভায় এই নিয়ে আলোচনা চলবে, দেশরক্ষীবাহিনীর নিয়মতান্ত্রিক সেনাপতি রাজ্যের গভর্ণর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তৈরী

হবেন, অর্থাৎ অস্ত্র ধারণে সক্ষম প্রতিটি নাগরিক প্রজাতন্ত্রী গভর্ণমেন্টরক্ষার জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত হবে।

সংগ্রাম ছাড়াই ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রী গভর্ণমেন্টের পতন হয়েছিল : তার কারণ, 'রাষ্ট্র এক ও অবিভাজ্য' এই মতাবলম্বী দলের প্রাধান্য ছিল। কোন প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের অস্তিত্ব ছিলনা, যার আইনানুগ ক্ষমতার অধীনে জনসাধারণ সমবেত হতে পারে, ডাইরেক্টরীর পদগুলি ছিল শূন্য, এই অবস্থায় অল্প শক্তি নিয়ে এক জন ক্ষমতাবান ব্যক্তি জনসাধারণের প্রতিনিধিদের আইনসভা থেকে বিতারিত ক'রে 'জাতির নেতা' হিসাবে অভিবাদন আদায় করতে পেরেছে। কিন্তু আমাদের দেশে তা সম্ভব হবে না। ১৭টি রাজ্যের মধ্যে ১৬টি রাজ্যের জনসাধারণ, কংগ্রেসে বা কংগ্রেসের অধিবেশন সম্ভব না হলে বিশেষ সম্মেলনে মিলিত হয়ে উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা স্থির করে নেবে এবং আইনসঙ্গত সেনাপতির অধীনে নিয়মিত সংগঠন শক্তির জোরে এমন বাধার সৃষ্টি করবে যে ক্ষমতালোভীর আত্মপ্রতিষ্ঠার উচ্চাকাঙ্খা প্রথম প্রয়াসেই চিরতরে শেষ হয়ে যাবে।

রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট সমান অংশীদার

(অজ্ঞাত ব্যক্তিকে লিখিত, ১৮২১ সাল)

এটা অনুমান করা মারাত্মক ভুল যে রাজ্যগভর্ণমেণ্টগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট অপেক্ষা বা যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট রাজ্য গভর্ণমেণ্টগুলি অপেক্ষা বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন। সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছে জনসাধারণ, তারা গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা পররাষ্ট্র বিষয়ক ও আভ্যন্তরীণ-এই দুই নির্দিষ্ট বিভাগে ভাগ করেছে এবং দুই বিভাগের প্রত্যেকটির জন্য নিদিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়োগ করেছে। প্রত্যেক রাজ্য গভর্ণমেণ্টের তিনটি বিভাগের মত এই দুই বিভাগ পরস্পরকে যথাযথ সীমার মধ্যে রেখে সামঞ্জস্য বিধান করছে ও দুই-এর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে। উভয়েই নিজ নিজ বিষয়ে সমান ক্ষমতাসম্পন্ন এবং কারোরই চূড়ান্তভাবে স্থির করার অধিকার নেই যে তার বা তার অংশীদার গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা কি। তারা পরস্পর স্বতন্ত্র হলেও একে অপররের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ না করে বা ক্ষমতা হস্তগত না ক'রে সহিষ্ণুতা ও বোঝাপড়ার মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করবে। প্রত্যেকে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে নিজস্ব সীমারেখা অতিক্রম করবে না, বা সামনে বাধা সৃষ্টি করে অপরের চলার পথ বন্ধ করবে না। আমাদের সংবিধানের এই হিতজনক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এই যে, এই দুই স্তরের কর্ম্মকর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হলে তারা কেউই এর মীমাংসা করবে না ; তাদের নিয়োগকর্তা জনসাধারণের প্রতি-

নিধিরা বিশেষ সম্মেলনে মিলিত হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে এর মীমাংসা করবে। এই ব্যবস্থা শক্তিমানের আইন বা কামানের গোলার মুখে বিরোধ নিষ্পত্তির চেয়ে বেশী যুক্তিসঙ্গত।

যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অন্যায়ভাবে ক্ষমতা হস্তগত করার চেষ্টায় রাজ্য গভর্ণমেণ্টগুলিকে বাধা দিতে হবে

(ডব্লিউ. বি, গাইল্‌স্‌কে লিখিত পত্র, ১৮২৫ সাল)

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি আমাদের গভর্ণমেণ্টের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশ রাজ্য গভর্ণমেণ্টগুলির জন্য সংরক্ষিত ক্ষমতা অন্যায়ভাবে দখল করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত ক্ষমতা সংহত করছে। সংবিধানের যে ব্যাখ্যা করে তারা এই কাজ করছে তা যদি বিধিসম্মত হয় তবে তাদের ক্ষমতার কোন সীমা থাকবে না। এটা খুব পরিষ্কার যে যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টের তিনটি বিভাগই একযোগে তাদের সহযোগীদের অর্থাৎ রাজ্য গভর্ণমেণ্টগুলির সংরক্ষিত ক্ষমতা একে একে হরণ করেছে।

ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার যে ক্ষমতা তাদের হাতে আছে, সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট কৃষি ও শিল্পের উপরও অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগ করছে এবং নিয়ন্ত্রণের নামে, একটির মন্দা অবস্থা সত্বেও তার অর্জিত আয় অন্যটির সমৃদ্ধ অবস্থায় তার পকেটে ঢালছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য রাস্তা তৈরী করার ক্ষমতা পেয়ে, তারা পথ নির্মাণের জন্য পাহাড় কাটার, খাল খননের ক্ষমতা দাবী করছে, এবং জনহিতকর কাজ করার অধিকার পেয়ে তারা ভাষার কারচুপি করে এই সংজ্ঞায় তালিকাভুক্ত কাজের অতিরিক্ত যা মনে করছে তাই করে যাওয়ার ক্ষমতা চাইছে।

এই অবস্থায় সংবিধান মানিয়ে চলার কি উপায় আমাদের হাতে আছে? যুক্তি ও আলোচনা? কার সঙ্গে করবেন? ওদের সঙ্গে যুক্তিতর্ক দিয়ে আলোচনা করাও যা ওদের চারদিকে যে প্রস্তরস্তম্ভ রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে আলোচনা করাও একই কথা। আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ক্ষমতা হস্তগত করার কাজে একতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে; কেউ যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা সম্পর্কে ভুল মতের বশবর্তী হয়ে, কেউ দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে, এরা সংখ্যাধিক্যের জোরে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিনিধিদের মাত্র এক ভোট, দুই ভোট বা তিন ভোটে হারিয়ে দিয়ে স্পর্দ্ধাভরে সংবিধান উপেক্ষা করে চলেছে।

কার্যতঃ ক্ষমতা হরণের প্রতিটি ক্ষেত্র সম্বন্ধে রাজ্য গভর্ণমেন্টগুলিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে ; যখনই এই ব্যাপার ঘটবে তখনই তীব্র ভাষায় এর নিন্দা করতে হবে এবং প্রত্যেকটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। বর্তমানে কোন অন্যায় যদি আমাদের মেনে নিতেও হয়, তবে যেন তা যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধিকারের স্বীকৃতি বা নজীর হিসাবে বিবেচিত না হয়। আমরা সাময়িক ভাবে কম-মন্দ হিসাবে এগুলি ততদিন পর্যন্ত মেনে নেবো, যতদিন পর্যন্ত এই মন্দগুলি জমে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মন্দের চেয়ে বেশী ভারী না হচ্ছে। এর থেকেও আমি বেশীদূর অগ্রসর হবো। আমি সংবিধানের নিয়মিত সংশোধন করে যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টকে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য রাস্তা তৈরী ও খাল খনন করবার অধিকার দেবো। কিন্তু তার সর্ত হবে এই যে, কংগ্রেসে পরস্পরের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হবে না, ঘোষণা করা হবে যে প্রত্যেক রাজ্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট যে বরাদ্দ করবে, সেই অর্থ সেই রাজ্যের মধ্যে অথবা তার সম্মতিক্রমে অন্যত্র ব্যয় করা হবে এবং এর প্রয়োজনীয় সীমা বেঁধে দেওয়া হবে। আমার মনে হয় এই ব্যবস্থাই বর্তমানে সবচেয়ে ভাল ও নিরাপদ।

প্রেসিডেণ্টের পদ ঃ স্বেচ্ছাতন্ত্র পরিহারের পথ

(ভার্জিনিয়ার উপর লিখিত নোট)

অতলান্তিক মহাসাগরের উভয় দিকের অর্থাৎ ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষদের প্রকৃতির মধ্যে কোন প্রভেদ নেই এবং উভয়েই একই কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। স্বেচ্ছাচার ও দুর্নীতি আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করার আগেই এর উপর সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করা দরকার। নেকড়ে বাঘ ঘরে প্রবেশ করার পর তার নখদন্ত তুলে নেওয়া হবে, এই ভরসায় না থেকে তাকে বাড়ীর বাইরে রাখাই ভাল।

প্রেসিডেণ্ট স্বেচ্ছাচারী হওয়ার বিপদ

(ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৭ সাল)

শাসন কর্তৃপক্ষের, বিশেষ করে প্রেসিডেণ্টের ক্ষেত্রে, বার বার একই পদে নিযুক্ত হওয়ার রীতি আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। অতীতের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি দেশের প্রধান শাসনকর্তা যদি পুনর্নির্বাচিত হন, হবার অধিকার থাকে তবে তিনি সর্বদাই তাহলে পুনর্নির্বাচিত হন। এর পর তিনি সারাজীবনই

প্রধান শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। কয়েকটি দেশে এর ফল এমন সুদূর-প্রসারী হয় যে রাষ্ট্রপ্রধান যাদের বন্ধুস্থানীয়, তারা তার সমর্থনে এবং যাদের শত্রু তারা তার বিরোধীতায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এবং প্রয়োজন হলে অস্ত্র ধারণ করে। ফরাসী-আমেরিকান বা ইংরাজ-আমেরিকান যদি প্রেসিডেন্ট পদ-প্রার্থী হয় তবে ফরাসী বা ইংরাজ জাতি তাকে সমর্থন করবে। একবার নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় নির্বাচনে এক বা দুই ভোটে পরাজিত হন, তিনি জাল ভোটের আশ্রয় গ্রহণ করবেন, অসদুপায় অবলম্বন করে ক্ষমতা দখল করে থাকবেন ; যে-সব রাজ্যের ভোট তিনি পেয়েছেন তারা দেশের মধ্য-বর্তী অঞ্চলের হলে, একজোটে তাকে সমর্থন করবে, বিরোধীপক্ষ আলাদা হয়ে পড়বে এবং দুইপক্ষের সমর্থনে ইউরোপের দুই জাতি এগিয়ে আসবে। ভবিষ্যতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ইউরোপের কয়েকটি দেশের পক্ষে যথেষ্ট আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। পোল্যাণ্ডের রাজার নির্ব্বাচন এর তুলনায় তুচ্ছ ব্যাপার মনে হবে। অতীত ও আধুনিক ইতিহাসে নির্বাচনযোগ্য রাজতন্ত্রের দৃষ্টান্তগুলি চিন্তা করে দেখলে বুঝবেন, আমার এই ভয়ের ভিত্তি আছে কিনা। রোম্যান সম্রাটের নির্বাচন, পোপদের নির্বাচন (অবশ্য যতদিন পর্যন্ত এই পদের গুরুত্ব ছিল) কার্যতঃ বংশানুক্রমিক হওয়ার আগে জার্মান সম্রাটদের নির্বাচন, পোল্যাণ্ডের রাজার নির্বাচন এবং অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ দেশগুলির বে-দের নির্বাচন এই সাক্ষ্যই দেবে। কেউ কেউ বলতে পারেন নির্বাচনের ব্যাপারে যদি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তবে বার বার নির্বাচন না হওয়াই ভাল। কিন্তু অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা দেয় যে, বিশৃঙ্খলা থেকে রেহাই পেতে হলে বার বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়াই ভাল, তাতে আগ্রহ কমে যাবে। যে ব্যক্তিকে অল্প-কাল পরেই বিদায় নিতে হবে, তাকে নির্বাচন করার জন্য দেশীয় দল বা কোন বৈদেশিক শক্তি বৃথা রক্তপাত বা অর্থব্যয় করবে না।

এক ব্যক্তির বার বার প্রেসিডেন্ট পদে নির্ব্বাচিত হওয়ার আশঙ্কা

(জর্জ ওয়াশিংটনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৮ সাল)

দুটি জিনিষের আমি অত্যন্ত বিরোধী। এক : নাগরিক সম্পর্কিত অধিকার ঘোষণাপত্রের অভাব ; আমি আশা করি ভার্জিনিয়ার প্রতিনিধিদের বিরোধীতার ফলেএই ত্রুটির সংশোধন হবে এবং এরূপ একটি ঘোষণাপত্র সংবিধানে স্থান পাবে। দুই : প্রেসিডেন্ট পদে বার বার নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা। আমার আশঙ্কা এর ফলে প্রেসিডেন্টের পদ প্রথমে সারাজীবনের জন্য এবং পরে

বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়াবে। ইউরোপে আসার আগে আমি রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিলাম, ইউরোপে এসে রাজাদের দেখে দশ হাজার গুণ বেশী রাজতন্ত্র বিরোধী হয়েছি। এইসব দেশে খুব অল্পই অনিষ্টকর জিনিষ আছে, যার সূত্রপাত রাজারা করেনি এবং যতটুকু ভাল জিনিষ আছে তা সম্ভব হয়েছে প্রজাতন্ত্রের সামান্য যেটুকু আভাস সেসব দেশে আছে, তার জন্য। আমি নির্ভয়ে বলতে পারি যে, ইউরোপে এমন একজনও রাজা নেই, যাকে আমেরিকার কোন যাজক-পল্লীর অধিবাসীরা যাজক-সভায় নির্বাচিত হওয়ার গুণ বা প্রতিভা আছে বলে মনে করবে।

জর্জ ওয়াশিংটনকে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার জন্য অনুরোধ

(ওয়াশিংটনকে লিখিত পত্র, ১৭৯২ সাল)

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের আস্থা আপনার প্রতি কেন্দ্রীভূত। আপনি যদি রাষ্ট্রের হাল ধরেন, তাহলে যে-কোন অঞ্চলের জনসাধারণকে সন্ত্রস্ত ক'রে হিংসার পথে ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার দিকে পরিচালিত করার সমস্ত যুক্তির যোগ্য উত্তর হবে। আপনার উপর ভরসা করে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি একত্র থাকবে। বহু প্রতিনিধিদলের সংশোধনী প্রস্তাব যদি কার্যকরী নাও হয়, আপনার উপস্থিতি রাজ্যগুলির ঐক্য ও শান্তি বজায় রেখে অন্য পথে চেষ্টা করার অবসর দেবে।

প্রেসিডেন্টের পদ আপনার মনের উপর কতখানি পীড়াদায়ক ও পারিবারিক জীবনযাপনের আকাঙ্খা আপনার কত বেশী, সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু কখনও কখনও উন্নত চরিত্রের মানুষের উপর সমাজের এমন একটি বিশেষ দাবী থাকে যার জন্য তার ব্যক্তিগত জীবনের সুখকর দিকের প্রতি আকাঙ্খা দমন করতে হয় এবং সেই কাজেই তাকে রত থাকতে হয়, যার উপর মানবজাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মঙ্গল নির্ভর করে। আমার মনে হয় আপনার অবস্থাও তাই এবং এইভাবে আপনার চরিত্র গঠন ক'রে ও যে ঘটনাবলীর উপর আপনার চরিত্র ক্রিয়া করলে সেগুলোকে এইভাবে ঘটিয়ে তুলে, ভগবান এই বিধিই আপনার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এই ধরনের কথা চিন্তা করে পরিবর্তিত অবস্থার কারণ দেখিয়ে আমি আপনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য আবেদন করছি। আমার নিজের বা অন্য কারোর ব্যক্তিগত দুশ্চিন্তার বশবর্তী হয়ে আপনাকে স্বার্থত্যাগ করতে আহ্বান জানাবার অধিকার আমাদের কারও নেই।

প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক মত

(জে, মেলিশকে লিখিত পত্র, ১৮১৩ সাল)

জর্জ ওয়াশিংটন ফেডারালিষ্টদের নীতি পোষণ করতেন না। তিনি ইংরাজ-আমেরিকান, রাজতন্ত্রী বা বিচ্ছেদপন্থী নন। জনসাধারণ যতটা স্বায়ত্বশাসনের অধিকার ব্যবহার করার যোগ্য, তিনি আন্তরিকভাবে তাদের ততটা অধিকার দিতে চেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আমার একমাত্র মতবিরোধ এই যে, জনসাধারণের সততা ও বিচারবুদ্ধির উপর তাঁর চেয়ে আমার আস্থা বেশী এবং জনসাধারণের হাতে গভর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রণের যতটা ক্ষমতা দিয়ে নির্ভয়ে ভরসা করা যায় বলে আমি মনে করি, তিনি ততটা করেন না। তিনি হাজার বার আমার কাছে তার দৃঢ়মত ব্যক্ত করেছেন যে, বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভালভাবে পরিচালনা করে দেখা হোক, এর সমর্থনে তিনি তাঁর জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দান করতে রাজী আছেন।

প্রেসিডেণ্ট পদের মেয়াদ কি হওয়া উচিত

(জন টেলারকে লিখিত পত্র, ১৮০৫ সাল)

প্রেসিডেণ্টের পদ ৭ বছরের মত দীর্ঘ সময় অপরিবর্তনীয় থাকা উচিত নয়, এটা আমি বুঝেছি। কোন ব্যক্তি এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে মন্দ কাজ করতে থাকলে তাকে মধ্য পথে সরিয়ে দেওয়ার শান্তিপূর্ণ উপায় থাকা প্রয়োজন। অভিজ্ঞতার ফলে এই ব্যবস্থা আমি ঠিক বলে মনে করি যে, প্রেসিডেণ্টের পদ ৮ বছরের জন্য হলেও, প্রথম ৪ বছর শেষ হওয়ার পর তাকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা নির্বাচকমণ্ডলীর থাকবে। এই নীতি অনুসরণ করে আমি দ্বিতীয় বারের শেষে আর প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছি। দীর্ঘ সময় প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকার বিপদ এই যে, মনের সজীবতা নষ্ট হওয়ার পরও জনসাধারণের প্রশ্রয় ও অনুরাগ সেই ব্যক্তিকে তাঁর আসনে বহাল রেখে দেবে। বার বার নির্বাচিত হওয়ার ইচ্ছা তখন অভ্যাসে পরিণত হবে ; এর পর সারাজীবনের জন্য প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হওয়ার রীতি প্রবর্তিত হবে। ৮ বছর প্রেসিডেণ্ট থাকার পর জেনারাল ওয়াশিংটন স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবো এবং এই ধরণের আরও কয়েকটি নজীর স্থাপিত হলে অভ্যাসবসে কেউ প্রেসিডেণ্ট পদের মেয়াদ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করলে তিনি বাধা পাবেন।

শাসনকর্তৃত্ব বহুর পরিবর্তে একজনের উপর থাকার সুবিধা

(স্থ ত্রেসীকে লিখিত পত্র ; ১৮১১ সাল)

যখন আমাদের বর্তমান গভর্ণমেন্ট স্থাপিত হয় তখন আমাদের একটি সর্বোচ্চ শাসন পরিষদ গঠনের দিকে প্রচুর ঝোঁক ছিল। এই সময় ফ্রান্সে এই ধরণের গভর্ণমেণ্টের পরীক্ষা চলছিল, আর আমাদের দেশে একজনের উপর শাসন-কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। আমরা দুই ধরণের পরীক্ষার ফল লক্ষ্য করছিলাম এবং এই দুই-এর মধ্যে নির্বাচনের গুরুত্ব অনুযায়ী আমাদের আগ্রহ ও উদ্বেগ ছিল। ডাইরেক্টরীর সদস্যদের মধ্যে ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বের ফলে ফ্রান্সের পরীক্ষা অল্প দিনের মধ্যেই ব্যর্থ হলো ; যেখানে সবাই ক্ষমতায় সমান এবং মতবৈষম্যের মীমাংসার জন্য কোন একজনের প্রাধান্য নেই, সেখানে এই পরিণতি ঘটবেই। ১৭৮৪ সালে আমরা এই ধরণের পরীক্ষা করেছিলাম ; কংগ্রেসের অধিবেশন যে সময় বন্ধ, সেই সময় শাসনবিভাগের কাজ পরিচালনার জন্য তখন ১৩টি রাজ্য থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে 'রাজ্যসমূহের কমিটি' স্থাপন করা হয়েছিল। সদস্যদের মধ্যে অতিশীঘ্র এমন তীব্র মতভেদ দেখা দিল যে শেষ পর্যন্ত কোন বিষয়ে সহযোগীতা অসম্ভব হয়ে পড়লো ; কমিটির অস্তিত্ব লোপ করে দেওয়া হলো এবং কংগ্রেসের পরবর্তী শীতকালীন অধিবেশন সুরু না হওয়া পর্যন্ত দেশে শাসনবিভাগের কর্ণধার কেউ রইল না। এরূপ ঘটার কারণ হিসাবে দুই বা তিন ব্যক্তির মেজাজের উপর দোষারোপ করা হলো ; কিন্তু বিজ্ঞেরা বললেন, মনুষ্য প্রকৃতিই এর জন্য দায়ী।

এই একই কারণে ফ্রান্সের ডাইরেক্টরীর ব্যর্থতা থেকে এই বিশ্বাস হওয়া স্বাভাবিক যে, বহুর হাতে শাসনকর্তৃত্ব থাকা তত্ত্ব হিসাবে যতই ভাল মনে হোক, সাধারণতঃ মানুষের যে মেজাজ তাতে এই ব্যবস্থা অসম্ভব। গত ২২ বছরের ইতিহাসে পৃথিবীতে যে ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেল, সেই সময় আমাদের দেশে একক শাসনকর্তৃত্বের অধীনে শান্ত ও ধীরগতিতে শাসনকার্য পরিচালিত হওয়ায় সঙ্গত-ভাবে এই আশা আমরা করতে পারি যে, শেষ পর্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হলো।

মন্ত্রীসভার সদস্যদের পরামর্শে জ্ঞান ও তথ্য লাভ করে প্রেসিডেণ্ট তাঁদের মতামত নিজে বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যার ফলে গভর্ণমেণ্টের সমস্ত শাখার পরিচালন ব্যবস্থায় ও কাজে একটা ঐক্যের সুর বাঁধা হয়ে যায়।

এইভাবে শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতা একজনের হাতে থাকার উৎকর্ষ

ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম প্রেসিডেন্টের আমলে তার মন্ত্রীসভার ৪ জন সদস্য রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের বিরোধের মত একটি তীব্র নীতিগত বিরোধে সমান ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। মন্ত্রীসভা যদি ডাইরেক্টরী হতো, তবে বীজগণিতের ধনাত্মক ও ধনাত্মক রাশির মত দুই বিরোধীমতের চাপে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতো। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ধীরভাবে প্রত্যেকের মত ও যুক্তি শুনলেন, কোন্ পথে চলবেন স্থির করে নিলেন এবং উত্তেজনার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে ঠিকভাবে গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা করলেন। জনসাধারণ মন্ত্রীসভার মধ্যে মত-বিরোধের কথা ভালভাবেই জানতো, কিন্তু তারা এতে মোটেই অস্বস্তিবোধ করেনি ; তার কারণ, তারা এও জানতো যে একজনের উপর তারা নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা দিয়েছে, যে শাসনযন্ত্র ঠিকমত চালু রাখবে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিয়েই আমি এই প্রসঙ্গ আলোচনা করছি ; আমি এই ব্যবস্থার অংশীদার ছিলাম।

৮ বছর ব্যাপী তৃতীয় প্রেসিডেন্টের শাসনকালে (জেফারসন নিজে এই সময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন—সম্পাদক) ছয়জনের মন্ত্রীসভায় যে ঐক্যমত ছিল, ইতিহাসে সম্ভবতঃ তার তুলনা নেই। এই দীর্ঘ সময়ে সদস্যদের মধ্যে কোন অপ্রীতিকর ভাবনা বা কথাবার্ত্তার ঘটনা ঘটে নি। আমরা কোন কোন সময় মতবৈষম্যের মধ্যে মিলিত হয়েছি, কিন্তু কখনও এমন ঘটেনি যে আলোচনা ও যুক্তি প্রদর্শনের দ্বারা পরস্পরের চিন্তাধারাকে সংশোধিত ক'রে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। যদিও সদস্যেরা সকলেই যোগ্য ও বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন, তবুও তাদের প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ও সম-ক্ষমতার অধিকারী হলে ঐক্যমত হতো কিনা, এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই। বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার সীমা নির্দিষ্ট না থাকা, প্রথমে সামান্য আকারে পারস্পরিক ঈর্ষা, পরে বিভিন্ন ব্যাপারে এই ঈর্ষার পুষ্টি সাধন, মন্ত্রীসভার বাইরে মতলববাজ লোকদের অপরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ষড়যন্ত্র—এই সমস্ত দোষ অল্প থেকে সুরু করে দীর্ঘস্থায়ী বিবাদে পরিণত হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্টের হাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকার ফলে, অন্তর্দ্বন্দ্ব উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে পড়ে এবং বাইরের ষড়যন্ত্র অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় ; কেন না যাদের আগুন লাগাবার ক্ষমতা আছে, তারা জানে যে যতই বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেওয়া হোক, শাসন-ক্ষমতার ধারা পরিবর্তিত হবে না।

শাসন পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করার ফলে একক শাসন কর্তৃত্বের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব জন্মেছে, এ সম্বন্ধে আমি অবহিত নই। আমি প্রধান এবং অ-প্রধান-উভয় ভূমিকায়ই অংশ গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমার ইচ্ছা কি, যদি আমি তা জেনে থাকি, তবে আমি বলবো যে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারলেই আমি

খুসী হতাম। আমি ধারণা করতে পারি না, কি করে একজন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অপরের উপর ক্ষমতা জাহির করে সুখী হতে পারে।

প্রতিভাবান অথচ আদর্শহীন কোন ব্যক্তি যদি একক শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে, তবে সে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করে বংশানুক্রমিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার রীতি প্রবর্ত্তন করতে পারে। একজনের উপর সাময়িকভাবে ন্যস্ত ক্ষমতা পরিণামে চিরস্থায়ী হওয়ার দৃষ্টান্ত যেমন আছে, তেমনি বহুজনের শাসনকর্তৃত্বেও একজনের অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়। সুতরাং আমি বিশ্বাস করি না বহুজনের শাসনকর্তৃত্বের ক্ষেত্রে এই বিপদ কিছু কম ; বরং আমার মনে হয় এই বিপদ আরও বেশী, তার কারণ বহুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধের ফলে কর্মকুশলতার অভাব ঘটে।

বিচার বিভাগ ঃ স্বাধীন ও ন্যায়পরায়ণ বিচার বিভাগের প্রয়োজন

(জি, ওরাইদকে লিখিত পত্র, ১৭৭৬ সাল)

ন্যায়পরায়ণ ও কর্মকুশল বিচার ব্যবস্থার উপর গভর্ণমেন্টের সমস্ত বিভাগের মর্যাদা ও স্থায়িত্ব জনসাধারণের ন্যায়-অন্যায়বোধ ও সমাজের মঙ্গল এত বেশী নির্ভর করে, যে-কারণে বিচারবিভাগের ক্ষমতা শাসনবিভাগ ও আইন প্রণয়ন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং এই উভয় থেকেই নিরপেক্ষ হওয়া উচিত ; এর ফলে বিচারবিভাগ অপর দুই বিভাগের প্রতিবন্ধ হতে পারবে এবং অপর দুই বিভাগ বিচারবিভাগের প্রতিবন্ধ হতে পারবে। এইজন্য বিচারকদের উচ্চশিক্ষিত ও আইন-অভিজ্ঞ হওয়া দরকার ; তাদের নীতিজ্ঞান, ধৈর্য, স্থৈর্য ও মনঃসংযোগ থাকা দরকার, তাদের মন যেন কোন স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা বিপথে পরিচালিত না হয়, তারা একা কোন ব্যক্তি বা গোষ্টির প্রতি নির্ভরশীল হবে না। এই উদ্দেশ্যে বিচারকরা সারা জীবনের জন্য নিযুক্ত হবেন অর্থাৎ যতদিন তাঁরা সদাচরণ করবেন, ততদিন তাঁরা স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং তাঁদের বেতন আইনের দ্বারা স্থিরীকৃত ও নির্দিষ্ট হবে।

অসদাচরণের জন্য বিচারকরা প্রতিনিধি সভা কর্তৃক রাজ্যের গভর্ণর ও পরিষদের কাছে অভিযুক্ত হবেন, তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় ও সুযোগ দেওয়া হবে। তাঁরা যদি দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে তাঁদের বিচারকের পদ থেকে অপসারণ করা হবে এবং অন্য যথাযোগ্য দণ্ডভোগ করতে হবে।

বিচারকদের কাজের প্রতি জনসাধারণ সতর্ক দৃষ্টি রাখবে

(আর্ন্ডকে লিখিত পত্র ; ১৭৮৯ সাল)

আমরা মনে করি আমাদের দেশে জনসাধারণের যে পরিমাণ যোগ্যতা সেই পরিমাণ গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক বিভাগের কাজের সঙ্গে পরিচয় থাকা প্রয়োজন ; দীর্ঘকালের জন্য সততাপূর্ণ শাসনকার্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার এই একমাত্র উপায়।

(১) শাসনবিভাগের ক্ষমতা ব্যবহার করার যোগ্যতা জনসাধারণের নেই ; কিন্তু যে লোকগুলি এই ক্ষমতা ব্যবহার করে তাদের নাম স্থিব করার যোগ্যতা তাদের আছে। সেই কারণে তারা ৪ বছরের মত কর্মকর্তা নির্বাচন করে।

(২) আইনপ্রণয়নের যোগ্যতা জনসাধারণের নেই ; সেইজন্য তারা আইন-সভার প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে।

(৩) আইন সংক্রান্ত বিষয়ের বিচার করার যোগ্যতা জনসাধারণের নেই, কিন্তু ঘটনাসম্পর্কিত প্রশ্নের বিচার করার সামর্থ্য তাদের যথেষ্ট আছে। সেইজন্য জুরি হিসাবে প্রকৃত ঘটনা তারা নির্ধারণ করে, স্থায়ী বিচারকেরা তার উপর আইনঘটিত প্রশ্নের মীমাংসা করে। কিন্তু সকলেই জানি স্থায়ী বিচারকদের মধ্যে একটা গোষ্ঠি মনোভাব গড়ে ওঠে, তারা উৎকোচ গ্রহণে প্রলুব্ধ হয়। তারা অনুগ্রহ, আত্মীয়তা, দলগত মনোবৃত্তির দরুণ অথবা শাসনকর্তৃপক্ষ বা আইন-প্রণেতাদের প্রতি অনুরক্তিবশতঃ বিপথগামী হয়। যে-ক্ষেত্রে বিচারক পক্ষপাত-দুষ্ট, সে আমলে চিৎ-উপর খেলায় সিদ্ধান্ত করা বরং ভাল এবং আমরা জানি চিৎ-উপর খেলার চেয়ে বরং ১২ জন সৎ জুরীর মত ঠিক বিচারের পক্ষে বেশী আশাপ্রদ। সুতরাং জুরীরা যদি মনে করে স্থায়ী বিচারক কোন এক পক্ষের দিকে ঝুঁকেছেন, তবে ঘটনা এবং আইন-উভয় সংক্রান্ত বিচারকের ক্ষমতা তাদের থাকা উচিত। বিচারক পক্ষপাতদুষ্ট, এই সন্দেহ না হলে তারা এই ক্ষমতা ব্যবহার করবে না। এই ক্ষমতার ব্যবহার ইংল্যাণ্ডে স্বাধীনতা রক্ষায় সুদৃঢ় দুর্গের মত কাজ করেছে। আমাকে যদি এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে দেওয়া হয় যে, জনসাধারণকে আইনপ্রণয়ন ও বিচারবিভাগের মধ্যে কোনটি থেকে বাদ দেওয়া ভাল, আমি বলবো বরং আইন প্রণয়ন বিভাগ থেকে বাদ দেওয়া ভাল ; আমার মতে আইন প্রণয়ন অপেক্ষা আইনের প্রয়োগ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেখানে সম্ভব, রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগই জনসাধারণের হাতে থাকা ভাল।

বিচারকদের জনসাধারণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত

(এস, কার্চেভালকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

একথা মনে করা হয় যে আইনজ্ঞ-বিচারক নির্বাচন করার যোগ্যতা জনসাধারণের নেই। আমি মনে করি একথা ঠিক নয়। এ সম্বন্ধে যদি সন্দেহ থাকে তবে আমাদের একটি মূলনীতি অনুসরণ করা উচিত। অন্যান্য নির্বাচনে যেমন এক্ষেত্রেও তেমনি, জনসাধারণ প্রার্থীদের খ্যাতি বিচার করে নির্বাচন করবে, বিচারক নিয়োগ করার বর্তমান পদ্ধতি থেকে এতে সম্ভবতঃ ভুল বেশী হবে না। নির্বাচনের পদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্রের অন্ততঃ একটি রাজ্যে সন্তোষজনক সাফল্যের সঙ্গে অনেকদিন ধরে চলে আসছে। কনেক্টিকাটের বিচারকরা প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ জনসাধারণের দ্বারা প্রতি ৬ মাস অন্তর নির্বাচিত হচ্ছেন এবং আমার বিশ্বাস, নির্বাচিত বিচারপতিকে বদলাতে হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত কদাপি ঘটেছে : নিরন্তর দায়িত্ব পালনের লাগাম কত শক্ত !

সংবিধানগত ব্যাপারে বিচারবিভাগের হস্তক্ষেপ

(টি, রিচিকে লিখিত পত্র, ১৮২০ সাল)

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারবিভাগ সূক্ষ্মভাবে সৈন্যদলের স্যাপার্স অ্যাণ্ড মাইনার্স বাহিনীর মত কাজ করেছে, তলে তলে তারা আমাদের সংযুক্ত রাষ্ট্রের ইমারতের ভিত্তি তলা থেকে নষ্ট করার কাজে লিপ্ত হয়েছে। তারা আমাদের সংবিধানের বিকৃত ব্যাখ্যা করে সাধারণ ও বিশেষ গভর্ণমেন্টের সুব্যবস্থিতিকে সাধারণ ও সর্বোচ্চ গভর্ণমেন্টে পরিণত করছে। এর ফলে সব কিছুই তাদের পদানত হবে। সম্প্রতি ৫ জন আইনজীবী যে মত ব্যক্ত করেছেন, যদি বিচারকরা সেই মত সমর্থন করার সাহস দেখান, তবে আমি বলবো এর বিরুদ্ধে প্রত্যেক মানুষের মুখর প্রতিবাদ করা উচিত, এমন কি হাতও তোলা উচিত।

প্রতিনিধি সভা কর্তৃক অভিযুক্ত হওয়ার ভয় অমূলক একটা জুজুর ভয়ের মত মাত্র—অভিজ্ঞতার ফলে এই তথ্য আবিষ্কার করে বিচারকরা নিজেদের সারাজীবনের জন্য নিরাপদ মনে করেন এবং জনমতের প্রতি দায়িত্ব পালনের কর্তব্য থেকে সরে থাকেন। ধর্মাধিকরণদের গুপ্তসভায় চতুর প্রধান-বিচারক নিজ যুক্তিতে মন-গড়া আইনের ব্যাখ্যা করে অলস বা ভীরু সহকর্মীদের নীরব সমর্থনে তাড়াতাড়ি একটি মত মাত্র এক ভোটের জোরে পাশ করে সর্ববাদীসম্মত রায় বলে প্রকাশ করেন।

রাজা বা শাসনকর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত বিচারব্যবস্থা ভাল জিনিষ, কিন্তু

জনসাধারণের ইচ্ছাধীন নয় এমন স্বাধীন বিচারব্যবস্থা ভাষার অপপ্রয়োগ ; অন্ততঃ প্রজাতন্ত্রী গভর্ণমেণ্টে ত' বটেই।

অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী বিচারবিভাগ স্বেচ্ছাচারী হবে

(জাভিসকে লিখিত পত্র, ১৮২০ সাল)

সমস্ত সংবিধানগত প্রশ্নে বিচারকরাই চূড়ান্ত নিস্পত্তির অধিকারী—এই মত বাস্তবিকই বিপজ্জনক। এই মত যদি স্বীকৃত হয় তবে আমরা কতিপয় ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারের অধীন হবো। আমাদের বিচারকরা অন্যান্য মানুষের মতই সৎ, তার বেশী নয়। অন্যান্যের মত তাদেরও দলের প্রতি, ক্ষমতার প্রতি ও তাদের বৃত্তির সুযোগ-সুবিধার প্রতি সমান আসক্তি আছে। বিচারকের ভাল সিদ্ধান্তের এক্তিয়ার অপরিসীম, এই হলো তাদের মূল-বাক্য এবং যেহেতু তারা সারা জীবনের জন্য স্থলাভিষিক্ত সেহেতু তাদের ক্ষমতা আরও বেশী বিপজ্জনক।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারবিভাগকে রোধ না করলে গণতন্ত্র বিনষ্ট হবে

(সি, হ্যামণ্ডকে লিখিত পত্র, ১৮২১ সাল)

আমি চিরকাল এই মত পোষণ করেছি এবং এই মত প্রকাশ করতে কখনও আমি সঙ্কোচবোধ করিনি (যদিও আমার মত সংবাদপত্রে প্রকাশ করিনি বা গ্রীক যোদ্ধা প্রায়ামের মত সশস্ত্র হয়ে রক্ষক হিসাবে যুদ্ধার্থ দাঁড়াই নি) যে-যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারবিভাগের গঠনপ্রকৃতির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিলুপ্ত হওয়ার বীজ নিহিত আছে। এই দায়িত্বহীন প্রতিষ্ঠান মধ্যাকর্ষন শক্তির মত দিবারাত্র কাজ ক'রে আজ একটু, কাল একটু ক্ষমতা নিজের দিকে টানছে এবং চোরের মত নিঃশব্দ পদক্ষেপে নিজ এক্তিয়ার বাড়িয়ে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, যত দিন না রাজ্যগুলির সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করে একটি গভর্ণমেণ্টে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এর আমি বিরোধী ; তার কারণ, আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র সম্পর্কিত ছোট বড় সব বিষয়ে শাসনকার্য পরিচালনার সব ক্ষমতা যদি ওয়াশিংটনে কেন্দ্রীভূত হয়, তবে রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টের মধ্যে যে পারস্পরিক প্রতিবন্ধ সৃষ্টির ব্যবস্থা আছে, তা শক্তিহীন হয়ে পড়বে এবং যে গভর্ণমেণ্ট থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছি সেই গভর্ণমেণ্টের মতই আমাদের গভর্ণমেণ্টও দুর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী হবে। আমাদের দেশেরও ইউরোপের মত অবস্থা হবে, যেখানে মানুষগুলি কেউ বর্শা, কেউ ভেদামাছ, কেউ হাতুড়ি, কেউ নেহাইয়ে পরিণত হয়েছে। আমাদের কর্তৃপক্ষ তাদেরই মত একই হাতে একই ধাতুতে একই কারখানায় তৈরী যন্ত্র

ব্যবহার করছে। রাজ্যগুলি যদি তাদের গভর্ণমেন্টের এই নিঃশব্দ নিমজ্জন উদাসীনভাবে দেখে, তাহলে সমস্তই নিমজ্জিত হবে এবং আমরা এই কথা ভেবে চোখের জল ফেলবো যে মানুষের চরিত্র লৌহদণ্ড ছাড়া সংযত হয় না এবং যে পাষণ্ডেরা বলে মানুষ স্বায়ত্বশাসনের অযোগ্য, এরাই হবে তার সত্যকারের ঐতিহাসিক।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারকদের সংযত করতে হলে ৬ বছরের জন্য নিয়োগ করা উচিত

(প্লেজান্টস্‌কে লিখিত পত্র, ১৮২১ সাল)

বিচারবিভাগ সংবিধানকে বিকৃত করার যে অপচেষ্টা করে চলেছে, আমার মতে তা বন্ধ করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে বিচারকদের ভবিষ্যতে ৬ বছরের জন্য নিয়োগ করা এবং উভয় আইনসভার অনুমোদন সাপেক্ষ প্রেসিডেন্টের হাতে পুনর্নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া। এতে যদি তাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা না থাকে তবে আমি জানি না কিসে থাকবে।

বিচারবিভাগ কর্তৃক সংবিধান বিকৃত করার চেষ্টা চিরকাল বিচারের ভুল, এই অজুহাতে রেহাই পাবে এবং নীতিগতভাবেই দণ্ডিত হবে না। প্রতিনিধি সভা কর্তৃক অভিযুক্ত হওয়ার ভয় জুজুর ভয়ের মত কোনদিনই তাদের ভীত করবে না। কিন্তু তাদের আচরণ যদি নিয়মিত ৬ বছর অন্তর উভয় আইনসভায় আলোচিত হয়, তবে সেই চিত্র তাদের মনে ভয় সঞ্চার করবে। যেখানে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার একটি শাখা জাতির ইচ্ছাধীন নয়, সেই গভর্ণমেণ্টকে প্রজাতন্ত্রী আখ্যা দেওয়া অপপ্রয়োগ।

সংবিধান পরিবর্তনীয় : ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিবেচিত সংবিধান

(হামফ্রেজকে লিখিত পত্র, ১৭৮৯ সাল)

সম্প্রতি আমেরিকায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তাতে আমি আনন্দিত; তার কারণ প্রথমতঃ আমার এই আস্থা সার্থক হয়েছে যে যখনই রাষ্ট্রের কার্যাবলী ভুল পথে পরিচালিত হবে, জনসাধারণের সৎবুদ্ধি তাতে হস্তক্ষেপ করে তাকে ঠিকপথে পরিচালিত করবে। সেনাবাহিনী সমাবেশের পরিবর্তে রাষ্ট্রের জ্ঞানী মানুষগুলিকে একত্র করে সংবিধান পরিবর্তন করার নিদর্শন পৃথিবীর লোকদের কাছে তেমনি মূল্যবান হবে, যেমনি মূল্যবান দৃষ্টান্ত আগেও আমরা তাদের

দেখিয়েছি। আলাপ-আলোচনার দ্বারা আমরা যে সংবিধান রচনা করেছি, তাও নিঃসন্দেহে ইতিহাসে সবচেয়ে বিচক্ষণতাপূর্ণ সংবিধান।

('এ, মার্শকে লিখিত পত্র, ১৮০১ সাল)

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দেশের সমস্ত জ্ঞানী মানুষের সমবেত প্রচেষ্টার ফল। এই জ্ঞানী মানুষেরা কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করার গুরুভার আমাদের দিয়েছেন যে, গভর্ণমেণ্টের সমস্ত অংশ যদি প্রতিনিধিত্বমূলক নীতির উপর সংগঠিত হয়, কোন কৃত্রিম উপাদানের মিশ্রণ যদি না থাকে এবং মানুষের ভয় ও নির্বুদ্ধিতার পরিবর্তে যুক্তি, ন্যায়বোধ ও সামাজিক প্রবৃত্তির প্রাধান্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এই গভর্ণমেণ্ট এত স্বাধীন হবে যে কোন মানুষকে তার নৈতিক অধিকার ভোগে বাধা দেবে না এবং এত দৃঢ় হবে যে সমস্ত অন্যায় থেকে তাকে রক্ষা করবে।

লিখিত সংবিধান মূলনীতিগুলিকে নির্দিষ্ট রাখে

(ডক্টর প্রিষ্ট্‌লেকে লিখিত পত্র, ১৮০২ সাল)

সংবিধানের পরিকল্পনা যখন হয়, তখন আমি ইউরোপে ছিলাম এবং সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার আগে আমি সেটা দেখিনি। সংবিধান পড়বার পর আমি মিঃ ম্যাডিসনকে জোরালো ভাষায় জানালুম যে ধর্মমতের স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, জুরীপ্রথায় বিচার, দেহমনের আইন প্রভৃতি সম্পর্কিত ধারা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। স্থায়ী সেনাবাহিনীর পরিবর্তে রক্ষীবাহিনীর ব্যবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টকে যে-সমস্ত ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তদ্‌ভিন্ন সমস্ত ক্ষমতা রাজ্য গভর্ণমেণ্টগুলির হাতে সংরক্ষিত থাকার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এইগুলি সংশোধনা প্রস্তাবের আকারে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে তিনি পেশ করলেন এবং গৃহীত হলো, রাজ্যগুলির প্রতিনিধিসভা এইগুলি অনুমোদন করলো। সংবিধান রচনায় আমার যদি কিছু হাত থাকে, তবে সেটুকু এই। আমি নিশ্চিত জানি যে উত্তেজনার মুহূর্তে বা ভুলবশতঃ সংবিধান লঙ্ঘিত হলেও, লিখিত সংবিধানের সুবিধা এই যে, যারা সতর্ক তারা এর মূল রচনা দেখে সংবিধান রক্ষার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানাতে পারে; উপরন্তু লিখিত সংবিধান জনসাধারণের জন্য রাজনৈতিক মতবাদের মূলনীতিগুলি নির্দিষ্ট করে রাখে।

কিন্তু সংবিধান পবিত্র জিনিষ নয়

(এস, কার্চেভালকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

কিছু লোক সংবিধানকে পবিত্র শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং মনে করেন যে এটা এমন একটা সুরক্ষিত অঙ্গীকার-পত্র, যাকে স্পর্শ করলে অপবিত্র হয়ে যাবে।

তাঁরা বিগত যুগের মানুষগুলির উপর অতি-মানবিক বিজ্ঞতা আরোপ করেন এবং ধরে নেন যে তাঁরা যা করেছেন তা সংশোধনের অতীত। ……আমি সংবিধান ও আইনের বার বার অপরীক্ষিত পরিবর্তন নিশ্চয়ই সমর্থন করি না। কিন্তু আমি এও জানি যে আইন ও সংবিধান মানুষের মনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলবে। …নতুন নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে, নতুন সত্য প্রকাশের সঙ্গে, অবস্থার পরিবর্তনের ফলে মানুষের মত ও আচরণের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগুলিরও যুগোচিত অগ্রগতি হওয়া দরকার। বাল্যকালে যে পোষাক উপযুক্ত ছিল, সেই পোষাক বয়স্ক লোককে পরতে বললে তা যেমন হবে, সভ্য-সমাজ চিরকাল তাদের বর্বর পূর্বপুরুষদের অনুশাসন মেনে চলুক, একথা বলাও তেমন হবে। প্রত্যেক যুগের মানুষের সেই ধরণের গভর্ণমেণ্ট নির্ধারণ করার অধিকার আছে, যে গভর্ণমেণ্ট তাদের সবচেয়ে বেশী সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে পারবে বলে তারা বিশ্বাস করে। …প্রতি ১৯ বা ২০ বছর অন্তর এই কাজ করার সুযোগের ব্যবস্থা সংবিধানে থাকা উচিত। …এই পার্থিব জগতে সমস্ত জিনিষের অধিকার বর্তমান অধিবাসীদের জীবিতকালের জন্য থাকা উচিত। এই নিয়মতান্ত্রিক পথ যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়…তবে তারা বলপ্রয়োগের পথ অবলম্বন করবে এবং অন্যান্য জাতির মত আমরাও অত্যাচার, বিদ্রোহ, শাসন-সংস্কারের অন্তহীন বৃত্তে চিরকাল চলতে থাকবে।

সংবিধান স্থায়ী বস্তু নয়

(জে, কার্টরাইটকে লিখিত পত্র, ১৮২৪ সাল)

সংবিধান কি অপরিবর্তনীয় ? এক প্রজন্ম কি অন্য প্রজন্মকে, সেই প্রজন্ম কি আবার পরবর্তী প্রজন্মকে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ রাখতে পারে ? আমি মনে করি, পারে না। সৃষ্টিকর্তা জীবন্ত মানুষের জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, মৃতের জন্য নয়। অধিকার এবং ক্ষমতা মানুষের জন্য, ইচ্ছাশক্তিহীন বস্তুর জন্য নয়। মৃত ব্যক্তিরা বস্তুও নয়। তাহলে অধিকার এবং ক্ষমতা কিসের সংলগ্ন ? যতদিন পর্য্যন্ত কোন সময় ও স্থানের গরিষ্ঠ সংখ্যক ব্যক্তি পূর্ব প্রজন্মের মত সমস্ত অধিকার এবং ক্ষমতা ব্যবহার করে, ততদিন পর্যন্ত সেই প্রজন্মের মানুষ শুধু নিজেদেরকেই চুক্তিবদ্ধ করতে পারে এবং নিজেদের সুবিধার জন্য আইন ও প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন সাধন করতে পারে। সুতরাং অন্তর্নিষ্ট ও হস্তান্তরের অযোগ্য মানবিক অধিকার ভিন্ন আর কিছুই অপরিবর্তনীয় নয়।

অর্থনীতি

কৃষি ও বাণিজ্য ঃ বাণিজ্য অপেক্ষা কৃষি অর্থনীতির সুবিধা

(জে'কে লিখিত পত্র, ১৭৮৫ সাল)

বহুসংখ্যক মানুষকে কৃষিকার্যে নিয়োগ করার মত প্রচুর জমি আমাদের আছে। কৃষকরাই সবচেয়ে মূল্যবান নাগরিক। তারা শক্তিমান, স্বাধীন, সবচেয়ে বেশী ধর্মপ্রাণ এবং দেশের সঙ্গে স্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ থাকার জন্য তারা দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্থ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী সচেতন। যতদিন পর্য্যন্ত তারা কৃষিক্ষেত্রে কাজ পাবে, ততদিন পর্যন্ত আমি তাদেরকে নাবিক, কারিগর বা অন্য কোন বৃত্তিজীবিতে পরিণত করতে চাইবো না। কিন্তু যখন কৃষিজীবীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন দেশে ও বিদেশে চাহিদা অপেক্ষা বেশী হবে, তখন আমাদের নাগরিকেরা কৃষিক্ষেত্রে আর কাজ পাবে না। এখনও এই অবস্থার সৃষ্টি হয়নি এবং সম্ভবতঃ বেশ কিছু কালের জন্য এই অবস্থা হবে না। যখন এই অবস্থা হবে তখন কৃষিক্ষেত্রে বাড়তি লোকগুলিকে অন্য কাজে নিযুক্ত করার প্রয়োজন হবে। আমি তখন এই উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে শিল্প কারখানায় কাজ না দিয়ে নাবিকের কাজ দেবো ; তার কারণ, এই দুই শ্রেণীর চরিত্র তুলনা করে আমি দেখেছি নাবিকরা নাগরিক হিসাবে বেশী মূল্যবান। আমি মনে করি শিল্প কারখানার শ্রমিকরা সহজেই পাপাসক্ত হয়ে পড়ে এবং তারাই সাধারণতঃ দেশে স্বাধীনতা বিনাশের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের জনসাধারণ স্থির করেছে যে সমুদ্রে অধিকার বিস্তারে তাদেরও অংশ থাকা প্রয়োজন এবং সমুদ্রযাত্রার চিরাচরিত অভ্যাসের দরুণ তাদের সমুদ্রে চলাচলের অবাধ অধিকার থাকা প্রয়োজন হয়।

কিন্তু এর ফল কি হবে ? নিঃসন্দেহে বার বার যুদ্ধ হবে। সমুদ্রপথে ও বৈদেশিক বন্দরে দেনা, চুক্তিভঙ্গ, অপরাধ, বে-আইনী মাল চালান প্রভৃতি কাল্পনিক দায়ে আমাদের নাগরিকদের সম্পত্তিহানি হবে, অবমাননা হবে ও কারাদণ্ড হবে। এই ধরণের অবমাননাকর ঘটনা যাতে বার বার না ঘটে তার জন্য এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। ফলে, সমুদ্রপথে ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করার মূল্য হিসাবে আমাদের বার বার যুদ্ধ করতে হবে। আমাদের অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত আচরণও যুদ্ধ থেকে আমাদের রেহাই দেবে না। অন্যান্য দেশেরও ন্যায়সঙ্গত

আচরণ করা প্রয়োজন। আমরা নিজেরা অন্যায় করলে আমাদের যে সকল যুদ্ধে লিপ্ত হতে হত, ন্যায্য আচরণ করে সে সকল যুদ্ধ আমরা এড়াতে পারব কিন্তু অন্যান্য দেশের অন্যায়কে আমরা প্রতিরোধ করবো কি উপায়ে ? সেজন্য অন্যান্য দেশকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের রাখতে হবে। কেননা, অপমানের যদি দণ্ড দেওয়া না হয়, তবে অপমান বেড়েই চলবে।

(হোগেনডর্পকে লিখিত পত্র, ১৭৮৫ সাল)

আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন রাজ্যগুলিকে বাণিজ্যে উৎসাহ দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি কিনা। আমার মতে তাদের বাণিজ্য বা নৌ-চলাচল কোন ব্যাপারেই হাত দেওয়া উচিত নয়; ইউরোপ সম্পর্কে চীনের অনুরূপ নীতি তাদের অনুসরণ করা উচিত। এইভাবে আমরা যুদ্ধ এড়াতে পারবো এবং আমাদের নাগরিকরা কৃষি ও পশুপালন করবে। কিন্তু যখন আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং যে সব দেশ আমাদের কৃষিজাত পণ্য ক্রয় করতে আসবে, তাদের বাজারে মজুত মাল চাহিদার থেকে বেশী হবে, তখন কৃষকদের বাড়তি সময় শিল্প কারখানার কাজে লাগাতে হবে বা কৃষিকার্যে বাড়তি লোকগুলিকে শিল্প-কারখানা বা নৌ-চলাচলের কাজে নিযুক্ত করতে হবে। আমার মনে হয় এই অবস্থা সৃষ্টি হতে এখনও দেরী আছে। কলকারখানার শ্রমিকরা ইউরোপে আরও বহুদিন থাকুক, ইউরোপ আমেরিকার কাছ থেকে কাঁচামাল ও এমন কি, খাদ্য ক্রয় করুক।

আমেরিকা কি শুধু কৃষিকার্যেই লিপ্ত থাকবে ?

(সে'কে লিখিত পত্র, ১৮০৪ সাল)

আমেরিকার সঙ্গে ইউরোপের প্রাচীন দেশগুলির অবস্থার যে পার্থক্য রয়েছে-তার তথ্যগুলির উপর নির্ভর করে অর্থনীতির প্রশ্নগুলি বিচার করতে হবে। ইউরোপে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ বা গাণিতিক অনুপাতে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশে উর্বর আকর্ষিত জমির আয়তন বিস্তীর্ণ। আমাদের দেশের লোক অল্পবয়সে বিবাহ করে কৃষিকার্যের দ্বারা বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণে সমর্থ। আমাদের দেশে কৃষকের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যোৎপাদনও জ্যামিতিক অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে এবং জনসংখ্যা যে হারেই বৃদ্ধি হোক, সকলেই কাজ পাবে।

ইউরোপে কৃষি ও শিল্প-পাশাপাশি—এই দুই বৃত্তিতে শ্রমবিভাগ হয়েছে, যার ফলে এক ভাগ উভয় ভাগের জন্য খাদ্য উৎপাদন করে, অন্য ভাগ উভয় ভাগের জন্য বস্ত্র ও অন্যান্য ভোগ্যবস্তু উৎপাদন করে। আমাদের পক্ষে কি এই ব্যবস্থা

ভাল হবে ? আত্মানুরাগবশে প্রথম দৃষ্টে মনে হবে হবে, হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের সমস্ত শ্রমজীবীকে কৃষিকার্যে নিযুক্ত করাই কি ভাল হবে না ? সে অবস্থায় দ্বিগুণ কি তিনগুণ উর্বর জমি কর্ষিত হবে ও ফসলও তদনুরূপ বাড়বে এবং আমাদের বাড়তি ফসল ইউরোপের ক্ষুধার্ত জনসংখ্যার পুষ্টির জন্য আমরা পাঠাতে পারবো এবং তারা তার পরিবর্তে বস্ত্র ও অন্যান্য ভোগ্যবস্তু আমাদের পাঠাবে। নীতিবোধ এই কথায় সায় দেয়। প্রাকৃতিক বিধানও আমাদের জন্য এই স্বার্থবোধ ও কর্তব্য স্থির করে দিয়েছে। এই প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে শিল্পকারখানার শ্রমিক অপেক্ষা কৃষিজীবীর নৈতিক ও শারীরিক উৎকর্ষের উপর আমাদের জোর দিতে হবে। আমি সে রকম কার্যকলাপে লিপ্ত আছি যাতে আমি কেবল প্রশ্ন করতে পারি, উত্তর দেওয়ার মত সময় ও তথ্য আমার হাতে নেই।

সরকারী ঋণ ঃ এক প্রজন্মের পরবর্তী প্রজন্মকে ঋণগ্রস্ত করার অধিকার নেই

(ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৯ সাল)

এক প্রজন্মের মানুষের অন্য প্রজন্মের মানুষকে দায়াবদ্ধ করার অধিকার আছে কিনা, এ প্রশ্নের আলোচনা আজ পর্যন্ত ভালভাবে হয়নি। অথচ এই প্রশ্ন এত গুরুত্বপূর্ণ যে এ সম্বন্ধে একটা মত স্থির হওয়া উচিত এবং প্রত্যেকে গভর্ণমেণ্টের মৌলিক নীতির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। সমাজের প্রাথমিক নীতি সম্বন্ধে চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়ে এই প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে এবং আমি মনে করি এই ধরণের বাধ্যবাধকতা যে হস্তান্তর করা যায় না, একথা প্রমাণ-সিদ্ধ। আমার যুক্তি এই যে এবং এই যুক্তি আমি স্বতঃসিদ্ধ বলেই মনে করি—পৃথিবী জীবিত মানুষদের—পরিশ্রম করে এর ফলভোগ করার অধিকার আছে একমাত্র জীবিত মানুষদেরই—মৃত ব্যক্তিদের এর উপর কোন ক্ষমতা বা অধিকার নেই। পৃথিবীর যে অংশ ব্যক্তিবিশেষ ভোগদখল করে, তার মৃত্যুর পর সে-অংশ সমাজের অধিকারে ফিরে যায়। সমাজ যদি তার জমি ভোগদখলের জন্য কোন আইন তৈরী করে না থাকে, তবে প্রথমে যারা এই জমি দখল করবে অর্থাৎ সাধারণতঃ মৃতের স্ত্রী ও সন্তানগণ ভোগ করবে। যদি সমাজ এ সম্বন্ধে আইন তৈরী করে থাকে, তবে এই জমি প্রথম দখলকারীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী এবং সন্তান বা মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারী ভোগদখল করবে। উত্তমর্ণের কাছে তারা এই জমি দায়াবদ্ধ করতে পারে। কিন্তু সন্তান, উত্তরাধিকারী বা উত্তমর্ণ সমাজের কোন আইনের বলে ভোগদখল করছে, স্বাভাবিক অধিকারে নয় ; সুতরাং তারা সামাজিক

আইনের অধীন। কাজেই যে-ব্যক্তি জমি দখল করছে বা যারা উত্তরাধিকারসূত্রে জমি দখল করছে তাদের কারও অপরকে ঋণের দায়ে আবদ্ধ করার স্বাভাবিক অধিকার নেই। যদি এই অধিকার তার থাকে, তবে সে তার জীবদ্দশায় ভবিষ্যৎ কয়েক পুরুষের পরিশ্রমের ফল নিঃশেষ করে দেবে। তার অর্থ হবে এই যে জমিতে মৃত মানুষের অধিকার আছে, জীবিতের নেই। এই অবস্থা আমাদের স্বীকৃত নীতির বিরোধী।

সমাজে ব্যক্তির পক্ষে যা সত্য, সমষ্টির পক্ষেও তা সত্য ; তার কারণ ব্যক্তির অধিকারের যোগফলই সমষ্টির অধিকার। সমষ্টির ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করার সময় ধরে নেওয়া যাক, এক পুরুষের সমস্ত লোক এক সময়ে জন্মলাভ ক'রে, এক সময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, এক সময়ে প্রাণত্যাগ করে, পরবর্তী পুরুষ তখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। জন্মমৃত্যুর গড়পড়তা হিসাব অনুযায়ী যদি ধরে নেওয়া যায়, ২১ বছরে মানুষ বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং এরপর ৩৪ বছর বাঁচে, তবে দেখা যাবে প্রত্যেক প্রজন্ম, ব্যক্তির মত একটা নির্দিষ্ট কাল বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় জীবন-ধারণ করে। প্রত্যেক প্রজন্ম সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব অধিকারে এই নির্দিষ্ট কালের জন্য পৃথিবী ভোগ দখল করার অধিকারী। দ্বিতীয় প্রজন্ম প্রথম প্রজন্মের কাছ থেকে পৃথিবী ভোগদখল করার অধিকার সম্পূর্ণ দায়শূন্য অবস্থায় পায়। প্রথম প্রজন্ম যদি দ্বিতীয় প্রজন্মকে ঋণগ্রস্ত করে, তবে পৃথিবী মৃত মানুষেরই থাকে, জীবন্ত মানুষের হয় না। কাজেই কোন প্রজন্ম এমন ঋণগ্রস্ত হতে পারে না, যেটা সে তার জীবৎকালে পরিশোধ করতে পারবে না। ২১ বছর বয়সে তারা নিজেদের এবং তাদের জমিজমা ৩৪ বছরের জন্য দায়াবদ্ধ করতে পারে, ২২ বছর বয়সে ৩৩ বছরের জন্য, ২৩ বছর বয়সে ৩২ বছরের জন্য এবং ৫৪ বছর বয়সে মাত্র ১ বছরের জন্য দায়াবদ্ধ করতে পারে, কেননা এই সময়-সীমার মধ্যে তাদের ঋণ পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু ব্যক্তির সঙ্গে এক প্রজন্মের উত্তরাধিকারের যে বস্তুগত প্রভেদ আছে তা লক্ষ্যনীয়। ব্যক্তিরা সমাজের অংশমাত্র এবং সামাজিক নিয়মের অধীনে। এই আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জমি ভোগদখলের অধিকার উত্তমর্ণকে দেওয়া যেতে পারে বা তার সন্তানকে এই সর্তে দেওয়া যেতে পারে যে সে উত্তমর্ণকে ঋণ পরিশোধ করবে। কিন্তু যখন এক পুরুষের, অর্থাৎ বিশেষ কালের সমগ্র সমাজের, মৃত্যুর পর পরবর্তী পুরুষ বা সমগ্র সমাজ তার উত্তরাধিকারী হয়, তখন অন্য কোন উপরওয়ালা থাকে না যে অপরিশোধিত ঋণের দাম মেটাবার জন্য তাদের সম্পত্তি তৃতীয় আর একটি সমাজকে দিতে পারে।

বুঝবার সুবিধার জন্য আমরা ধরে নিয়েছি একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এক

প্রজন্ম শেষ হয়, আর এক প্রজন্ম আসে। বাস্তবে প্রতিদিনই নূতন প্রজন্মের সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু যেভাবে আমরা ধরে নিয়েছি সেভাবে যেটা সত্য, বাস্তব ক্ষেত্রেও সেটা একই রকম সত্য। যে প্রজন্মের মানুষ চুক্তি করছে তাদের অধিকাংশই ৩৪ বছরকাল জীবিত থাকবে এবং তার পর একটা নতুন প্রজন্ম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে। অতএব প্রথমোক্ত প্রজন্মের মানুষ তাদের দায় কেবলমাত্র এই মেয়াদটুকুর মধ্যে বিস্তৃত করতে পারে। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, কোন জাতির প্রতিনিধিদের কথাই বলুন আর সমগ্র জাতির কথাই বলুন, নিজেদের মেয়াদের বাইরে অর্থাৎ ৩৪ বছরের বেশী সময়ের জন্য ঋণ করার যথাসংগত অধিকার তাদের নেই।

সরকারী ঋণ সম্পর্কে দুইটি নীতি

(এল উলিয়ামস্‌কে লিখিত পত্র, ১৮২০ সাল)

সরকারী ঋণ, কর আদায় করে বা দেনা করে শোধ দেওয়া হোক, এ সম্পর্কে দুইটি নীতি অনুসরণ করা উচিত। প্রথমঃ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসল ও সুদ পরিশোধ করার মত যথেষ্ট কর আদায়ের ব্যবস্থা না রেখে, ঋণ গ্রহণ না করা ; এই নির্দিষ্ট সময় আমি ১০ বছর ধরছি। দ্বিতীয়তঃ যে উদ্দেশ্যে অর্থব্যয় করার জন্য ঋণ গ্রহণ বা কর আদায় করা হবে, সেই উদ্দেশ্যে এই অর্থব্যয় না করে কখনও কর্জ করা চলবে না বা ট্যাক্স ধার্য করা চলবে না।

সরকারী ঋণ দারিদ্র্য ও অধঃপতনের কারণ

(গ্যালাটিনকে লিখিত পত্র, ১৮০৯ সাল)

আমি মনে করি কোন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আগে সমস্ত সরকারী ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার উপর আমাদের সাধারণতন্ত্রের ভাগ্য নির্ভর করছে। যদি সরকারী ঋণের পরিমাণ বিরাট আকারে স্ফীত হতে থাকে, তবে তা পরিশোধ করার আর কোন আশা থাকবে না ; তখন আমরা ইংরাজ জাতির মত ঋণ, দুর্নীতি ও পচনের পথে চালিত হবো, যার পরিণতি হবে বিপ্লব।

(এস, কার্চেভালকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

যারা জনসাধারণকে ভয় করে আমি তাদের একজন নই। আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সাধারণ মানুষের উপর নির্ভর করতে হবে, ধনীদের উপর নয়। সুতরাং স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনে আমরা শাসন কর্তৃপক্ষকে আমাদের উপর চিরস্থায়ী ঋণের বোঝা চাপাতে দেবো না। হয় পরিমিত ব্যয় ও স্বাধীনতা, নতুন

ব্যয় বাহুল্য ও দাসত্ব এই দুই-এর মনে একটি আমাদের বেছে নিতে হবে। যদি আমরা তাদের মত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ি, তবে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের মত আমাদেরও মাংস, পানীয়, নিত্য প্রয়োজনীয় ও আরামপ্রদ দ্রব্য. আমাদের শ্রম ও আমোদ-প্রমোদ, আমাদের বৃত্তি ও ব্যবসায়ের উপর কর বসবে। তাদের মত আমাদেরও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬ ঘণ্টা খাটতে হবে, ১৫ ঘণ্টার উপার্জ্জন গভর্ণমেণ্টকে ঋণ পরিশোধের জন্য ও শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দিতে হবে এবং কেবল ষোড়শ ঘণ্টার পরিশ্রমটুকু জীবিকা অর্জনের পক্ষে অপ্রচুর হবে। ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের মত আমাদেরও রুটির পরিবর্তে খই-এর আটা ও আলু খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে; চিন্তা করার অবসর থাকবে না, এবং দুরবস্থা যারা সৃষ্টি করছে তাদের কাজের হিসাব-নিকাশ নেওয়ার উপায় থাকবে না। আমরা অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য আমাদের সম-ব্যথার ব্যথীদের গলায় শৃঙ্খল এঁটে দিতে নিজেদের ভাড়া খাটাবো। আমাদের জমির মালিকরা ইংল্যাণ্ডের জমিদারদের মত শুধু পদবী ও দেওয়ানের পদটুকু বজায় রেখে, জমিদারীর আয় রাজকোষে দিয়ে বিদেশে ঘুরে বেড়াবে এবং দারিদ্র্য, অখ্যাতি ও নির্বাসনের মধ্যে দেশের গৌরব সম্বল ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করবে। ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত আমাদের শিক্ষা দেয় যে ব্যক্তিগত অপচয় যেমন ব্যক্তির ধন সম্পত্তি নষ্ট করে, তেমনি রাষ্ট্রীয় অপচয়ও ধন-সম্পত্তি নষ্ট করে। আমার মনে হয়, সমস্ত গভর্ণমেণ্টেরই ঝোঁক এইদিকে। একটি ক্ষেত্রে সঠিক নীতি থেকে বিচ্যুতি, দ্বিতীয়বার বিচ্যুতির নজীর হয়ে দাঁড়ায়, দ্বিতীয়বার তৃতীয়বারের নজীর হয়; এইভাবে চলতে থাকে যতদিন না সমাজের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যের স্বতশ্চল যন্ত্রে পরিণত হয় এবং সমস্ত সূক্ষ্মবোধ লুপ্ত হয়ে পাপাচারে লিপ্ত হয় ও দুঃখভোগ করে। তারপর সুরু হয় প্রত্যেক বিষয় নিয়ে সমস্ত মানুষের সংগ্রাম। কয়েকজন দার্শনিক পৃথিবীতে এই কাণ্ড সচরাচর ঘটতে দেখে ভুলক্রমে স্বাভাবিক মনে করেন, আসলে এ'হলো মানুষের মর্যাদাহীন অবস্থা। এই বিপজ্জনক অবস্থার প্রথম বাহন হলো সরকারী ঋণ, তারপর কর এবং তার অনুগামী দৈন্য ও অত্যাচার।

কর ঃ দেশরক্ষার জন রাজস্বের প্রয়োজন

(জর্জ ওয়াশিংটনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৮ সাল)

আমার স্থির বিশ্বাস যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য সর্বপ্রকার ট্যাক্স ধার্য করতে হবে। যদিও আমি এই মত পোষণ করি যে ইউরোপের বিবাদে অংশ গ্রহণ করা আমাদের উচিত নয়, বরং সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ নীতি ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের অনুশীলন করা উচিত, তবুও এইসব দেশ

যখন আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাণিজ্য করার স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, সেই অত্যাচারের মধ্যে যুদ্ধের কারণ দেখে কে যুদ্ধ থেকে সরে থাকতে পারে ? যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন ইউরোপের চাহিদা শীঘ্রই ছাড়িয়ে যাবে, তখন এই বাড়তি জিনিষ নিয়ে আমরা কি করবো ? তখন আমাদের বিনা দ্বিধায় এই মহাদেশের অন্যান্য রাজ্যে, যেখানে আমাদের জিনিষ কিনতে চায়, সেখানে জোর করে আমাদের বাজার বিস্তার করতে হবে। এছাড়া আরও কারণ আছে যার জন্য আমাদের যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন সর্ব্বপ্রকার কর ও ঋণ।

গভর্ণমেণ্টকে কঠোর ব্যয় সংকোচ করতে হবে

(প্রথম বার্ষিক ভাষণ, ৮ই ডিসেম্বর, ১৮০১ সাল)

সরকারী দপ্তর ও কর্ম্মচারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং নাগরিকরা যত ব্যয় বহন করতে পারে তার শেষ সীমা পর্যন্ত ব্যয়বৃদ্ধির ঝোঁক দেখে আমাদের উচিত অতিরিক্ত কর রেহাই দেওয়ার প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করা। আমাদের দেশে এই অবস্থা যেন না ঘটে যে শ্রমজীবিদের শুধু বেঁচে থাকার মত উপার্জনের অল্প অংশ রাখতে দিয়ে বাকী অংশ গভর্ণমেণ্ট খরচ করবে। অথচ মানুষের উপার্জিত আয়কে রক্ষা করার জন্যই গভর্ণমেণ্ট তৈরী করা হয়েছিল।

বাৎসরিক আয় ব্যয়ের প্রকাশ্য হিসাব দেওয়া বাঞ্ছনীয়

(গ্যালাটিনকে লিখিত পত্র, ১৮০৪ সাল)

আমার মনে হয় নিজেরা বাৎসরিক আয়ব্যয় পেশ করার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে উত্তরাধিকারীদের এই কাজে বাধ্য করা খুব হিতকর কাজ হবে। সাধারণ শাসন, সেনাবাহিনী নৌ-বিভাগের বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ কংগ্রেসে আমাদের পেশ করা উচিত। শাসনকার্য পরিচালনায় ব্যয় সংকোচ করা উচিত। গভর্ণমেণ্টে দুর্নীতিমূলক আচরণ অনুপ্রবেশের সবচেয়ে বড় বাধা অল্প ব্যয়ে শাসনকার্য নির্বাহ করা। সাধারণ মানুষ মতবাদমূলক তত্ত্বের বিচারক নয়, তারা বিভিন্নকালের তুলনামূলক আয়ব্যয়ের হিসাবের দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে বিচার করে।

কর ধার্যের উপর জনসাধারণের নিরন্তর নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন

বৎসরে বা প্রতি দুই বৎসরে নতুন করে করধার্যের আইন পাশ করা উচিত। সরকারী অর্থের উপর জনসাধারণের সর্বক্ষণের নিয়ন্ত্রণ সৎ গভর্ণমেণ্টের স্বীকার

করে নেওয়া উচিত এবং দুর্নীতিপরায়ণ গভর্ণমেন্টকে এর থেকে মুক্ত রাখা ঠিক নয়। এটি একটি হিতকর প্রতিবন্ধ।

দরিদ্রের কল্যাণে ধনীর উপর করধার্য করা বাঞ্ছনীয়

(দুর্প দ্য নেমুরকে লিখিত পত্র, ১৮১১ সাল)

আমরা সকলেই আমদানী শুল্ক ধার্য করার নীতি মেনে নিয়েছি ; তার কারণ এই ধরণের কর-ভার শুধুমাত্র ধনীর উপর পড়ে। বস্তুতপক্ষে আমাদের দেশের দরিদ্র মানুষেরা নিজেদের ক্ষেতে বা ঘরে অথবা যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত হয়, তাই ব্যবহার করে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টকে লবণ ছাড়া আর কোন জিনিষ বাবদ এক পয়সাও কর দেয় না। আমরা যদি লবণ প্রস্তুত করি, যা আমাদের করা উচিত, তবে জনসাধারণকে এর জন্য এক পয়সাও দিতে হবে না। যখন আমাদের রাজস্ব সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত হবে, তখন এই অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে আমরা খাল খনন করতে পারবো, রাস্তা নির্ম্মাণ করতে পারবো এবং স্কুল স্থাপন করতে পারবো। কৃষিজীবিরা তখন দেখবে তার উপার্জন থেকে কিছু ব্যয় না করে ধনীদের অর্থে গভর্ণমেন্ট চলছে, তার সন্তান-সন্ততিরা শিক্ষিত হচ্ছে এবং দেশের উন্নতি হচ্ছে। যে-পথ আমরা অনুসরণ করছি তাতে এই উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

(কোসিয়াৎস্কোকে লিখিত পত্র, ১৮১১ সাল)

কোয়েকার পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য যতই আমরা নিন্দিত হই না কেন, ভবিষ্যতে এর সারবত্তা প্রমাণ করবে এবং আমাদের নাগরিকদের সুখসমৃদ্ধি এর গুণাবলীর পরিচয় দেবে। আমি বিশ্বাস করি এই পথে চলাই গভর্ণমেন্টের আইনসঙ্গত উদ্দেশ্য এবং শাসকদের প্রাথমিক কর্তব্য হওয়া উচিত। সততা বা সুখানুসন্ধানের সম্পর্ক বর্জিত কাল্পনিক সম্মানের খাতিরে বা ক্রোধবশে বা জনগণের সম্পর্ক রহিত ব্যক্তিগত ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে শাসকশ্রেণীর অহঙ্কার চরিতার্থ করবার জন্য যাদের রক্ষা করার ভার তারা গ্রহণ করেছে, তাদের প্রাণ-হানি করা বা দেশের ক্ষতি করা শাসনকর্তৃপক্ষের কাজ নয়।

(8) ব্যাঙ্ক

একচেটিয়া ব্যাঙ্কের বিপদ

(গ্যালাটিনকে লিখিত পত্র, ১৮০৩ সাল)

এই প্রতিষ্ঠান (ব্যাঙ্ক অব দি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্) বর্তমানে আমাদের সংবিধানের আকার মূলনীতি ও গঠনের একটি মারাত্মক শত্রু। এই সময় জাতি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী। কিন্তু মনে করুন যদি একের পর এক এমন বিপর্য্যয় ঘটে যে প্রজাতন্ত্রী গভর্ণমেন্টের বৃহৎ বিপদের সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়ার যোগ্যতা

সম্বন্ধে মানুষের মনে সংশয়ের উদয় হয়, অথবা শাসনকর্তৃপক্ষের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বিনষ্ট হয়, সে সময় এই ধরণের প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র বিস্তৃত অসংখ্য শাখার মাধ্যমে ঘনসন্নিবিষ্ট সৈন্যদলের মত আদেশ অনুযায়ী কাজ করে সঙ্কটজনক মুহূর্তে গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধন করতে পারে। যে গভর্ণমেণ্ট স্বয়ংগঠিত কর্তৃত্বের বা জাতি ভিন্ন অন্য কোন কর্তৃত্বের অধীনে সে-গভর্ণমেণ্ট নিরাপদ বলে আমি মনে করি না।

যুদ্ধের সময় এই ব্যাঙ্ক কত বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সমস্ত সহায়তা বন্ধ করার ভয় দেখিয়ে এই ব্যাঙ্ক কি সর্তে আমরা শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ করবো তার নির্দ্দেশ দিতে পারে। যে প্রতিষ্ঠান এত শক্তিশালী ও এত শত্রুভাবাপন্ন তাকে কি আমরা আরও বাড়তে দেবো?···এখন আমাদের শক্তিশালী অবস্থায় সংবিধানের নিরাপত্তার জন্য এই শক্তিশালী শত্রুকে শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্বের অধীনে আনাই আমাদের কর্তব্য।

বৃহৎ ডিসকাউণ্ট ব্যাঙ্ক অপেক্ষা ছোট অর্থ লেন-দেনকারী ব্যাঙ্ক ভাল

(জে, ডব্লিউ এপ্‌স্‌কে লিখিত পত্র, ১৮১৩ সাল)

এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে আমাদের কি কোন ব্যাঙ্কই থাকবে না? ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সুবিধামত স্বল্প মেয়াদী ঋণ থেকে ব্যবসাদার ও অন্যান্য লোকেরা কি বঞ্চিত হবে? আমি এর উত্তরে বলবো, ব্যাঙ্ক আমাদের থাকবে, ইংল্যাণ্ড ছাড়া অন্যান্য দেশে যে ধরণের ব্যাঙ্ক আছে, সেই ধরণের ব্যাঙ্ক আমাদের থাকবে। ইউরোপ মহাদেশে, অন্ততঃ যতদিন আমি সেখানে ছিলাম, কোথাও ডিসকাউণ্টব্যাঙ্ক নেই, তারা বিলের অর্থ আদায় হওয়ার পূর্বে বাটা নিয়ে টাকা দেয় না। যার কর্জ দেওয়ার মত অর্থ আছে, তারই একমাত্র মহাজনী কারবার করার স্বাভাবিক অধিকার আছে। যাদের মজুত অর্থ আছে, যারা কর্জ দেওয়ার জন্য টাকা খাটাতে চায়, তারা ব্যাঙ্ক স্থাপন করুক এবং নোটের পরিবর্তে নগদ টাকা বা জাতীয় বিল দিক। তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য স্বল্প মেয়াদে টাকা কর্জ দেওয়ার সর্তে আইনসঙ্গত সুদের হার অপেক্ষা বেশী সুদ গ্রহণ করতে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

অর্থবান অভিজাত সম্প্রদায় প্রজাতন্ত্রকে বিপন্ন করছে

(ডক্টর জে, বি, ষ্টুয়ার্টকে লিখিত পত্র, ১৮১৭ সাল)

ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত আমাদের উপর ভীতিজনক প্রভাব বিস্তার করেছে। ইংল্যাণ্ডকে অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা ভুলে যাই যে, সদৃশ কার্যের সদৃশ

পরিণাম হয়ে থাকে। ব্যাঙ্কের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক এই অনুকরণের মধ্যে সব চেয়ে আশঙ্কাজনক। এই ঝোঁক আমাদের দেশে অর্থবান অভিজাত সম্প্রদায়েরা সৃষ্টি করেছে ; তারা ইতিমধ্যেই গভর্ণমেন্টকে অমান্ত করতে আরম্ভ করেছে এবং যদিও শক্তি প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রয়াসে কিছুটা আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছে, তবু তারা তাদের উদ্দেশ্য থেকে কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি। আমাদের আইনসভার প্রতিনিধিরা যে শ্রেণী থেকে উদ্ভূত, তার মধ্যে এদের মূল গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। এদের নীতি হলো সৎ মানুষগুলিকে নীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত করা, অসৎ মানুষগুলিকে অর্থের দ্বারা বশ করা এবং এইভাবে যাদের উপর সংবিধান দ্বার রক্ষার ভার দিয়েছে তারা কর্তব্যে অবহেলা করতে উৎসাহ পায়। কাগজের টাকার সুবিধা আছে একথা স্বীকার্য, কিন্তু তার অপব্যবহারও অনিবার্য। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, মূল্যের পরিমাপ ভেঙ্গে দিয়ে কাগজী-টাকা সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে লটারীতে পরিণত করছে। কখনও কি আমরা এর উপর সংবিধানগত বিধিনিষেধ জারী করতে পারবো ?

সমাজ কল্যাণ

(১) শ্রেণী সমূহ

অলস অভিজাত সম্প্রদায়ের অপদার্থতা

(ডু মানিয়েরকে লিখিত পত্র, ১৭৮৬ সাল)

পারিবারিক আভিজাত্যের উপর নিজের মূল্য স্থির করে যে গর্ব ভরে কাজ করে না, অসহায় দরিদ্রের যেটুক্ পবিত্র সম্বল, তার সেই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলটুকু আত্মসাৎ ক'রে যে অপদার্থ জীবনযাপন করে, এরূপ অলস অকর্মা ব্যক্তির চেয়ে একজন উৎসাহী পরিশ্রমী কৃষিজীবীর মর্যাদা অনেক বেশী।

আমেরিকায় শ্রেণীভেদ নাই

(ডু মানিয়েরকে লিখিত পত্র, ১৭৮৬ সাল)

সাধারণ নাগরিক ও আইনসঙ্গত কর্তৃত্বে ক্ষমতা ব্যবহারকারী সরকারী পদাধিকারীর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, সেটুকু ছাড়া আমেরিকায় মানুষে মানুষে আর কোন প্রভেদ নেই। সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে দরিদ্রতম শ্রমজীবী ও কোটিপতির স্থান আইনের চক্ষে সমান ; বরং যখন তাদের পারস্পরিক অধিকারের সংঘাত ঘটে, তখন দরিদ্র শ্রমজীবীই অধিকার রক্ষার অধিক সুযোগ পায়। এরূপ দেখা গেছে যে একজন জুতা প্রস্তুতকারী বা কারিগর যখনই দেশের আহ্বানে তার কর্মশালা ত্যাগ করে সরকারী দপ্তরের কর্তা হয়েছে, সেই মুহূর্তে সে তার পদের উপযুক্ত সম্মান ও আনুগত্য লাভ করেছে। কিন্তু জন্মগত বা বৃত্তিগত কোন প্রভেদের কথা আমেরিকার নাগরিকরা জানে না! তারা জানে অন্য দেশে এরূপ প্রভেদ আছে এবং তা অন্যায়।

ইউরোপের শ্রেণীসমাজ ধ্বংস হতে বাধ্য

(এ্যাডাম্‌স্‌কে লিখিত পত্র, ১৮১৩ সাল)

ইউরোপের জনসাধারণের মনেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। যারা শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মানুষ, বিজ্ঞান তাদের প্রাচীন ভাবধারা থেকে মুক্ত করেছে এবং আমেরিকার নিদর্শন জনসাধারণের মনে ন্যায়-বিচারের বোধ জাগিয়েছে। বিজ্ঞানী, প্রতিভাবান ও সাহসী ব্যক্তিরা জন্মগত ও শ্রেণী প্রভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সুরু করেছে এবং এই ধরণের প্রভেদ ঘৃণার বস্তুতে পরিণত হচ্ছে। প্রথম প্রচেষ্টায় এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থতার বিপর্যয়ের ভয় থেকে পৃথিবীর

জনসাধারণ শীঘ্রই মুক্ত হবে। বিজ্ঞান প্রগতিশীল, প্রতিভাবান ও উদ্যোগী মানুষেরা সতর্ক। বংশ ও পদের অসার চাকচিক্যময় আভিজাত্য শেষ পর্যন্ত তুচ্ছ জিনিষে পরিণত হবে।

স্বাভাবিক বনাম কৃত্রিম আভিজাত্য

(এ্যাডমস্‌কে লিখিত পত্র, ১৮১৩ সাল)

আমি স্বীকার করি যে, মানুষের মধ্যে এক ধরণের স্বাভাবিক আভিজাত্য আছে, যার ভিত্তি সদগুণ ও প্রতিভা। পূর্বে দৈহিক শক্তির দ্বারা আভিজাত্য লাভ করা যেত। কিন্তু কামানের বারুদ আবিষ্কার হওয়ার ফলে, দৈহিক শক্তি সৌন্দর্য, কৌতুকপ্রিয়তা ভব্যতা ও অন্যান্য গুণের মত বৈশিষ্ট্য লাভের একটি সহায়ক গুণে পরিণত হয়েছে। সদগুণ ও প্রতিভাশূন্য আর এক ধরণের কৃত্রিম আভিজাত্য আছে, যার ভিত্তি অর্থ ও বংশ মর্যাদা। আমি মনে করি স্বাভাবিক আভিজাত্য সমাজের শিক্ষায়, নির্ভরতায় ও শাসনে প্রকৃতির মূল্যবান দান।

যে সমস্ত মানুষের স্বাভাবিক আভিজাত্য আছে, তাদের বাছাই করে গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করার সবচেয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা যেখানে আছে, সেই গভর্ণমেণ্টই শ্রেষ্ঠ বলে আমরা মনে করতে পারি। কৃত্রিম আভিজাত্য গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার কাজে ক্ষতিকর উপাদান এবং এই জাতের লোকেরা যাতে প্রাধান্য লাভ করতে না পারে, তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমি মনে করি নাগরিকদের দ্বারা অবাধ নির্বাচনের যে ব্যবস্থা সংবিধানে আছে, তাই এর শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধ; মানুষ যেমন তুষ থেকে শস্য আলাদা করে নেয়, নাগরিকরা তেমনি ভূয়া-অভিজাতদের বাদ দিয়ে আসল অভিজাতদের বেছে নেবে। তারা প্রকৃত সৎ ও জ্ঞানী লোকদেরই নির্বাচন করবে। কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থ তাদের দূষিত করতে পারে। বংশমর্যাদা তাদের দৃষ্টিহীন করতে পারে; কিন্তু তা এত বেশী পরিমাণে হবে না, যাতে সমাজ বিপন্ন হবে।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গৃহীত হওয়ার পর আইনসভার প্রথম অধিবেশনে আমরা ভূসম্পত্তি পুরুষপরম্পরায় চিরকালের জন্য ভোগ দখলের অধিকারী হওয়ার বিরুদ্ধে আইন পাশ করেছি। এরপর প্রথম সন্তানই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে, এই ব্যবস্থা রদ করে যেখানে উইল করা হয় নি, সেখানে উত্তরাধিকার সূত্রে সমস্ত সন্তান সমান অংশ পাবে, এই আইন পাশ করেছি। আমার রচিত এই আইনগুলি ভূয়া-আভিজাত্যের পায়ে কুঠারঘাত করেছে। আর একটি আইনের খসড়া আমি আইন সভায় পেশ করেছিলাম, তা যদি গৃহীত হতো তবে আমাদের কাজ সম্পূর্ণ হতো। এটা ছিল জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর শিক্ষা

বিস্তার সংক্রান্ত বিল। এই বিলে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, প্রত্যেকটি কাউন্টিকে ৫ বা ৬ মাইল বর্গ আয়তন বিশিষ্ট অঞ্চলে ভাগ করা হবে এবং প্রত্যেকটি অঞ্চলে পড়া, লেখা ও সাধারণ পাটীগণিত শেখাবার জন্য একটি করে স্কুল স্থাপন করা হবে। প্রতি বৎসর এইসব বিদ্যালয় থেকে সবচেয়ে কৃতী ছাত্রদের বাছাই করে, তাদের জন্য সরকারী ব্যয়ে জেলা স্কুলে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে এবং জেলা স্কুলগুলি থেকে কয়েকজন প্রতিভাবান ছাত্রকে বাছাই করে, তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত প্রয়োজনীয় বিদ্যা অধ্যয়ন করার সুযোগ দেওয়া হবে। নানা অবস্থার মানুষের মধ্য থেকে এইভাবে মেধাবী ও যোগ্য ছাত্রদের বেছে নিয়ে তাদের এমনভাবে শিক্ষিত করা হবে যে, দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে তারা ধনী ও বংশমর্যাদাসম্পন্ন প্রার্থীদের প্রতিযোগীতায় হারিয়ে দিতে পারে।······যদিও এই আইন এখনও গৃহীত হয়নি, আমি আশা করি কোন স্বদেশ-প্রেমিক আরও অনুকূল পরিস্থিতিতে এই প্রস্তাব আবার উত্থাপন করবে এবং একে সরকারী ইমারতের খিলানের মধ্যবর্তী প্রস্তরখণ্ডে পরিণত করবে।

অভিজাত সম্প্রদায় সম্বন্ধে আরও বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাবো, আমেরিকায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে পুরাতন পৃথিবীর (ইউরোপের- অনুবাদক) মানুষ ছাড়া অন্য কোন ধরণের মানুষের অস্তিত্ব জানা ছিল না। সীমাবদ্ধ জায়গায় ঘন বসতির ফলে ইউরোপের মানুষগুলি পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। এ মানুষগুলির জন্য যে-ধরণের গভর্ণমেন্ট তৈরী হয়েছে, আমেরিকার অধিবাসীদের অবস্থা তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে প্রত্যেক মানুষ, যদি চায়, জীবিকা অর্জনের জন্য জমি পেতে পারে, অথবা সে যদি অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করতে চায়, তবে সে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারে এবং বৃদ্ধ বয়সে বিনা পরিশ্রমে জীবন ধারণের ব্যবস্থাও করতে পারে। প্রত্যেক মানুষ এই সুখকর অবস্থায় বা নিজ সম্পত্তির স্বার্থে আইন ও শৃঙ্খলা মেনে চলার আগ্রহ দেখাবে। নিজের নিরাপত্তা ও সুবিধার জন্য এই মানুষেরা সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বজায় রাখবে ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করবে, যা, ইউরোপের সহরগুলির উচ্ছৃঙ্খল জনতা, বিকৃত ক'রে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে যা-কিছু, তা সমস্তই নষ্ট করবে।

আমেরিকার কৃষকেরা শ্রেণী-সমাজের অন্তরায়

(এইচ, জি, স্প্যাফোর্ডকে লিখিত পত্র, ১৮১৪ সাল)

নিজের দেশ ও সংবিধান অপেক্ষা ইংল্যাণ্ড ও রাজতন্ত্রের প্রতি বেশী আসক্তির জন্য আপনি সওদাগর, পুরোহিত ও ব্যবহারজীবীদের যে নিন্দা করেছেন তার

সঙ্গে আমি একমত। সওদাগরদের কোন দেশ নেই। যে দেশে ব্যবসা করে তারা লাভ করে সেই দেশের প্রতি তাদের যতখানি অনুরুক্তি, যে দেশে তারা শুধু বাস করে মাত্র, সে-দেশের প্রতিও ততটুকু। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে পুরোহিত সম্প্রদায় স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তারা চিরকাল স্বেচ্ছাচারীর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ, নিজেদের অনাচারের সমর্থনে তারা স্বেচ্ছাচারীর অনাচারের সহায়ক হয়েছে। অর্থ এবং ক্ষমতা যোগ্যতার দ্বারা অর্জন করা অপেক্ষা স্বেচ্ছাচারীর সহযোগী হয়ে লাভ করা অনেক সহজ এবং এই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তারা মানুষের কাছে প্রচারিত পবিত্রতম ধর্মকে বিকৃত করে, মানবজাতির অবোধ্য রহস্যও প্রলাপবাক্যে পরিণত করেছে।

ব্যবহারজীবীদের পক্ষে অবশ্য এটা নতুন। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন তারা তাদের সংবিধানের দৃঢ় সমর্থক ছিল। কিন্তু সেখানেও অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আমার মতে লর্ড কুকের প্রাথমিক বই-এর পরিবর্তে ব্ল্যাকষ্টোনের বই পড়ার দরুণ এই অবস্থা ঘটেছে। ব্ল্যাকষ্টোন এবং হিউম ইংল্যাণ্ডকে রক্ষণশীল মতবাদে দীক্ষিত করেছে এবং যে সমস্ত আমেরিকান যুবকের স্বকীয় স্বাধীনতা-বোধ হিউম এবং ব্ল্যাকষ্টোনের চতুর কুটতর্কের ঊর্ধে উঠতে পারিনি, তাদেরও রক্ষণশীল করে তুলেছে। এই দুটি বই, বিশেষ করে প্রথমটি, মানুষের স্বাধীনতা দমন করার কাজে যতটা সফল হয়েছে, বোনাপার্তির ১০ লক্ষ সশস্ত্রবাহিনী লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ নাশ করেও ততটা সফল হয়নি। অবশ্য এই হত্যাকাণ্ডের জন্য বোনাপার্তিকে সৃষ্টিকর্তার বিচারালয়ে দায়ী হতে হবে।

সশস্ত্রবাহিনীর আঘাতে আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে, এই ভয় আমার নেই। বরং আমাদের দেশে বিভিন্ন পেশায় যারা লিপ্ত, তাদের মধ্যে ইংরাজী বই, ইংরাজী কুসংস্কার, ইংরাজী আদবকায়দা, ইংরাজী মর্কটবৃত্তি, ইংরাজী প্রতারণা ও ইংরাজী ফন্দীর যে প্রচলন হচ্ছে, তাতেই আমার বেশী ভয়। এই সমস্ত প্রলোভনের বিরুদ্ধে নিরাপদ স্থানের জন্য আমি যখন আমার চতুর্দিকে তাকাই, তখন দেখি কৃষিজীবীদের বিস্তীর্ণ এলাকা, যেখানে মানুষের অবিকৃত মন, স্বাধীনতা-স্পৃহা ও শক্তিবোধ রয়েছে। এই কৃষিজীবীদের যদি আহ্বান করা যায়, তবে তারা আমাদের সহরের হিউমপন্থীদের ধ্বংস করতে পারবে এবং যে সমস্ত মূলনীতির জন্য ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আমরা সম্পর্কচ্ছেদ করেছি সেগুলি রক্ষা করতে পারবে।

ইংল্যাণ্ডের তুলনায় আমেরিকার শ্রমজীবীরা সুখী

(টি, কুপারকে লিখিত পত্র, ১৮১৪ সাল)

আমাদের দেশের জনসংখ্যার বৃহদংশই শ্রমজীবী। কায়িক অথবা মানসিক শ্রম ছাড়া জীবনধারণ করতে পারে, এরূপ ধনীর সংখ্যা অল্প এবং তাদের অর্থের পরিমাণও বেশী নয়। অধিকাংশ শ্রমজীবী সম্পত্তির মালিক, নিজেদের জমি কর্ষণ করে ; পারিবারিক জীবনযাপন করে এবং শ্রমের চাহিদা থাকার ফলে ধনী ও সমর্থ ব্যক্তিদের কাছ থেকে এমন পারিশ্রমিক আদায় করতে পারে যে, অল্প পরিশ্রমেই তারা ভালভাবে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ক'রে পরিবার প্রতিপালন করতে পারে। চূড়ান্ত পর্য্যায়ের শিল্পনৈপুণ্য অর্জ্জন করার জন্য তাদের ব্যস্ত হতে হয় না ; কেননা, ইংল্যাণ্ডের মত সুন্দর জিনিষ তৈরী করতে না পারলেও, তাদের প্রস্তুত জিনিষ বিক্রয় হবে।

অপরপক্ষে ধনী ও যারা আরামের জীবনযাপন করে, ইউরোপীয়দের সৌখীন জীবন সম্বন্ধে তাদেরও ধারণা নেই। তারা শ্রমজীবীদের চেয়ে কিছু বেশী স্বাচ্ছন্দ্যকর জীবনযাপন করে। সমাজের এই অবস্থার চেয়ে ভাল আর কি বাঞ্ছনীয় হতে পারে ?

আমি এই তুলনামূলক আলোচনায় সেই শ্রেণীর শ্রমজীবীদের বাদ দেবোনা, যাদের দেহের বর্ণ, (যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অংশে) তাদের অপরের ইচ্ছাধীন জীবনযাপন করতে বাধ্য করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে, এমন কি এরাও ইংল্যাণ্ডের দিনমজুর বা কারিগরের চেয়ে উৎকৃষ্টতর আহার পায়, ভাল গরম পোষাক পরতে পায় ও অল্প পরিশ্রম করে। এরা অভাববোধ না ক'রে বহু পরিবারের মধ্যে বাস করার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে, যে সাচ্ছন্দ্য ইংল্যাণ্ডের খুব অল্প শ্রমজীবীর আছে। একথা সত্য যে তাদের উপর দৈহিক অত্যাচার হয়, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের লক্ষ লক্ষ সৈনিক ও নাবিক কি একই অত্যাচার ভোগ করে না ? চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পর বয়স বা দৈহিক অক্ষমতার দরুণ তারা যখন কাজের অনুপযুক্ত হয়, তখন তাদের জীবনধারণের কি নিশ্চয়তা আছে ? আফ্রিকানদের মত ইংল্যাণ্ডের নাবিকরাও কি তাদের সম্মতি ছাড়াই, তাদের ব্যক্তিসত্তার স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে বলপূর্বক ক্রীতদাসে পরিণত হয় নি ? ক্রীতদাস, নাবিক ও সৈনিকদের উপর দৈহিক অত্যাচারের মত ইংল্যাণ্ডের শ্রমজীবীরা কি অভাবজনিত মানসিক অত্যাচারে মালিকদের স্বেচ্ছাচারের অধীন নয় ? আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি দাসপ্রথার সমর্থন করছি না। অপর একটি জাতির স্বজাতীয়ের প্রতি

অন্যায় ব্যবহার দেখিয়ে বিদেশীদের প্রতি আমরা যে অন্যায় ব্যবহার করেছি, তার যুক্তি দিচ্ছি না। বরং এই নৈতিক ও রাজনৈতিক নীচতার প্রতিটি চিহ্ন বিলোপ করার উদ্দেশ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা করার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু বর্তমানে আমি এক বর্ণের মানুষদের অবস্থা ও দুঃখভোগের পরিমানের সঙ্গে আর এক বর্ণের মানুষদের অত্যাচারের ফলে দুঃখভোগের পরিমানের তুলনা করছি এবং এই উভয় অবস্থাকেই সমভাবে নিন্দা করছি।

এখন আমি সংখ্যার হিসাবে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার অধিবাসীদের সুখের তুলনা করছি। ইংল্যাণ্ডে কেবলমাত্র অভিজাত সম্প্রদায়ই সুখের ভাগী; নিঃস্ব ও শ্রমজীবীদের অনুপাতে এই সংখ্যা কত হয় আপনি আমার থেকে ভাল জানেন। যদি অনুমান করা যায় যে এই অনুপাত একশতে চার জন, তবে জাতির জনসংখ্যার এক ভাগ সুখী ও ২৫ ভাগ দুঃখী। যুক্তরাষ্ট্রে এই অনুপাত ৮০ লক্ষে শূন্য, অর্থাৎ আমেরিকায় দুঃখী কেউ নেই; সকলেই সুখী। কিন্তু বলা হয় তাদের দেশরক্ষার ব্যবস্থা আছে, আমাদের নেই। তা কি করে হয়? আমরা কি মানুষ নই? আমরা মানুষ ঠিকই; তবে আমাদের দেশবাসীরা নিজ দেশে এত সুখী যে এরা দৈনিক এক শিলিং বেতনে গুলী খাওয়ার জন্য সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করবে না। সেই জন্য দেশরক্ষার জন্য আমাদের দেশে স্থায়ী সেনাবাহিনী নেই; কারণ আমাদের দেশে এমন নিঃস্ব লোক নেই, যাদের মধ্য থেকে লোক সৈনিক হবে। গ্রীক এবং রোম্যানদেরও স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিল না, কিন্তু তবুও তারা দেশরক্ষা করেছিল। গ্রীকরা আইন ক'রে এবং রোম্যানরা নিজেদের বিক্রমে স্থায়ী সেনাবাহিনীর মত অত্যাচারের যন্ত্র শাসকদের হাতে তুলে দেয় নি। তাদের নিয়ম ছিল প্রত্যেক মানুষকে সৈনিক হতে হবে এবং যেখানেই দেশের নিশান উড়বে—সেখানেই যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই রীতি তাদের অজেয় করেছিল। এই একই উপায়ে আমরাও অজেয় হবো।

(২) শিক্ষা

জনশিক্ষাই গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ

(ভার্জিনিয়ার উপর লিখিত নোট)

পৃথিবীতে প্রত্যেক গভর্ণমেন্টেই মানুষের দুর্বলতার কোন না কোন চিহ্ন আছে, দুর্নীতি ও অধঃপতনের অঙ্কুর আছে যা ধূর্ত মনুষ্যেরা আবিষ্কার করবে ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা চর্চা করে বাড়িয়ে তুলবে। গভর্ণমেন্টের অবনতি তখনই

হয়, যখন জনসাধারণ কেবলমাত্র শাসকশ্রেণীর উপর নির্ভর করে থাকে। জনসাধারণই রাষ্ট্র ক্ষমতা গচ্ছিত রাখার একমাত্র নিরাপদ স্থান এবং জনসাধারণকে নিরাপদ রাখতে হলে তাদের মানসিক উন্নতি সাধন করা দরকার। তাই জনশিক্ষার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে সংবিধানের সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্টের উপর প্রভাব বিস্তারে সমস্ত মানুষের অংশ থাকা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি সর্বোচ্চ শাসনকর্তৃত্বে অংশগ্রহণ করে, তবেই গভর্ণমেণ্ট নিরাপদ হবে।

(ওয়াইদকে লিখিত পত্র, ১৭৮৬ সাল)

আমি মনে করি জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সংক্রান্ত বিল সকল আইনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ। সুখ এবং স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য এর থেকে নিশ্চিত ভিত্তি আর কিছু উদ্ভাবণ করা যায় না। যদি কেউ মনে করে রাজা, অভিজাত সম্প্রদায় ও পুরোহিতরা জনসাধারণের সুখ-বিধানের পক্ষে সর্বোত্তম ব্যক্তি, তবে তাকে প্যারিসে পাঠিয়ে দিন। তার নির্বুদ্ধিতা সংশোধনের পক্ষে পৃথিবীতে এই স্থানই সর্বোত্তম শিক্ষালয়। সে এখানে নিজের চক্ষে দেখতে পাবে এরা সবাই মিলে জনসাধারণের সুখ হরণ করছে। বিশেষ করে এই দেশেই এদের শক্তিমত্তার সবচেয়ে ভাল পরিচয় পাওয়া যাবে। যে দেশের মাটি পৃথিবীর মধ্যে সেরা, আবহাওয়া চমৎকার এবং মানুষগুলি যতদূর সম্ভব হিতকামী, আনন্দপূর্ণ ও বন্ধুভাবাপন্ন, যেখানে মানুষ এতবেশী প্রকৃতির আশীর্বাদ-পুষ্ট সেখানেও তারা রাজা, অভিজাত সম্প্রদায় ও পুরোহিতের দ্বারা এবং কেবল তাদের দ্বারাই দুঃখভারাক্রান্ত।

অজ্ঞতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে, এই কথা প্রচার করুন। সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য আইন প্রণয়ন করুন। দেশবাসীরা জানুক যে তারাই আমাদের সমস্ত অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য তাদের যে কর দিতে হবে, রাজা, পুরোহিত ও অভিজাত সম্প্রদায়কে পুষতে তার হাজার গুণ বেশী কর দিতে হবে আর আমরা জনসাধারণকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখলে আমাদের মধ্যে রাজা, পুরোহিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে। আমার মনে হয় ইল্যাণ্ডের জনসাধারণ ফ্রান্সের জনসাধারণের চেয়ে কম অত্যাচার ভোগ করে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে যে তাদের মধ্যেও স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঝোঁক রয়েছে ; আভিজাত্য, অর্থ এবং জাঁকজমক তাদের প্রশংসার বস্তু। আমরা আমেরিকায় তাদের যতটা স্বাধীনচেতা মানুষ বলে মনে করি, আসলে তারা তা নয়। তাদের দেশে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা অল্প এবং তারা আমাদের দেশের লোকের চেয়ে কম শিক্ষিত এবং অনেক কম কুসংস্কার বর্জিত।

(প্রাইসকে লিখিত পত্র, ১৭৮৯ সাল)

প্রয়োজনবোধে এবং প্রমাণের কাছে নতি স্বীকার করে আমি বলবো যে যেখানেই মানুষ শিক্ষিত সেখানেই তাদের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দিয়ে বিশ্বাস করা যেতে পারে ; যখনই এতদূর অন্যায় চলতে থাকবে যে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তখনই তারা সেই অন্যায় রোধ করবে, এই ভরসা করা যেতে পারে।

কৃষিকার্যে নৈপুণ্যের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন

(ডেভিড উইলিয়াম্‌স্‌কে লিখিত পত্র, ১৮৩৩ সাল)

যে কৃত্রিম উপায়ে শিক্ষালাভে প্রতিযোগীতার সৃষ্টি করা যায়, সেই উপায়ে কৃষিকার্যকেও মর্যাদাপূর্ণ কাজ হিসাবে লোকচক্ষে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। কৃষি প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞান। রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি এই বিজ্ঞানের সহায়ক। প্রত্যেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার জন্য অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করা উচিত এবং অধ্যয়নরত ছাত্রদের সম্মানের চক্ষে দেখা উচিত। যুবকরা কৃষিবিজ্ঞানের শিক্ষা শেষ করার পর সমাজের অন্যান্য শ্রেণীতে ভীড় না করে কৃষিক্ষেত্রে কাজ করতে ফিরে যাক এবং যে বৃত্তিকে মানুষ ঘৃণার চক্ষে দেখে তাকে প্রাণবন্ত ও উন্নত করুক। নিম্নবেতনের স্কুলগুলিতে ছাত্রদের যে বিষয়ে সমাজের বর্তমান অবস্থায় পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই, সেই বিষয়ের পরিবর্তে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া উচিত এবং দেশের কৃষিজাত পণ্য ভোগ করার পরিবর্তে উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা করা উচিত। গভর্ণমেণ্টের সমস্ত অপ্রয়োজনীয় দপ্তরগুলিকে একে একে উঠিয়ে দিয়ে কর্মীদের ক্ষেত ও শিল্পের কাজে লাগিয়ে দেওয়া উচিত ; এর ফলে জমি থেকে মানুষের চলে আসার হিড়িক কমবে, উৎপাদন বাড়বে এবং দারিদ্র্য দূর হবে।

অজ্ঞলোকেরা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না

(কর্ণেল ইয়াঙ্গিকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

যদি সভ্য সমাজে কোন জাতি আশা করে যে অজ্ঞ হয়েও তারা স্বাধীন থাকবে, তবে তারা এমন কিছু আশা করে যা কখনও ঘটেনি ও ঘটবেনা। প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টেই শাসন কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের সম্পত্তি ও স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করতে চায়। জনসাধারণ ছাড়া স্বজাতি ও স্বাধীনতা গচ্ছিত রাখার নিরাপদ স্থান আর কোথাও নেই এবং এই জনসাধারণেরও তথ্যাভিজ্ঞ হওয়া চাই। যেখানে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আছে এবং সমস্ত মানুষ পড়তে জানে সেখানে সবই নিরাপদ।

(জার্ভিসকে লিখিত পত্র, ১৮২১ সাল)

জনসাধারণ ছাড়া সমাজের সর্বোচ্চ ক্ষমতা গচ্ছিত রাখার নিরাপদ স্থান আর কিছু আছে কিনা আমি জানি না এবং যদি আমরা মনে করি জনসাধারণ সুস্থ বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ব্যবহার করার মত যথেষ্ট শিক্ষিত নয়, তবে তার প্রতিষেধ শিক্ষার দ্বারা তাদের বিচারবুদ্ধি উন্নত করা, ক্ষমতা হরণ করা নয়।

জ্ঞানের প্রসার মানুষকে সুখী করবে

(ডক্টর ওয়াটার হাউসকে লিখিত পত্র, ১৮১৮ সাল)

যখন আমি ভাবি আমার জীবিতকালে কলা ও বিজ্ঞানের কি বিরাট অগ্রগতি হয়েছে, তখন আমার বিশ্বাস হয় যে বর্তমান যুগের মানুষেরও সমান অগ্রগতি হবে এবং আমি নিঃসন্দেহ যে এই অগ্রগতির ফলে তারা আরও জ্ঞানী হবে, যেমন আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের চেয়ে বেশী জ্ঞানী হয়েছি এবং আমাদের পিতৃপুরুষ, ডাইনীদের যারা পুড়িয়ে মারতো, তাদের চেয়ে বেশী জ্ঞানী হয়েছিলেন।

(অজ্ঞাত ব্যক্তিকে, ১৮২১ সাল)

অন্য গবর্ণমেন্টের চেয়ে প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থায় বিজ্ঞানের গুরুত্ব অনেক বেশী। আমাদের মত শিশু দেশের উন্নতি সাধনে দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত ও অগ্রসর দেশগুলির বিজ্ঞানের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল হতে হবে। বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুযোগ আমরা যদি গ্রহণ না করি, তবে আমরা অনুন্নতই থেকে যাবো।

আমেরিকার যুবকদের শিক্ষার জন্য ইউরোপে পাঠাবার প্রয়োজন কি ?

(ব্যানিষ্টারকে লিখিত পত্র, ১৭৮৫ সাল)

আমেরিকার যুবকদের শিক্ষার জন্য ইউরোপে পাঠাবার প্রয়োজন কি ? আমাদের দেশে আমেরিকানদের কি কি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন? প্রাচীন ভাষা, আধুনিক ভাষার মধ্যে প্রধানতঃ ফরাসী, স্পেনীয় ও ইতালীয় ভাষা, গণিত শাস্ত্র, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ইতিহাস ও নীতি শাস্ত্র। একথা সত্য যে আধুনিক ভাষায় কথা বলবার অভ্যাস আমেরিকায় ভালভাবে অর্জন করা যায় না, কিন্তু অন্য সমস্ত বিষয় ইউরোপের যে-কোন

স্থানের মত উইলিয়াম ও মেরী কলেজে শিক্ষালাভ করা যায়। কলেজের শিক্ষা শেষ করার পর আমেরিকার যুবক যখন নাগরিক জীবনের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তাকে আইন অথবা পদার্থ বিজ্ঞানে পারদর্শী হতে হবে। প্রথমটির জন্য মিঃ ওয়াইদের চেয়ে ভাল শিক্ষক সে আর কোথায় পাবে? দ্বিতীয়টির জন্য অবশ্য তাকে ইউরোপ যেতে হবে; যারা চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করবে, কেবল তাদেরই ইউরোপ যাওয়া প্রয়োজন।

এখন দেখা যাক আমেরিকার যুবকদের ইউরোপে পাঠানোর কুফল কি? এ সম্বন্ধে সমস্ত আলোচনা করতে গেলে একটি বইভর্তি করে ফেলতে হয়। আমি বাছবিচার করে মাত্র কয়েকটি অসুবিধার উল্লেখ করবো। যদি সে ইংল্যাণ্ডে যায়, তবে মদ্য পান, ঘোড়দৌড়, মুষ্টিযুদ্ধ করতে শিখবে। এইগুলিই ইংল্যাণ্ডে শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। ইংল্যাণ্ডে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে শিক্ষালাভ করতে গিয়ে ছাত্রদের সাধারণতঃ এই অবস্থা ঘটে—সে ইউরোপীয় সৌখীনতা ও অপব্যয়িতা আয়ত্ত করে এবং নিজের দেশের সরল জীবনের প্রতি তার ঘৃণা জন্মে। ইউরোপের অভিজাত সম্প্রদায় যেসব সুযোগ-সুবিধা পায়, সেগুলির প্রতি সে মোহাবিষ্ট হয় এবং তার নিজের দেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে চমৎকার সাম্য রয়েছে, তাকে সে হেয় জ্ঞান করে; ক্রমে ক্রমে সে অভিজাত সম্প্রদায় বা রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী হয়। বিদেশে সে যাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে তারা কোনদিনও তার উপকারে আসবে না, অথচ স্বদেশে যাদের সঙ্গে তার বিশ্বস্ত ও স্থায়ী বন্ধুত্ব হতে পারতো, তাদের সঙ্গে সেই সম্পর্ক স্থাপনের উপযুক্ত সময় তার জীবনে নষ্ট হয়; প্রবল কামনার বশবর্তী হয়ে সে মেয়েদের গোপন সম্পর্কে আসে এবং নিজের ও অপরের সুখ বিঘ্নিত করে অথবা পতিতাসক্ত হয়ে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করে, উভয় ক্ষেত্রেই সে বিবাহিত জীবনের আনুগত্যকে অভদ্রোচিত ও সুখের পরিপন্থী মনে করে। সে ইউরোপীয় মেয়েদের ভোগাসক্তিপূর্ণ বেশবাস ছলাকলা মনে রাখে ও নিজ দেশের মেয়েদের সরলতা ও পবিত্র ভালবাসার প্রতি ঘৃণা ও করুণা দেখায়। যে সমস্ত স্থানে মেয়েদের সঙ্গে তার প্রথম সম্পর্ক গড়ে ওঠে ও প্রথম আনন্দের স্বাদ পায়, সেই সমস্ত দৃশ্য সারাজীবন তার স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকে। সে বিদেশী হয়ে দেশে ফিরে, নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার উপযুক্ত পারিবারিক মিতব্যয়িতা সে শেখে না, তার নিজের মাতৃভাষায় সে কথা বলে ও লেখে বিদেশীর মত এবং স্বাধীন দেশে মাতৃভাষায় রচনা ও বক্তৃতার দ্বারা যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করা যায়, তা সে পারে না। কারণ, আমার বিবেচনায় রচনা ও বক্তৃতার স্বকীয় রীতি, জীবনের প্রথম দিকে যখন কল্পনার প্রবণতা থাকে ও মনের উপর স্থায়ী ছাপ পড়ে, তখনই আয়ত্ত করা যায়। আমি

মনে করি, যে মানুষ ১৫ থেকে ২০ বছর বয়স পর্যন্ত বিদেশে অতিবাহিত করে সে তার মাতৃভাষায় লেখা বা বক্তৃতায় চমৎকারিত্ব অর্জ্জন করতে পারে না। কোন লোক দুই ভাষায় সমান উৎকর্ষ লাভ করতে পারে না। যে ভাষার সঙ্গে সে বাল্য-কাল থেকে পরিচিত, সেই মাতৃভাষায় সে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, একজন আমেরিকান ইউরোপে শিক্ষার জন্য এসে জ্ঞান, নৈতিক চরিত্র, স্বাস্থ্য, অভ্যাস ও সুখ সব দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইউরোপে আসার পূর্বে এ সম্বন্ধে আমার শুধু সন্দেহ ছিল, এখানে এসে আমি যা দেখেছি ও শুনেছি তাতে আমার সন্দেহ ঠিক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। আমেরিকার দিকে তাকিয়ে দেখুন, কারা শিক্ষায় ও বাগ্মীতায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছে, কারা তাদের দেশ-বাসীর ভালবাসা ও আস্থা লাভ করেছে ও উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে! সেই সমস্ত মানুষ যারা নিজ দেশে শিক্ষিত হয়েছে, যাদের আচার-ব্যবহার, নীতিবোধ ও অভ্যাস দেশবাসীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে গঠিত হয়েছে।

জনশিক্ষাই মানুষের সুখের মুল

(সি, সি, ব্ল্যাচলীকে লিখিত পত্র, ১৮২২ সাল)

জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য, সদগুণ বৃদ্ধির জন্য ও সুখবিধানের জন্য জনশিক্ষার প্রসারই আমার মতে একমাত্র উপায়। প্রত্যেক চারাগাছ পুষ্ট হবে ও প্রত্যেক গাছ ফল দেবে আশা করার মত প্রত্যেক মানুষকে যে কোন উপায়ে সৎ করা যাবে এরূপ আশা করা নিরথক। কাঁটা লতা ও কাঁটা গাছ যেমন কখনই আঙ্গুরলতা ও জলপাই গাছে পরিণত হতে পারে না, পরিচর্য্যার দ্বারা তাদের কঠোরতা শুধু হ্রাস করা যায়, মানুষ সম্পর্কেও তাই। বিশ্বের শৃঙ্খলার ও অর্থ-নীতিতে তাদের উপযোগীতা বৃদ্ধির জন্য তাদের উন্নতি করা যায়। আমি আশা করি বর্তমানে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের যে প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে, তার মধ্যে মানবজাতির সুখ নিহিত এবং এই অগ্রগতি অনন্ত না হলেও, অনির্দিষ্ট।

(৩) সংবাদপত্র

স্বাধীন সংবাদপত্র জনসাধারণের স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষাকবচ

(ক্যারিংটনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৭ সাল)

আমি বুঝেছি জনসাধারণের সৎবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনীর মত আমাদের রক্ষক। তারা সাময়িকভাবে বিপথে পরিচালিত হতে পারে, কিন্তু শীঘ্রই তারা

নিজেদের সংশোধন করে নেয়। শাসকবর্গের দোষগুণ বিচার করার একমাত্র কর্তা জনসাধারণ ; তারা ভুল বিচার করলেও শাসনপ্রতিষ্ঠানগুলিকে মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না। জনসাধারণের এরূপ ভুল বিচারকে কঠোরভাবে শাস্তি দিলে স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র উপায়কে দমন করা হয়। জনসাধারণের ভ্রান্তিপূর্ণ হস্তক্ষেপ বন্ধ করার উপায় সংবাদপত্রের মারফৎ সমস্ত ঘটনার পূর্ণ সংবাদ প্রদান করা এবং সংবাদগুলি যাতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় তার ব্যবস্থা করা। যেহেতু আমাদের গভর্ণমেণ্ট জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেহেতু জনমতকে ঠিক পথে রাখাই গভর্ণমেণ্টের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যদি আমাকে এই বিষয় স্থির করতে দেওয়া হয় যে, সংবাদপত্রহীন গভর্ণমেণ্ট থাকা উচিত, কি গভর্ণমেণ্টহীন সংবাদপত্র থাকা উচিত, তবে আমি দ্বিতীয়টা বেছে নিতে একটুও ইতস্ততঃ করবো না। আমি এই অর্থে একথা বলছি যে, প্রত্যেক নাগরিক পঠনক্ষম হবে এবং সংবাদপত্র সকলের পক্ষে সহজলভ্য হবে। আমার স্থির বিশ্বাস এই যে ইউরোপীয় গভর্ণমেণ্টগুলির অধীন জনসাধারণের তুলনায় আমেরিকার রেডইণ্ডিয়ানদের গভর্ণমেণ্টহীন সমাজে মানুষ অনেক বেশী সুখী। আদিম অধিবাসীদের সমাজে জনমত আইনের কাজ করে এবং যে কোন সভ্য দেশের আইনের মতই কঠোরভাবে মানুষের নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। ইউরোপীয় সমাজে শাসন করার ভান করে জাতিকে নেকড়ে বাঘ ও মেষ, এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। আমি অবস্থা অতিরঞ্জিত করে বলছি না। এইটাই ইউরোপের সত্যকার ছবি। সুতরাং জন-মানসের সঙ্গে একাত্ম হোন, তাদের সমস্ত বিষয় অবধানের সুযোগ দিন, তাদের ভুলভ্রান্তিকে অত্যন্ত কঠোর ভাবে না দেখে, তাদের শিক্ষিত করে সংশোধন করুন। যদি তারা রাষ্ট্রীয় বিষয় একবার অনবহিত হয়, তবে আমি, আপনি, কংগ্রেস, এ্যাসেম্বলী, জজ, গভর্ণর সবাই নেকড়ে বাঘ হয়ে উঠবো। ব্যক্তিবিশেষে ব্যতিক্রম সত্বেও, বোধহয় সাধারণভাবে মানুষের স্বভাব এই যে, মানুষই একমাত্র জীব, যে তার স্বজাতীয়কে ভক্ষণ করে ; অভিজ্ঞতাও এই কথাই সমর্থন করেন। ইউরোপে দরিদ্র জনসাধারণ যেভাবে ধনী সম্প্রদায়ের শিকারে পরিণত হয়, তাতে আমি ইউরোপীয় গভর্ণমেণ্টগুলিকে নেকড়ে বাঘের থেকে নরম আখ্যা দিয়ে বর্ণনা করতে পারি না।

(ওয়াশিংটনকে লিখিত পত্র, ১৭৯২ সাল)

কোন গভর্ণমেণ্টই সমালোচনার ঊর্ধে হতে পারে না এবং যেখানে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আছে, সেখানে কোন গভর্ণমেণ্টই সমালোচনা থেকে মুক্ত থাকতে পারেনা। গভর্ণমেণ্ট যদি সৎপথে চলে তবে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার ন্যায়সংগত

প্রক্রিয়ায় ভয় পাওয়ার তার কারণ নেই। ধর্ম বলুন, আইন বলুন, রাজনীতি বলুন, সমস্ত ক্ষেত্রেই সত্য উদঘাটন করার আর কোন উপায় প্রকৃতি মানুষকে দেয় নি।

স্বাধীন সংবাদপত্র অত্যাচারের উপর মানুষের জয়

*(ভার্জিনিয়া ও কেণ্টাকি অধিবেশনে প্রস্তাব, ১৭৯৯ সাল) *

প্রত্যেক রাজ্যে, সম্ভবতঃ ইউনিয়নেও সর্ব ধরণের জন-প্রতিনিধিদের গুণ ও কার্যসূচী প্রচারে সংবাদপত্রগুলি যে স্বাধীনতা ভোগ করছে, তাতে তারা কোন কোন সময় আইনের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।···প্রত্যেক জিনিষেরই সঙ্গত ব্যবহারে কিছু-না-কিছু অপব্যবহার হয়ে থাকে এবং সংবাদপত্র সম্বন্ধেও একথা সবচেয়ে বেশী করে খাটে। যুক্তরাষ্ট্রে এটাই রীতিসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, কতকগুলো শাখাকে ছেঁটে ফেলে ফলপ্রসূতা নষ্ট করে দেওয়ার পরিবর্তে বরং কয়েকটা অকেজো শাখাকে বেড়ে উঠতে দেওয়া ভাল। যিনিই চিন্তা করবেন, তিনিই এই নীতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন ; তার কারণ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অপব্যবহারের বহু দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও কুসংস্কার ও অত্যাচারের উপর মুক্তি ও মানবতার যে জয় হয়েছে, তার জন্য পৃথিবীর মানুষ সংবাদপত্রের কাছে ঋণী। যে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে আমরা স্বাধীন ও মুক্ত জাতি গঠন করতে পেরেছি, তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সেই একই কল্যাণকর উৎসের কাছে অনেকাংশে ঋণী। রাজনৈতিক পদ্ধতির উন্নতিসাধন করে আমরা যে সুখবিধায়ক রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তুলেছি তাতে সংবাদপত্রের দান কিছু কম নয়।

কিন্তু সংবাদপত্র উত্তেজনা সৃষ্টি করে চলে

(এলব্রিজ গেরীকে লিখিত পত্র, ১৮০১ সাল)

ভাবপ্রবনতার ঐক্য সংবাদপত্র প্রকাশকদের স্বার্থবিরোধী। পুরোহিত সম্প্রদায়ের মত তারাও উদ্দীপনা প্রজ্বলিত করে ও দ্বিমত সৃষ্টি করে সুবিধালাভ করে। যেমন ধর্মে তেমনি রাজনীতিতে, মতবিরোধ আমাদের আগ্রহ বাড়ায় এবং যারা আমাদের এই ক্ষুধার খাদ্য পরিবেশন করে তাদের আমরা মুক্তহস্তে অর্থদান করি। কাজেই সংবাদপত্র প্রকাশ করা আমাদের মধ্যে মতৈক্য চাইতে পারে না, আমাদের শান্তিতে থাকতে দিতে পারে না। তাহলে তাদের আর কোর মূল্য থাকবে না, তাদের হাল চষতে চলে যেতে হবে।

* জেফারসন ও ম্যাডিসন একত্রে এটা রচনা করেছিলেন

(পিক্‌টেট কে লিখিত পত্র, ১৮০৩ সাল)

বস্তুতঃপক্ষে আমাদের দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অপব্যবহার যতদূর হয়েছে আর কোন সভ্য দেশে তা হয়নি এবং আর কোন দেশ এতটা সহ্য করে নি। কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতার যথার্থ ব্যবহার ও অপব্যবহারের মধ্যে পার্থক্যের স্পষ্ট রেখা টানা খুব মুস্‌কিল। আমরা দেখেছি সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্য বিচারের ভার ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর না দিয়ে, জনসাধারণের বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করা অনেক ভাল। আজ পর্যন্ত জনসাধারণ বিস্ময়করভাবে সঠিক বিচার করেছে।

সহনশীলতার পরীক্ষা

(বিচারপতি টাইলরকে লিখিত পত্র, ১৮০৪ সাল)

আমরা যে পরীক্ষা করে চলেছি এর থেকে চিত্তাকর্ষক বিষয় আর কিছু হতে পারে না এবং আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, মানুষকে যুক্তি ও সত্যের দ্বারা শাসন করা যায়, এই তথ্য আমাদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হবে। সুতরাং জন-সাধারণের সামনে সত্যের সকল পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এযাবৎ দেখা গেছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এই উদ্দেশ্য-সাধনের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায়। নিজেদের কার্যাবলী সম্বন্ধে তদন্তে যারা ভীত, তারাই প্রথম সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে চায়। সম্প্রতি সংবাদপত্রের মিথ্যাচার সম্বন্ধে জনসাধারণ যে মনোভাব দেখিয়েছে এবং সত্য ও মিথ্যা নির্ণয়ে যে বোধশক্তি প্রকাশ করেছে, তাতে তারা সত্য মিথ্যা উভয় দিক শুনে সঠিক বিচার করতে পারে, এই বিশ্বাস আমার হয়েছে। তাদের বোধশক্তির উপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া বা বহিরঙ্গের জাঁকজমক দেখিয়ে তাদের চিত্ত-বিমোহন করার কোনই প্রয়োজন নেই। তারা সাধারণ জ্ঞান দিয়ে সমস্ত জিনিষ বিচার করার অভ্যাস করে এবং যুক্তি দিয়ে বিচার করে। এই জন্য তারা বাস্তবে যে সম্মানের অধিকারী হয়, সে জাঁকজমকের কৃত্রিম সম্মানের চেয়ে অনেক নিশ্চিত।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অপব্যবহার দুঃখজনক হলেও, সহ্য করতে হবে

(দ্বিতীয় উদ্বোধনী ভাষণ, ৪ঠা মার্চ, ১৮০৫ সাল)

যথেচ্ছাচারিতা ও দুঃসাহসের বশবর্তী হয়ে সংবাদপত্র আমাদের উপর সর্ব-প্রকার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞান ও ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার অপব্যবহার গভীর দুঃখের বিষয়, কারণ এরূপ

অপব্যবহারের ফলে সংবাদপত্রের উপযোগীতা হ্রাস পাওয়ার এবং নিরাপত্তা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। মিথ্যা ও সম্মানহানিকর সংবাদ পরিবেশনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্যে আইনতঃ যে দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা আছে, তা প্রয়োগ ক'রে এদের সংশোধন করা যায়। কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা অধিকতর জরুরী অন্য কর্তব্য পালনে ব্যস্ত থাকায় অপরাধীরা বিধিসম্মত শাস্তি থেকে রেহাই পেয়েছেন, জনসাধারণের বিদ্বেষই এদের শাস্তি হবে।

ক্ষমতার গ্রাসমুক্ত আলোচনার স্বাধীনতা থাকলেই সেটা সত্য প্রচার ও সংরক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট হয় কিনা, অথবা কোন গভর্ণমেণ্ট যদি সংবিধানের অন্তর্নিহিত সত্য অনুসরণ করে সততা ও উৎসাহের সঙ্গে কার্য নির্বাহ করে এবং সকল বিশ্ববাসীকে সাক্ষী রেখে করা যায় না, এমন কাজ করতে অনিচ্ছুক থাকে, তবে সেই গভর্ণমেণ্টকে মিথ্যা ও মানহানিকর প্রচারের দ্বারা হীন প্রতিপন্ন করা যায় কিনা—এই ধরণের পরীক্ষা ন্যায়সঙ্গত ও পূর্ণভাবে হওয়া উচিত। পৃথিবীর মানুষের কাছে এই পরীক্ষা কম চিত্তাকর্ষক নয়। আমরা এই পরীক্ষা করেছি, আপনারা এই দৃশ্য দেখেছেন। নাগরিকরা শান্ত ও সংযতভাবে সমস্ত লক্ষ্য করেছে এবং দেখেছে কোন প্রচ্ছন্ন উৎস থেকে এই উপদ্রবের সূত্রপাত হয়। সংবিধান যখন তাদেরকে ভোটের মধ্য দিয়ে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে আহ্বান করেছে, তখন জনসাধারণ তাদের রায় দিয়েছে; যারা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের কাজ করেছে তারা সম্মান পেয়েছে এবং মানবজাতির যারা সুহৃদ, যারা বিশ্বাস করে মানুষকে ক্ষমতা দিয়ে নির্ভর করা যায়, তারা সান্ত্বনা পেয়েছে।

এর থেকে কেউ যেন এ ধারণা না করেন যে মিথ্যা ও মানহানিকর প্রকাশনের আইনসঙ্গত শাস্তিবিধান করা উচিত নয় বলে আমি মনে করি। যাদের অবসর আছে তারা আইনের বলে সংবাদপত্রের অনাচার দূর করে জনসাধারণের শান্তি ও নৈতিক মান রক্ষা করুন। কিন্তু যে পরীক্ষার আমি উল্লেখ করেছি তার উদ্দেশ্য এই কথাই প্রমাণ করা যে, মিথ্যা তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মত ও সংবাদপত্রের সংশোধনের জন্য আইনসঙ্গত বাধানিষেধের প্রয়োজন করে না, জনসাধারণ সব কথা শুনে ভুল মত ও ভুল যুক্তি সংশোধন করতে পারে। জনমনের বিচার ছাড়া আর কোন উপায়ে সংবাদপত্রের অপরিমেয় স্বাধীনতা ও অধোগামী যথেচ্ছাচারের মধ্যে নির্দিষ্ট রেখা অঙ্কিত করা যায় না। তবুও যদি অনুচিত আচরণ চলতে থাকে যা জনমতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার নয়, তবে এই নিয়মের পরিপূরকরূপে জনমত নিয়ন্ত্রণের রীতি গ্রহণ করতে হবে।

সংবাদপত্রের মিথ্যাচার

(টি, ওর্টম্যানকে লিখিত পত্র, ১৮১৩ সাল)

আমি যদি সংবাদপত্রের প্রকাশক হতাম তবে সংবাদগুলি আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক এই প্রচলিত ভাগে ভাগ না করে (১) সত্য (২) সম্ভাব্য (৩) অসমর্থিত ও (৪) মিথ্যা—এই কটি ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামায় সমস্ত সংবাদ পরিবেশন করতাম। বর্তমানে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা অখ্যাতিজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলি যেরূপ মিথ্যাশ্রয়ী হয়েছে তাতে সংবাদপত্রগুলি নিজেদের উপযোগীতা যতখানি নষ্ট করেছে, বোনাপার্তির সমস্ত দমনমূলক আইনও তা করতে পারেনি।

(ডক্টর জে, কুরীকে লিখিত পত্র, ১৭৮৬ সাল)

(সংবাদপত্রের মিথ্যাচার) এমন একটি অপকার যার কোন প্রতিকার নেই। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর আমাদের স্বাধীনতা নির্ভর করে এবং এই স্বাধীনতা সংকোচের অর্থ স্বাধীনতা হারানো।

(৪) সংখ্যালঘু অধিবাসী—নিগ্রো

প্রভুদের উপর দাসপ্রথার কুফল

(ভার্জিনিয়ার উপর লিখিত নোট)

প্রভু ও ক্রীতদাসের মধ্যে যে সম্পর্ক, তাতে একদিকে দুর্দমনীয় উত্তেজনা ও অন্তহীন স্বেচ্ছাচারী-ক্ষমতার নিরন্তর ব্যবহার ও অন্যদিকে অধোগামী আত্মসমর্পণ দেখতে পাওয়া যায়। শিশুরা এই ব্যবহার দেখেও অনুকরণ করতে শেখে ; কারণ মানুষ অনুকরণপ্রিয় জীব। মানুষের সমস্ত শিক্ষার মূলে আছে অনুকরণপ্রিয়তা। শৈশব থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মানুষ অপরকে যা করতে দেখে তাই শেখে। যদি কেউ নিজের প্রতি ভালবাসা বা অপরের প্রতি দয়াবশতঃ ক্রীতদাসের প্রতি ব্যবহারে উত্তেজনা দমন করতে নাও পারে, তবুও সন্তানের উপস্থিতি তার বাক্ দমনের পক্ষে যথেষ্ট কারণ হওয়া উচিত। কিন্তু সাধারণতঃ তাও হয় না। পিতা উত্তেজিত হয়ে গালিগালাজ করছে, পুত্র তাই দেখছে ও রাগপ্রকাশের ভাব আয়ত্ত করছে। সেও আবার অল্পবয়স্ক ক্রীতদাসদের উপর সেইমত ব্যবহার করছে ; ফলে সে তার নিকৃষ্টতম প্রবৃত্তির রাশ আলগা করে দিচ্ছে। এইভাবে গঠিত, শিক্ষিত ও দৈনন্দিন অত্যাচারী ব্যবহারে

অভ্যস্ত হয়ে তার স্বভাবের বিশ্রী পরিবর্তন ঘটছে। অনন্য সাধারণ মানুষ ছাড়া এই অবস্থায় কেউ নৈতিক অধঃপতন রোধ করে সদাচারী থাকতে পারে না।

যে-অবস্থায় নাগরিকদের অর্ধাংশ অপর অর্ধাংশের অধিকার পদদলিত করতে পারে, এক অংশ স্বেচ্ছাচারী ও অপর অংশ শত্রুতে পরিণত হয়, এক অংশের নীতিবোধ ও অপর অংশের দেশাত্মবোধ বিনষ্ট হয়, সে-অবস্থা রাষ্ট্রনায়কদের পক্ষে আবর্জনার ভারে দুর্বহ হয়ে ওঠে। যদি পৃথিবীতে ক্রীতদাসের নিজের কোন দেশ থাকে তবে নিশ্চয়ই সে এমন দেশকে নিজের বলে ভাববে না, যে দেশে জন্মলাভ করে অপরের জন্য তাকে পরিশ্রম করতে হবে, তার প্রকৃতিদত্ত সমস্ত ক্ষমতাকে পঙ্গু করে রাখতে হবে। তার কাজের দ্বারা মনুষ্যজাতির বিলুপ্তির পথ প্রশস্ত হবে, অথবা তার হতভাগ্য জীবনের ধারা পুরুষানুক্রমে অনন্তকাল ধরে চলবে।

নীতিবোধ নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিশ্রম করার ক্ষমতাও বিনষ্ট হয়। উষ্ণ আবহাওয়ায় মানুষ অপরকে দিয়ে কাজ করাতে পারলে নিজে করে না। কথাটি এমনই সত্য যে ক্রীতদাসদের প্রভুদের মধ্যে খুব অল্প কয়জনকেই কাজ করতে দেখা যায়। স্বাধীনতা ভগবানের দান, মানুষের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করলে ভগবান ক্রুদ্ধ হবেন, এই বিশ্বাস যখন আমরা জনসাধারণের মন থেকে মুছে ফেলবো, স্বাধীনতার একমাত্র দৃঢ় ভিত্তিভূমি সরে যাবে। জাতির স্বাধীনতা তখন আর নিরাপদ থাকবে না। আমি যখন চিন্তা করি ন্যায়পরায়ণ ভগবানের ন্যায় বিচার চিরকাল স্তব্ধ থাকবে না, তখন আমি আমার দেশের জন্য ভয়ে কম্পিত হই।

দাসপ্রথা বিলোপের আশা

(ভ্য মানিয়েরকে লিখিত পত্র, ১৭৮৬ সাল)

কত শক্তিশালী, কি দুর্বোধ্য যন্ত্র এই মানুষ! সে নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কঠিন পরিশ্রম, অনশন, বেত্রাঘাত, কারাদণ্ড, এমন কি মৃত্যুযন্ত্রণা পর্যন্ত সহ্য করতে পারে এবং পরমুহূর্তেই যে স্বাধীনতার আদর্শ তার জীবন-পরীক্ষায় প্রেরণা জুগিয়েছে, সে-সম্বন্ধে সে বধির হয়ে গিয়ে তারই মত অন্য মানুষকে দাসত্ব-শৃঙ্খল পরাতে পারে। যে দুঃখজনক অবস্থার অবসান কল্পে সে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছে, তার যুগ-পরিমিত দুঃখের চেয়ে ক্রীতদাসের এক ঘণ্টার জীবন অনেক বেশী দুঃখপূর্ণ। এই দুঃখের শেষ কবে হবে? আমাদের ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে এই আশায় যে সমস্ত বিধানের যিনি বিধানকর্তা, তিনি আমাদের দুঃখী ভাইদের মুক্ত করবেন। যখন তাদের অশ্রুর পাত্র কানায় কানায় ভরে

উঠবে, যখন তাদের আর্তনাদ স্বর্গের দেউলও ভারাক্রান্ত করবে, তখন নিঃসন্দেহে ভগবানের ন্যায়বিচার দুঃখীর দুঃখমোচনে জাগরিত হবে।

ক্রীতদাসদের মুক্তিদানের পরীক্ষা

(ই, ব্যাংক্রফ্‌ট্‌কে লিখিতপত্র, ১৭৮৯ সাল)

ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়ার অর্থ যে-লোকগুলির অভ্যাস দাসত্বে গঠিত হয়েছে, তাদের শিশুর মত অরক্ষিত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া। ভার্জিনিয়া প্রদেশে অনেক কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়ে তাদের জমিতে প্রজা হিসাবে বসিয়েছে। তার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে ক্রীতদাসরা কখন কোন ফসল বুনবে তা তাদের বলে দিতে হচ্ছে. কোন ঋতুতে কি রকম আবহাওয়ায় তাদের কোন্ কাজ করতে হবে তা ঠিক করে দিতে হচ্ছে, সর্বদা তাদের কাজের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে, এমন কি তাদের চাবুক মেরে কাজ করাতে হচ্ছে। যার নীতিবোধ অনন্য সাধারণ নয়, দাসপ্রথা তাকে চোর বানিয়ে দেয়। যে আইনতঃ সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে না, তার পক্ষে ধারণা করা শক্ত যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তি বল ছাড়া আর কিছু হতে পারে।

এই সমস্ত পরীক্ষার নিরুৎসাহব্যঞ্জক ফল সত্বেও আমি স্থির করেছি, আমেরিকায় পাকাপাকিভাবে প্রত্যাবর্তনের পর এই ধরণের একটি পরীক্ষা করবো। আমার যে কয়জন বয়স্ক ক্রীতদাস আছে, তার সমান সংখ্যক জার্মানকে আমি দেশে নিয়ে আসার চেষ্টা করবো, তাদের এবং আমার ক্রীতদাসদের একসঙ্গে মিলিয়ে প্রত্যেককে ৫০ একর জমিতে ইউরোপের বর্গাচাষীদের মত সর্তে চাষের বন্দোবস্ত করে দেবো। তাদের সন্তান-সন্ততিরা অন্যান্য নাগরিকদের মত সম্পত্তি ভোগ করার অভ্যাস নিয়ে বড় হবে ও নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে শিখবে। আমি নিঃসন্দেহ যে এইভাবে গড়ে উঠলে, তারা সৎ নাগরিক হবে।

একথা কি সত্য যে নিগ্রোরা স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট ?

(ব্যানেকারকে লিখিত পত্র ; ১৭৯১ সাল)

আমি এর প্রমাণ দেখতে চাই যে প্রকৃতি আমাদের কৃষ্ণকায় ভাইদের অন্যান্য বর্ণের মানুষের মত সমান ধীশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন ; তাদের মধ্যে ধীশক্তির যে অভাব আমরা লক্ষ্য করি, তার কারণ আফ্রিকা ও আমেরিকা উভয় স্থানেই তাদের জীবনের অধঃপতিত অবস্থা। আমার চেয়ে বেশী করে এটা আর কেউই চায় না ; আমি আন্তরিকভাবে চাই বর্তমান অবস্থায় তাদের শক্তিহীনতা যথাসম্ভব শীঘ্র দূর করে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিধানের জন্য একটি প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসৃত হোক।

(৫) সংখ্যালঘু : রেড ইণ্ডিয়ান্স বা আমেরিকার আদিম অধিবাসী

রেড ইণ্ডিয়ানদের সুখ ও স্বাধীনতায় অধিকার আছে

(দ্বিতীয় উদ্বোধনী ভাষণ, ৪ঠা মার্চ, ১৮০৫ সাল)

এদেশের আদিম অধিবাসীদের ইতিহাস আমার অন্তরে করুণার উদ্রেক করে। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও মনুষ্যত্বের অধিকারসম্পন্ন এবং স্বাধীনতা-প্রিয় আদিম অধিবাসীরা নিজেদের দেশে নিরুপদ্রবে বাস করছিল ; অন্যান্য দেশের জনস্রোত এদের দেশের উপকূল প্লাবিত করে দিল। এই স্রোতকে অন্য খাতে প্রবাহিত করার বা এই স্রোতের গতিরোধ করার ক্ষমতা তাদের হলো না, তার অভ্যাসও ছিল না ; এই স্রোতের মুখে পড়ে তারা বিহ্বল হয়ে গেলো এবং তাড়িত হয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। এখন তাদের জীবনধারণের ক্ষেত্র এত সীমাবদ্ধ যে সেখানে শিকারীর জীবন যাপন করা যায় না। আমাদের মনুষ্যত্ববোধ বলে এদের কৃষিকার্য ও কুটির শিল্প শিক্ষা দাও, সেই সব শ্রম-শিল্পে কাজ করতে উৎসাহ দাও যার দ্বারা এরা অন্নসংস্থান করতে পারে এবং কালক্রমে শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ও মানসিক উন্নতি সাধন করে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় বাস করার জন্য তৈরী হতে পারে। সেইজন্য আমরা কৃষি ও গৃহকার্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত যন্ত্রপাতি এদের সরবরাহ করেছি, মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনের বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করেছি এবং আমাদের মধ্যে কেউ যাতে এদের জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট করতে না পারে, তার জন্য এদের আইনের রক্ষনাধীন করেছি।

কিন্তু এদের উন্নত করার প্রচেষ্টা করতে গিয়ে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এদের শারীরিক অভ্যাস, মনের কুসংস্কার, অজ্ঞতা, অহঙ্কার, এইগুলিই শুধু বাধা নয়, এদের মধ্যে যারা স্বার্থান্বেষী ও ধূর্ত মানুষ—যারা ভয় করে পরিবর্তিত অবস্থায় তাদের প্রাধান্য থাকবে না—তাদের প্রভাবও কম বাধা নয়। এই লোকগুলি পূর্বপুরুষদের সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে একটা পবিত্র শ্রদ্ধার ভাব সঞ্চার করে এবং তারা যা করে গেছেন তা চিরকালের জন্য ভাল, এই কথা বুঝায় ; তারা বলে যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়া ভুল, যুক্তি অনুযায়ী বৈষয়িক, নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধন করা বিপজ্জনক, সৃষ্টিকর্তা যেরূপ সৃষ্টি করেছেন সেরূপ থাকাই তাদের কর্তব্য ; অজ্ঞ থাকাই নিরাপদ, জ্ঞান সঞ্চয়েই আপদ। সংক্ষেপে এদের মধ্যে সদ্‌বুদ্ধি ও গোঁড়ামির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে, এদের মধ্যেও কু-দার্শনিক লোক আছে, বর্তমান অবস্থা বজায় রাখা যাদের স্বার্থের

অনুকূল, যারা সমাজ সংস্কারে ভয় পায়, যারা যুক্তির উপর অভ্যাসের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য এবং অভ্যাসের নির্দেশ মেনে চলার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে।

রেড ইণ্ডিয়ানরা শান্তিতে ও সৌহার্দ্যের সঙ্গে বাস করুক

(মান্দার উপজাতির নেকড়ে বাঘ ও জনগণের প্রতি, ১৮০৬ সাল)

আমার বন্ধু ও সন্তানগণ, আমরা মহাসমুদ্রের অপর পারের প্রাচীন জাতির বংশধর ; কিন্তু আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষেরা দীর্ঘকাল ধরে এখানে বাস করছি, তোমাদের মত আমরাও এই দেশেই জন্মেছি ও বড় হয়েছি। সুতরাং আমরা আর নিজেদের ইউরোপের প্রাচীন জাতির বংশধর বলে মনে করি না, আমরা রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে এক পরিবারভুক্ত হয়ে গেছি।

আমি তোমাদের আগেই বলেছি, তোমরা এবং রেড ইণ্ডিয়ানরা সকলেই আমার সন্তানের মত এবং এক পরিবারের ভাইদের মত বন্ধুভাবে ও শান্তিতে আমরা বাস করতে চাই। পরস্পরকে আঘাত না করে সহায়তা করা প্রতিবেশীদের পক্ষে কত ভাল, কত সুখের। তোমরা যদি পরস্পর লড়াই করা বন্ধ করো, সমস্ত মানুষের সাথে বন্ধুভাবে বাস করো, তাহলে তোমরাও তোমাদের পরিবারের অন্নবস্ত্র সংস্থানের জন্য তোমাদের সমস্ত সময় নিয়োগ করতে পারো। তোমাদের লোকগুলি যুদ্ধে নিহত হবে না। তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানেরা নিশ্চিন্তে নিজেদের কুটীরে নিদ্রা যেতে পারবে, শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অপহৃত বা নিহত হবে না। তোমাদের জনসংখ্যা হ্রাস না হয়ে বৃদ্ধি পাবে এবং তোমরা শান্তি ও প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে পারবে।

সরকারী সাহায্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা

(শনী উপজাতির প্রধানদের প্রতি, ১৮০৭ সাল)

যখন শ্বেতকায় মানুষগুলি এদেশে এসেছিল তখন তারা ছিল সংখ্যায় অল্প, তোমরা বেশী ; এখন তারা সংখ্যায় বেশী এবং তোমরা অল্প। কেন ? তার কারণ, চাষ-আবাদ করে তারা তাদের সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য প্রচুর শস্য উৎপাদন করেছে ; আর তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা খাদ্যের অভাবে কষ্ট পেয়েছে, অস্বাস্থ্যকর খাদ্য খেয়ে ও শিকারের সময় মন্দ আবহাওয়ায় থেকে অসুস্থ হয়ে মরেছে। এই কারণে তোমাদের জনসংখ্যা কমে গিয়েছে।

তোমরা যদি আমাদের মত জীবনধারণ করতে চাও, সূত্রধর ও কর্মকারের কাজ শিখতে চাও, বাছারা, তোমাদের এই শিক্ষা দেওয়া হবে। তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের কি ভাবে যত্ন নিতে হয়, তা তোমাদের শেখাবার জন্য আমরা

যথাসাধ্য চেষ্টা করব যাতে তোমাদের জনসংখ্যা বাড়ে ও তোমরা শক্তিশালী হও। আমরা তোমাদের আন্তরিক বন্ধু ও ভাই। আমাদের নিজেদের রক্তপাত হোক এ যেমন আমরা চাইনা, তেমনি তোমাদের রক্তপাত হোক এটাও আমরা চাই না। সেইজন্য তোমরা যাতে সমস্ত জাতির সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করো, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানেরা যাতে নির্ভয়ে ও নিরাপদে বাস করতে পারে, সেই উৎসাহ আমরা দেই। মানুষকে বিনাশ করার চেয়ে মানুষের উপকার করা অনেক বেশী সম্মানজনক।

রেড ইণ্ডিয়ানরা চাষী হিসাবে বসতি করুক

(ক্যাপ্টেন হেণ্ড্রিক, ডেলাওয়্যার, ও মহিকান মুনরিদের প্রতি, ১৮০৮ সাল)

পুত্র, আমাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও তোমাদের সংখ্যা হ্রাসের যে চিত্র তুমি অঙ্কিত করেছ তা যথার্থ; এর কারণও সহজবোধ্য এবং এর প্রতিকারের ব্যবস্থা তোমাদেরই উপর নির্ভরশীল। তোমরা এতদিন হরিণ ও মহিষ শিকারের দ্বারা জীবিকা অর্জন করেছ, পশুগুলি পশ্চিমাঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে, তোমরা উপকূল ত্যাগ করে তাদের অনুসরণ করে পশ্চিমের দিকে চলে গেছ। যখন পশুর সংখ্যা কমে গিয়েছে, তোমরা আর খাদ্য আহরণ করতে পারনি; বৎসরের কিছু সময় তোমরা খাদ্যের অভাবে বনে বৃক্ষের মূল ও অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর খাদ্য খেয়ে তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা অসুস্থ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছে। এই জন্য তোমাদের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ঘন ঘন যুদ্ধবিগ্রহ ও অতিরিক্ত মদ্যপানও তোমাদের জনসংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ।

অপরপক্ষে শ্বেতকায়রা জমি চাষ করতে এবং গরু, মহিষ, শূকর ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুপালনে অভ্যস্ত। তারা যদি শিকার করত তাহলে যত হরিণ ও মহিষ মারতে পারত, তার চেয়ে অধিক সংখ্যক পশু তারা পালন করে। সব সময়েই তাদের প্রচুর খাদ্য ও বস্ত্রের সংস্থান থাকে, তাই তারা অনেকগুলি সন্তানকে লালন করে। প্রত্যেক কুড়ি বৎসরে তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। নূতন মানুষগুলি পায়রার ঝাঁকের মত অবিরত দেশের দূর দূর জায়গায় এগিয়ে যাচ্ছে। এই ভাবেই তারা এগিয়ে যেতে থাকবে। আমার বাছারা, যদি আমরা নিজেদের সংখ্যা কমাতে চাই তাহলে আমরা জমি চাষ ছেড়ে দিয়ে হরিণ ও মহিষ শিকার করে ফিরব আর সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে থাকব। এতে অল্প সময়ের মধ্যেই সংখ্যায় কমে গিয়ে আমরা তোমাদের মতই অল্পসংখ্যক হয়ে যাব, আর যদি তোমরা চাও যে তোমাদের সংখ্যা বাড়াবে, তাহলে হরিণ ও মহিষ শিকার ছেড়ে দিয়ে তোমাদের শান্তিতে বসবাস ও জমি চাষ করতে হবে।

অতএব, বাছারা, বুঝতে পারছ তোমরা সংখ্যায় বেশী হবে কিনা, বড় হবে কিনা সেটা কেবল তোমাদেরই চেষ্টার উপর নির্ভর করবে। আমি তোমাদের অনুরোধ করি, তোমাদেরকে এখন যে জমি দেওয়া হয়েছে, তা থেকে প্রত্যেককে একটা করে খামার দাও, সেই জমি বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলো, আবাদ করো ও গৃহ নির্মান করো। তোমার যখন মৃত্যু হবে তোমার স্ত্রী ও সন্তানেরা তোমার কৃষিক্ষেত্রের উত্তরাধিকরী হবে। কৃষিকার্য শেখা অত্যন্ত সহজ, তোমাদের মেয়েরা এই কাজ বোঝে এবং তোমাদের পক্ষে কৃষিকার্য যাতে আরও সহজসাধ্য হয়, তার জন্য আমরা তোমাদের লাঙ্গল, কোদাল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরী করতে শেখাবো। পুরুষেরা যদি ক্ষেতের কাজ মেয়েদের হাত থেকে নিয়ে নেয়, তাহলে স্ত্রীলোকেরা পরিবারের সকলের জন্য কাপড় বুনতে শিখবে। এই ভাবে তোমরাও অধিক সংখ্যায় সন্তান প্রজনন করতে পারবে, প্রতি ২০ বৎসরে তোমাদেরও জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে এবং যে জমি তোমাদের বন্ধুরা তোমাদের দিয়েছে তা জনপূর্ণ হবে। যখন তোমরা সম্পত্তির মালিক হবে, তখন তোমাদের দেহ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য ও অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আইন ও ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রয়োজন হবে। তোমরা দেখবে এই উদ্দেশ্যে আমরা চমৎকার আইন রচনা করেছি। তোমরা এই আইনের অধীনে বাস করতে চাইবে। তোমরা তখন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের আইনসভায় অংশ গ্রহণ করবে। আমরা এক জাতিতে পরিণত হবো; আমরা সবাই হবো আমেরিকান। আমাদের সঙ্গে তোমরা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হবে, একই রক্ত আমাদের উভয়ের ধমনীতে প্রবাহিত হবে এবং এই বিশাল মহাদেশে আমরা এক সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ব।

ধর্ম

অন্তরের বিশ্বাস

(ডক্টর রাশকে লিখিত পত্র, ১৮০০ সাল)

যাজক সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, ক্ষমতার যতটুকু অংশ আমার উপর ন্যস্ত ততটুকুই আমি তাদের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবো ; এবং তাদের এই বিশ্বাস ঠিকও বটে, তার কারণ আমি ঈশ্বরের বেদীমূলে এই শপথ গ্রহণ করেছি যে, মানুষের মনের উপর যে কোন ধরণের অত্যাচার আমি চিরকাল প্রতিরোধ করবো। আমার কাছ থেকে তাদের এইটুকুই ভয় পাওয়ার আছে এবং এটাই তাদের মতে যথেষ্ট।

(১) সহিষ্ণুতা

সহিষ্ণুতার মূলকথা

(ধর্ম সম্বন্ধে লিখিত নোট, ১৭৭৬ সাল)

কতদূর পর্যন্ত ধর্মমত সহিষ্ণুতা থাকা মানুষের পক্ষে কর্তব্য ?

(১) কোন ধর্ম সম্প্রদায় এতদূর সহিষ্ণুতার কর্তব্যে আবদ্ধ নয় যে, যারা তার আচরণ-বিধির লঙ্ঘনকারী তাদের নিজ সম্প্রদায়ে স্থান দেবে।

(২) যেহেতু কোন ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত, সেইহেতু তার নাগরিক জীবনের সুখ-সুবিধা ভোগে বাধা দেওয়ার আমাদের কোন অধিকার নেই। যদি কোন মানুষ ভ্রান্তিবশতঃ ঠিকপথে না চলে, তার দুর্ভাগ্য, আমাদেব তাতে ক্ষতি নেই। পরকালে সে দুঃখ পাবে, এই অনুমান করে ইহজীবনে তাকে শাস্তি দেওয়া আমাদের উচিত নয় ; বরং ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী তার প্রতি আমাদের সহৃদয়, উদার ও দানশীল হওয়া উচিত।

প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায় যেহেতু অন্য-নিরপেক্ষ ও স্বাধীন, এক সম্প্রদায়ের এক্তিয়ারের উপর অন্য সম্প্রদায় প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না, কোন শাসনকর্তা তার সঙ্গে যোগ দিলেও নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, কনষ্টানন্টিনোপলে আর্মেনীয় ও ক্যালভিনপন্থী—দুই ধর্ম সম্প্রদায় আছে, এক্ষেত্রে একে অপরের উপর কি কোন অধিকার আছে ? একথা কি বলা যায় যে প্রাচীন নৈষ্ঠিক সম্প্রদায়ের এই অধিকার আছে ? নেই, কেন না প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজেকে নৈষ্ঠিক মনে করে ও অপরকে ভ্রান্ত ও বিধর্মী মনে করে।

আত্মার উন্নতির জন্য কাজ করা প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ব্যাপার। সে যদি এই কাজে অবহেলা করে তাহলে ? সে যদি তার স্বাস্থ্য বা সম্পত্তির যত্ন না নেয়, যার সঙ্গে রাষ্ট্রের বরং কিছু সম্পর্ক আছে, তাতেই বা কি ? কোন ম্যাজিষ্ট্রেট্ কি এই আইন জারী করবে যে সে রুগ্ন অথবা দরিদ্র থাকতে পারবে না ? অপরের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা আছে, আত্মঘাতের বিরুদ্ধে কোন আইন নেই। মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভগবানও তাকে রক্ষা করেন না।

যদি কোন ম্যাজিষ্ট্রেট্ আমার উৎপন্ন দ্রব্য সরকারী ভাণ্ডারে এনে দিতে আদেশ করে , আমি নিয়ে আসবো কেননা তার আদেশ ভুল হলে সে আমার ক্ষতিপূরণ করবে। কিন্তু সে কাউকে স্বর্গরাজ্যের জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দিতে পারে ?

আমার ধর্ম সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে কোন উপদেশ দিতে পারে না ; কেননা, স্বর্গলাভের পথ কি সে আমার থেকে বেশী জানে না এবং আমি নিজে যতটা সৎপথে চলবো, আমাকে তার থেকে বেশী সৎপথে পরিচালিত করার আগ্রহ বা ক্ষমতা তার নেই।

ধর্মমতের স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি

(ভার্জিনিয়া অধিবেশনের জন্য লিখিত নোট)

বিবেকের স্বাধীনতা আমরা কারও কাছে সমর্পণ করিনি, করতে পারবো না। এর জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে দায়ী। অপরের পক্ষে ক্ষতিকর কোন কাজ রোধ করার আইনসঙ্গত ক্ষমতা গভর্ণমেন্টের আছে। কিন্তু আমার প্রতিবেশী যদি এই মত পোষণ করে যে ভগবান নেই বা ২০ জন দেবতা আছে, তাতে আমার কোন আর্থিক ক্ষতি হয় না, বা তাতে আমি আহত হই না। যদি বলা হয় যে এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য আদালতে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না, তার সাক্ষ্য বর্জন করা যেতে পারে, এটাই তার পক্ষে কলঙ্ক চিহ্ন হবে। বিধি-নিষেধ মানুষকে ভণ্ড করে আরও হীন করে দেয়, তাকে কখনও প্রকৃত মানুষে পরিণত করে না ; এর দ্বারা সে তার ভুল জোর করে আঁকড়ে থাকে, নিজেকে সংশোধন করে না।

ভ্রান্তি নিরসনের পক্ষে একমাত্র কার্যকরী উপায় হলো যুক্তি ও অবাধ অনুসন্ধানের পথ গ্রহণ করা। এই পথ খুলে দাও, মানুষ আপনা থেকে মিথ্যার বিচার করে এবং প্রতিটি তত্ত্ব বহু সন্ধান করে সত্য ধর্ম পালন করে। বিচার করে অনুসন্ধানই ভ্রান্তমত দূর করার স্বাভাবিক উপায়। যদি রোম্যান গভর্ণমেন্ট

অবাধ অনুসন্ধানের সুযোগ না দিত, তবে খৃষ্টধর্ম কখনই প্রবর্তিত হতে পারতো না। ধর্মসংস্কারের (রিফরমেশন) যুগে মানুষ যদি অবাধ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হতো, তবে খৃষ্টধর্ম দুর্নীতিমুক্ত হতে পারতো না। এখন যদি এর উপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয় তবে বর্তমান কালের দুর্নীতিগুলি দূর হবে না, বরং আরও দুর্নীতি দেখা দেবে।

যদি গভর্ণমেণ্ট আমাদের ঔষধ ও খাদ্যের ব্যবস্থাপনা করতো, তবে আমাদের আত্মার যে অবস্থা, দেহেরও সেই দুর্গতি হতো। একদা ফ্রান্সে বমিকারক ঔষধ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং খাদ্য হিসাবে আলুর ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। গভর্ণমেণ্ট যখন পদার্থ-বিজ্ঞানের পদ্ধতি স্থির করে দেয়, এখনও ঠিক সে এইরকম অভ্রান্ত বলেই নিজেকে জাহির করে। পৃথিবী গোলাকার এই মত ব্যক্ত করার জন্য গ্যালিলিওকে বিচার করা হয়েছিল, কেননা গভর্ণমেণ্টের মতে পৃথিবী হলো······সমতল এবং গ্যালিলিওকে তার ভুল মত প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই ভুল মতটা শেষে ঠিক প্রতিপন্ন হল, পরে প্রমাণিত হলো পৃথিবী গোলাকার। এবং দেকার্তে ঘোষণা করলেন যে, একটি ঘূর্ণাবর্ত পৃথিবীকে তার অক্ষে আবর্তিত করে। যে গভর্ণমেণ্টের অধীনে দেকার্তে বাস করতেন, তাদের সেই জ্ঞান ছিল বলেই তারা বুঝতে পেরেছিল যে এই বিষয়টি সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত নয়, নইলে আমাদের সকলকেই সরকারী কর্তৃত্বের জোরে ঘূর্ণাবর্তে পড়তে হতো। বস্তুতঃপক্ষে এই ঘূর্ণাবর্তবাদও পরিত্যক্ত হয়েছে এবং নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নীতি এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গভর্ণমেণ্ট যদি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতো এবং বিশ্বাসের প্রশ্ন তুলতো, তবে যুক্তির ভিত্তিতে নিউটনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না। যুক্তি এবং পরীক্ষার ফলে ভুলমত মানুষের মন থেকে দূর হয়েছে। ভুলমতেরই গভর্ণমেণ্টের সমর্থন প্রয়োজন হয়, সত্য নিজের শক্তিতে দাঁড়াতে পারে।

ধর্মমতের উপর জোর খাটালে না কোন্ মত ভুল ও কোন্ মত ঠিক, এর বিচার কে করবে? যে মানুষগুলি ভ্রান্তিপূর্ণ, যারা ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় কারণে উত্তেজিত হয়, তারা বিচারক হবে! জোর খাটাবারই বা প্রয়োজন কি? মতের সমতাসাধন করার জন্য? কিন্তু সকলে একমত হওয়া কি বাঞ্ছনীয়? মানুষের মুখ এবং আকৃতি যেমন এক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, মত সম্বন্ধেও তাই। মতের বিভিন্নতা ধর্মের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় একে অপরের উপর নৈতিক সমালোচনার কাজ করে।

ধর্মমতের সমতাসাধন করা কি সম্ভব? খৃষ্টধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার পর লক্ষ লক্ষ নির্দোষ স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদের পুড়িয়ে মারা হয়েছে, যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে,

অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে, বন্দী করা হয়েছে, তবুও আমরা সমতার দিকে এক পাও অগ্রসর হইনি। দমননীতির ফল কি হয়েছে? পৃথিবীর অর্ধেক মানুষকে নির্বোধ ও অর্ধেক মানুষকে ভণ্ডে পরিণত করা হয়েছে; বোকামী ও শয়তানীকে সমর্থন করা হয়েছে।

ভেবে দেখুন, এই পৃথিবীতে ১০০ কোটী মানুষের বাস। এরা সম্ভবতঃ হাজার রকমের ধর্মমত পোষণ করে। আমাদের ধর্ম এগুলোর মধ্যে একটি। আমরা যদি মনে করি যে আমাদের ধর্মমতই ঠিক; আমরা চাইব বাকী ৯৯৯টী ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোককে আমাদের ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত করতে; বলপ্রয়োগ করে এই বিপুল গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষকে আমাদের ধর্মমত গ্রহণ করানো যায় না, যুক্তি এবং স্বমতে আনয়নের প্রয়াসই এর একমাত্র পথ। এই পথ প্রস্তুত করার জন্য অবাধ অনুসন্ধানের স্বাধীনতা থাকা উচিত। আমরা যদি নিজেরাই এই স্বাধীনতা দিতে অস্বীকার করি, তবে অপরে অনুসন্ধান করুক, সেটা আমরা কি করে চাইব?

গোঁড়া ধর্মাবলম্বী বলবেন, প্রত্যেক রাষ্ট্রইতো কোন না কোন ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আমি এর উত্তরে বলবো, কোন দুটি রাষ্ট্র একই ধর্মমতকে প্রতিষ্ঠা দেয় নি। আমাদের প্রতিবেশী পেন্‌সিলভেনিয়া ও নিউ ইয়র্ক রাজ্য কোন ধর্মমতকে প্রতিষ্ঠা না দিয়ে বহুকাল ধরে ভালভাবেই চলছে। সমস্ত ধর্মমতই ভাল এই বিচারে বিভিন্ন ধরণের ধর্মমত সেখানে সমর্থন পাচ্ছে। আমাদের চেয়ে বেশী মানবতার শত্রুকে তাদের ফাঁসী দিতে হয় না। ধর্মমতের বিবাদ নিয়ে আমাদের চেয়ে বেশী তাদের বিব্রত হতে হয় না। বরং জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যবোধ সেখানে অতুলনীয় এবং এর কারণ তাদের অসীম সহিষ্ণুতা। তারা এই সুখকর আবিষ্কার করেছে। ধর্মমতের বিবাদ শান্ত করার উপায়, এবিষয়ে লক্ষ্য না করা। আসুন আমরাও এই ধরণের পরীক্ষা ভালভাবে সুরু করি এবং পীড়নমূলক আইনের পথ বর্জন করি।

(ডুফিকে লিখিত পত্র, ১৮১৪ সাল)

আমাদের কি একজন সেন্সর থাকতে পারে যে ছাপ দিয়ে বলে দেবে কোন্ বই বিক্রী হবে, কোন্ বই আমরা কিনবে,? নাগরিকদের ধর্মমত সম্বন্ধেও এমন কে থাকতে পারে যে উপদেশ দেবে কোন ধর্মাচরণ আমরা করবো? কার ফিতের মাপ অনুযায়ী আমাদের পোষাক ছোট বা বড় করতে হবে? পুরোহিত কি আমাদের বিচারক হবে, না আমরা কি বই পড়বো ও কোন ধর্মমতেবিশ্বাস করবো তা আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের যুক্তি অনুযায়ী স্থির করে নেবো?

আমাদের নাগরিকরা বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কিনা এ প্রশ্ন করা তাদের অবমাননা করার তুল্য এবং কোন ধর্ম সত্য ও যুক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে কিনা এ প্রশ্ন করাও সেই ধর্মের নিন্দা করার সামিল।

ধর্মাচরণের স্বাধীনতা

(ভার্জিনিয়া অধিবেশনে গৃহীত আইন, ১৭৮৬ সাল)

আমরা ভালভাবেই জানি যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষের মনকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন ; ঐতিহাসিক শাস্তি দিয়ে বা নাগরিক অক্ষমতা আরোপ করে মানুষের মনকে প্রভাবান্বিত করার সমস্ত প্রয়াস ভণ্ডামী ও নীচপ্রবৃত্তিরই প্রবণতা সৃষ্টি করে ; এই উপায় আমাদের পবিত্র ধর্ম-প্রবর্তকের ইচ্ছার বিরোধী. যিনি শরীর ও মনের প্রভু হয়েও এবং সর্বশক্তিমান হয়েও বলপ্রয়োগের দ্বারা ধর্মপ্রচার করতে চাননি।

আমরা জানি যে, রাষ্ট্রীয় আইনপ্রণেতা ও শাসনকর্তারা ভ্রান্ত ও ধর্মপ্রেরণা-হীন মানুষ হয়েও, অপর মানুষের ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রভুত্ব করেছে, নিজেদের মত ও চিন্তাধারা সত্য এবং অভ্রান্ত বলে জাহির করেছে এবং অপরের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে ; তারা এই ভক্তিশূন্য মনোভাব নিয়ে চিরকাল পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে মিথ্যা ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছে ও বজায় রেখেছে।

আমরা জানি যে, যে ধর্ম-মতে সে বিশ্বাসবান নয়, সেই ধর্মপ্রচারের জন্য কোন মানুষকে অর্থদান করতে বাধ্য করা পাপাচার ও উৎপীড়ন।

আমরা জানি যে, এমনকি, নিজ ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কোন বিশেষ ধর্ম-গুরুকে সমর্থন করতে বাধ্য করার অর্থ, শিষ্যবর্গের স্বমনোনীত গুরুকে অর্থাৎ যে গুরুর নৈতিক চরিত্র তাদের চরিত্র গঠনের আদর্শ এবং যার আত্মিক শক্তি তাদের সৎপথে চলার প্রেরণা দেয় তাকে অর্থদান করার স্বাধীনতা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা। উপরন্তু যে ধর্মগুরুর আচরণ শিষ্যবর্গের প্রশংসা লাভ করেছে, ঐহিক পুরস্কার থেকে তাকে বঞ্চিত করে তার ধর্মশিক্ষাদানের আন্তরিক ও অক্লান্ত পরিশ্রম করার উৎসাহ কমিয়ে দেওয়া হয়।

আমরা জানি যে, আমাদের নাগরিক অধিকার কোন ধর্মমতের উপর নির্ভরশীল নয়, যেমন নয় আমাদের পদার্থ-বিজ্ঞান বা জ্যামিতি সম্বন্ধে মতামতের উপর।

সুতরাং কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ ধর্মমত পোষণ বা বর্জন না করলে, বিশ্বাসের অযোগ্য হবে এবং কোন আস্থাশীল পদে নিযুক্ত হতে পারবে না, এই ধরণের বিধিনিষেধ আরোপ করলে অন্যান্য নাগরিকের মত তারও যে সমস্ত

সুযোগ-সুবিধা লাভে স্বাভাবিক অধিকার আছে তার সেই অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়।

যে ধর্মমতকে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, বাস্তুতঃ যারা সেই ধর্মমত পোষণ বা অনুসরণ করে, তাদের ঐকচেটিয়া ঐহিক সম্মান ও পুরস্কার দিয়ে সেই ধর্মমতের মূলনীতিগুলিকেও দূষিত করা হয়।

যারা এই প্রলোভন থেকে মুক্ত থাকতে পারে না, তারা যেমন অপরাধী, যারা এই প্রলোভনের টোপ ফেলে তারাও তেমন অপরাধী।

অসৎ উদ্দেশ্য বা প্রবণতার কল্পনা করে, কোন ম্যাজিষ্ট্রেট যদি কোন ধর্মমত পোষণ বা প্রচারের উপর হস্তক্ষেপ করে, তবে তাকে ধর্মমতের ক্ষেত্রে এরূপ অন্যায় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে দেওয়া মারাত্মক ভুল ; এর দ্বারা ধর্মমতের স্বাধীনতা হরণ করা হয় ; তার কারণ, ম্যাজিষ্ট্রেট নিজের মত অনুযায়ী এই বিচার করবে এবং যাদের সঙ্গে তার মত মেলে তাদের অনুমোদন করবে, যাদের সঙ্গে মেলে না তাদের মনোভাবকে নিন্দা করবে।

গভর্ণমেণ্টের ন্যায়সঙ্গত কাজ পরিচালনার জন্য এখন সেই-সময় এসেছে, যখন সরকারী কর্মচারীরা সেইক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে, যে-ক্ষেত্রে ধর্মের নীতি প্রকাশ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলাভঙ্গের কার্যকলাপে পরিণত হয়।

পরিশেষে আমরা এ-ও জানি যে, সত্য মহান এবং আপনার নীতিতেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ভ্রান্তি নিরসনের পক্ষে সত্যের প্রকাশই যথেষ্ট। কাজেই যতদিন বাধাহীন যুক্তিতর্ক ও আলোচনার স্বাভাবিক অস্ত্র মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে অব্যবহৃত না থাকবে, ততদিন মত-বিরোধকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ভুল অস্বীকার করার স্বাধীনতা থাকলে, ভুল মত আর বিপজ্জনক হতে পারবে না।

সুতরাং সাধারণ পরিষদ এই আইন রচনা করছে যে, কোন মানুষকে একটি বিশেষ ধর্ম অনুযায়ী আরাধনা করতে, ধর্মমন্দির বা যাজকের কাছে যেতে অথবা তাদেরকে পরিপোষণ করতে বাধ্য করা হবে না। অথবা তার ধর্মমত বা ধর্মবিশ্বাসের জন্য তার দেহ বা সম্পত্তির উপর কোন বাধানিষেধ আরোপ করা চলবে না বা তার উপর বলপ্রয়োগ বা উৎপীড়ন বা অন্য কোনভাবে তার ক্ষতিসাধন করা চলবে না। ধর্মের ব্যাপারে সমস্ত মানুষ স্বাধীন মত পোষণ করতে পারবে এবং যুক্তির দ্বারা সেই মত প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এর জন্য কোন ব্যক্তির নাগরিক অধিকারের হ্রাস, বৃদ্ধি বা অন্য কোন প্রকার ব্যত্যয় ঘটবে না।

যদিও আমরা জানি, এই পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সাধারণ উদ্দেশ্যে

আইন প্রণয়ন করার অধিকারী এবং আমাদের সম-ক্ষমতাসম্পন্ন পরবর্তী পরিষদের কার্যাবলী সংশোধন করার ক্ষমতা আমাদের নেই ; সুতরাং এই আইন অপরিবর্তনীয় ঘোষণা করা আইনতঃ কার্যকরী নয়। তবুও একথা ঘোষণা করার স্বাধীনতা আমাদের আছে এবং একথা আমরা ঘোষণা করছি যে এই আইনে যে অধিকার প্রদত্ত হয়েছে, তা মানবজাতির স্বাভাবিক অধিকার এবং পরবর্তীকালে এই আইন যদি রদ করা হয় বা এই আইনের কার্যক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হয়, তবে মানুষের স্বাভাবিক অধিকারই ক্ষুন্ন করা হবে।

ধর্মাচরনের স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইনের প্রশংসায় ইউরোপ

(ওয়াইদকে লিখিত পত্র, ১৭৮৬ সাল)

আমাদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইন উচ্চ প্রসংশা লাভ করেছে। ইউরোপের কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধি তাদের দেশের রাজাদের কাছে পাঠাবার জন্য আমার কাছে এর কপি চেয়েছেন এবং প্রেসে যে সমস্ত বই এখন ছাপা হচ্ছে, বিশেষ করে বিশ্বকোষে এর সম্পূর্ণ লিপি প্রকাশিত হচ্ছে। আমার মনে হয় এই সমস্ত দেশে,যেখানে অজ্ঞতা, কুসংস্কার,দারিদ্র্য এবং জনসাধারণের দেহ ও মনের উপর সমস্ত রকমের পীরণ দৃঢ়বদ্ধ হয়ে আছে, সেখানে এর দ্বারা মানুষের প্রভুত উপকার হবে, তারা মুক্তি পাবে। ইউরোপের রাজারা এই নীতি অনুযায়ী যদি কাজ করতে সুরু করে, যদি তারা উৎসাহের সঙ্গে তাদের প্রজা-দের মন অজ্ঞতা ও কুসংস্কার মুক্ত করে, তবে তারা এক হাজার বছরে যে উচ্চ আসন লাভ করেনি, তা লাভ করবে। আমাদের দেশের জনসাধারণ মুক্তির পথে যাত্রা সুরু করেছে। আমাদের দেশের জনসাধারণ বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্রের দ্বারা যদি ইউরোপ থেকে ও তাদের পিতৃপুরুষের জাতি থেকে পৃথক না হতো, দূষিত সংস্পর্শ থেকে মুক্ত না হতো, তবে সাধারণ বুদ্ধির অনুবর্তী হয়ে, আজ তারা যে উন্নত অবস্থায় পৌঁছেছে, তা সম্ভব হতো না।

বিবেকের স্বাধীনতা

(এডওয়ার্ড ডাউজকে লিখিত পত্র, ১৮০৩ সাল)

আমি কখনও কাজে বা কথায় অসহিষ্ণুতার মন্দিরে মাথা নত করব না, বা অপরের ধর্মমত সম্পর্কে তদন্তের অধিকার স্বীকার করবো না। অপরপক্ষে বিবেকের স্বাধীনতার সার্বজনীন অধিকার রক্ষা করার জন্য আমি, আপনি, সকলে এমন কি ভ্রান্তমত পোষণ করার সঙ্গে একত্র হয়ে একযোগে চেষ্টা করতে বাধ্য থাকবো। ধর্মবিশ্বাসের জন্য মানুষের উপর অত্যাচার করার পক্ষে জনমতকে

প্ররোচিত করার বিপজ্জনক প্রয়াসকে আমরা সকলে একমন, একপ্রাণ হয়ে বাধা দেবো।

রাষ্ট্র ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানের পৃথকীকরণ

(এ্যাটর্নী জেনারেল লিঙ্কনকে লিখিত পত্র, ১৮০২ সাল)

অভিনন্দন পত্র গ্রহণে অনিচ্ছুক হয়েও আমি যখন তা বন্ধ করতে পারি না, তখন আমি এ ধরণের সুযোগ কাজে লাগাবার চেষ্টা করি; আমি এর উত্তরে জনসাধারণের মনে কয়েকটি সত্য ও মূলতত্ত্বের বীজ বপন করি, সেগুলি হয়ত অঙ্কুরিত হয়ে রাজনৈতিক বিশ্বাসের মূলে পরিণত হতে পারে। ব্যাপটিষ্ট-দের অভিনন্দন পত্রে সংবিধান বলে রাষ্ট্র ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সংযুক্তি নিন্দাজনক, একথা স্বীকার করা হয়েছে। আমি বহুদিন ধরে যে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, আজ বলার সেই সুযোগ পেয়েছি যে কেন আমি অনশন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন সম্বন্ধে আমার পূর্বতনদের বিপরীত মত পোষণ করি।······আমি জানি আমার এই ঘোষণায় নিউ ইংল্যাণ্ডের যাজক সম্প্রদায় অপরাধ নেবেন। কিন্তু ধর্ম-মতের স্বাধীনতার যে প্রবক্তা, তার পক্ষে এদের কাছ থেকে ক্ষমা বা শান্তি আশা করা ঠিক নয়।

(রেভারেণ্ড স্যামুয়েল মিলারকে লিখিত পত্র, ১৮০৮ সাল)

আমি মনে করি সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেন্টের ধর্ম-প্রতিষ্ঠান, তাদের মত, শৃঙ্খলা ও ধর্মাচরণের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। আমি বিশ্বাস করিনা এই ব্যাপারে ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তক্ষেপ কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের স্বার্থের অনুকূল। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হবে এবং আমার বিচারবুদ্ধি বলে যে একমাত্র রাষ্ট্রক্ষমতাই যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের উপর ন্যস্ত এবং নাগরিকদের ধর্মাচরণ সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা তারও নেই।

(জে, ফিশব্যাককে লিখিত পত্র, ১৮০৯ সাল)

পড়া, চিন্তা ও সময়ের অভিজ্ঞতার ফলে আমি বুঝেছি যে সমস্ত ধর্মের যেগুলি নৈতিক উপদেশ, যেমন, খুন, চুরি ও লুঠ করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া উচিত নয়, সেগুলি মেনে চলাতেই সমাজের স্বার্থ রক্ষিত হয় এবং যে বিশেষ মতবাদে সমস্ত ধর্মের বিভিন্নতা ও যেগুলি সম্পূর্ণভাবে নীতিবোধের সম্পর্করহিত, সে সম্বন্ধে আমাদের মাথা ঘামানো উচিত নয়। সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বহু সৎ মানুষ আছে। দেহের মত মানুষের মনের গঠন ও কাজের যে বৈচিত্র্য সৃষ্টিকর্তা

সৃষ্টি করেছেন তা নষ্ট করে একটা সমতার মান তৈরী করা ধর্মীয় কর্তব্য হতে পারে না। সমাজের কল্যাণে নৈতিক আচরণের প্রয়োজন আছে বলেই তিনি নৈতিক উপদেশগুলি আমাদের অন্তরে এমনভাবে ছাপ দিয়ে দিয়েছেন, যাতে সেগুলি আমাদের মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কাজের দ্বারা মুছে না যায়। যীশুখৃষ্টের নৈতিক উপদেশগুলি মেনে চলবো এ বিষয়ে আমরা সকলেই একমত।

(সি, ক্লে'কে লিখিত পত্র, ১৮১৫ সাল)

জনসাধারণের উপার্জনের উপর অলস ব্যক্তিদের পুষ্ট করার জন্য, গভর্ণমেণ্ট ও ধর্ম প্রতিষ্ঠান উভয়েই বিভেদ সৃষ্টি, নির্যাতন ও নানা কৌশল অবলম্বন করেছে। গভর্ণমেণ্টের যেমন ক্ষমতার ক্রমিক পর্যায়ে সম্রাট, রাজা, যুবরাজ ও অভিজাত সম্প্রদায় আছে, ধর্ম প্রতিষ্ঠানেও তেমনি আছে, পোপ, কার্ডিনাল, আর্চবিশপ, বিশপ ও যাজক সম্প্রদায়। মানুষ খাদকের দল কেবল আমেরিকার বন্য অঞ্চলেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র জীবন্ত মানুষগুলির রক্তপান করে আনন্দোৎসব করছে।

ইহুদীদের সম্বন্ধে সহনশীলতা

(ছ লা মোতাকে লিখিত পত্র, ১৮২০ সাল)

আমি এই ভেবে অত্যন্ত সুখী যে আমার নিজের দেশই প্রথম পৃথিবীর মানুষের সামনে দুটি সত্য প্রমাণ করেছে, যা মানবসমাজের পক্ষে অত্যন্ত হিত-কারী ; একটি হলো এই যে মানুষ স্বায়ত্বশাসনে সক্ষম, অপরটি হলো এই যে ধর্মমতের স্বাধীনতা ধর্মীয় দ্বন্দ্বের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী প্রতিষেধ। ইহুদীদের সামাজিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আমি আনন্দিত। আমি আশা করি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা তাদের যোগ্য আসন গ্রহণ করে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হবে।

(২) খৃষ্টধর্ম্মের সমালোচনা

শুধু নীতিবোধের বিকৃতি

(এস, কার্চেভালকে লিখিত পত্র, ১৮১০ সাল)

ইহুদী ধর্মের মহান সংস্কারকের মৃত্যুর কিছুকাল পরে মানুষের কাছে প্রচারিত পবিত্রতম নৈতিক উপদেশাবলী কৃত্রিম বাক্যবিন্যাসের দ্বারা মিশ্রিত ও বিকৃত করে, অর্থ ও ক্ষমতা আত্মসাৎ করার উপায়ে পরিণত করা হয়েছে ; যারা তার বিশিষ্ট সেবক বলে নিজেদের পরিচয় দিয়েছে তারাই তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূল-নীতিগুলি থেকে বিচ্যুত হয়ে, তার ধর্মকে মানুষের দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করার শৃঙ্খলে রূপান্তরিত করেছে এবং ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রে অত্যাচারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি

করেছে। এই অধর্মীয় মতকে যে সমস্ত যুক্তিবাদী মানুষ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে, তারা সেই মতকে জোর করে অন্যকে গলাধঃকরণ করাবার জন্য তাদের তারস্বরে বিধর্মী আখ্যা দিয়েছে, অথচ তারা নিজেরাই যীশুখৃষ্টের প্রকৃত ধর্মমত প্রচারে সবচেয়ে বড় বাধা হিসাবে নিজেদের প্রমাণিত করেছে। প্রকৃত পক্ষে তারাই আসল খৃষ্ট বিরোধী।

প্লেটোর রহস্যবাদ

(এ্যাডামস্‌কে লিখিত পত্র, ১৮১৩ সাল)

তিনই এক, আবার একই তিন অথচ এক তিন নয় এবং তিন এক নয়, এই প্লেটোনিক রহস্যবাদে বিশ্বাসের ভান করা, এখন আর কোন সৎ মানুষের পক্ষে সাজে না। কিন্তু এই কৌশলই পুরোহিত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা ও লাভের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মসম্প্রদায়ের দলাদলি স্বরূপ মাকড়সার জাল ছিঁড়ে দিন, তারা আর মাছি ধরতে পারবে না। কোয়েকারদের মত আমাদের সকলের উচিত পুরোহিত ছাড়াই ধর্মানুষ্ঠান চালিয়ে যাওয়া, নিজেদের নীতিশাস্ত্র পড়ে নেওয়া, বিবেকের বাণী অনুসরণ করা এবং কোন মানুষ যা বুঝতে পারে না, সুতরাং বিশ্বাস করতে পারে না, এমন কিছু না বলা।

(ডক্টর ওয়াটার হাউসকে লিখিত পত্র, ১৮১৫ সাল সাল)

যীশুখৃষ্টের সরল ধর্মমতকে পুরোহিতরা প্লেটো, এরিষ্টটল ও অন্যান্য রহস্য-বাদীদের পরিভাষা প্রক্ষেপ করে এমন বিকৃত করেছে যে, যারাই তা পড়বে তারাই কল্পনা করতে পারবে না 'সারমন অন দি মাউন্ট'-এর মহান প্রচারক এই উপ-দেশের রচয়িতা। তবুও নামের মাহাত্ম্য বুঝে তারা খৃষ্টান নাম গ্রহণ করেছে, অথচ তারা হয় প্লেটোপন্থী বা অন্য কিছু, যীশুখৃষ্টের শিষ্য নয়।

অবোধ্য মতবাদ

(কেরীকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

নৈতিক মূলতত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধর্মমতের গোঁড়ামী নিয়ে পৃথিবীতে চির-কাল মানুষ পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ ও লড়াই করেছে, পরস্পরকে পীড়ন করেছে পুড়িয়ে মেরেছে সেই সমস্ত অর্থহীন কথার জন্য, যা সকলের অবোধ্য এবং মানুষের মনের অধিগম্য নয়। আমি যদি এই রণক্ষেত্রে প্রবেশ করি, আমি উন্মাদা-গারের অধিবাসীদের সংখ্যা আর একটি বৃদ্ধি করবো।

শিক্ষাই অন্ধকার দূর করবে

(ভ্যান ডের কেম্পকে লিখিত পত্র, ১৮২০ সাল)

যীশুর আসল সরল ধর্ম যা তিনি নিজে প্রচার করে গেছেন ও আচরণ করেছেন তা একদিন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরেই এই ধর্ম রহস্যাবৃত হয়ে সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছে। অন্ধকারের মেঘ সরিয়ে দিয়ে এই ধর্মের জ্যোতির্ময় আলোকে প্রবেশ করার জন্য শিক্ষার দ্বারা জনসাধারণের মনকে উন্নত করতে হবে।

(৩) যীশুর চরিত্র

তার মহান নীতিবোধ

(ডব্লিউ শর্টকে লিখিত পত্র, ১৮২০ সাল)

একথা মনে করবেন না যে যীশুর সমস্ত বিশ্বাসমূলক উপদেশের সঙ্গে আমি একমত। আমি বস্তুবাদী, যীশু অধ্যাত্মবাদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন ; তিনি পাপের ক্ষমার জন্য অনুশোচনার কার্যকারীতা প্রচার করেছেন ; আমি তার পরিবর্তে মনে করি, পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সৎ কাজ করার প্রয়োজন। তাঁর নির্ম্মল চরিত্র, উন্নত ও পবিত্র নৈতিক উপদেশাবলী, তাঁর শিক্ষাদানের ভাষার মাধুর্য ও নৈতিক গল্পের সৌন্দর্য, এইগুলির আমি এত প্রশংসা করি যে এ সম্বন্ধে উল্লেখ করতে আমার প্রাচ্যসুলভ অতিরঞ্জনের প্রয়োজন হয়। যে বিষয়ের উপর আমার প্রশংসার ভিত্তি, তা সবাই গ্রহণ নাও করতে পারেন। যে সমস্ত উক্তি ও কথোপকথন জীবনচরিত লেখকরা তাঁর উপর আরোপ করেছেন, তার অনেক অংশে আমি দেখতে পাই চমৎকার কল্পনা, যথার্থ নীতি-বোধ ও প্রীতিপূর্ণ হিতৈষনা, আবার কয়েকটি অংশে দেখতে পাই এত অজ্ঞতা, এত অসম্ভাব্যতা, এত অসত্যতা, অতিভাষণ ও ভণ্ডামী যে আমার মনে হয় একই ব্যক্তির মধ্যে এই অসঙ্গতি থাকা সম্ভব নয়। আমি সেইজন্য সোনা ও খাদ আলাদা করে সোনার অংশটুকু তাঁর জন্য রাখতে চাই, আর খাদ-অংশ তাঁর নির্বোধ শিষ্যদের উপর আরোপ করতে চাই। এই প্রতারকদের মধ্যে পল হচ্ছেন গ্রীক পুরাণের করিফিয়াস, তিনি যীশুর মতবাদকে প্রথম বিকৃত করেছেন।

তাঁর মন ও বিশ্বাস

(ডব্লিউ শর্টকে লিখিত পত্র, ১৮২০ সাল)

একটা জাতির কুসংস্কার দূর করার কাজ সব সময়ই কঠিন। যীশুকে ধর্ম ও যুক্তিবাদের সীমাবদ্ধ স্থানে বিচরণ করতে হয়েছে, দক্ষিণে বা বামে একটি পদক্ষেপ

তাকে কুসংস্কারের পুরোহিতদের খপ্পরের মধ্যে ফেলে দিতো। এই পুরোহিত সম্প্রদায় তাদের সৃষ্ট গৃহদেবতা এব্রাহাম, আইজাক ও জেকব ও স্থানীয় দেবতা ইস্রাইলের মতই নির্দয়, নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু ছিল। তারা যীশুকে আইনের জালে জড়াবার জন্য সব সময় জাল পেতে রাখতো। কাজেই তিনি এদের এড়াবার জন্য ফাঁকি, কূট তর্ক, প্রাচীন ধর্মোপদেশকদের উক্তির ভিন্ন প্রয়োগ, প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করেন এবং এদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এদেরই অস্ত্র ব্যবস্থার করে ঠিক কাজই করেছিলেন। যীশু যে নিজেকে দৈহিক সম্পর্কে ভগবানের পুত্র বলে মানবজাতির কাছে জাহির করতে চাননি, এ বিষয়ে আমার অপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তিদের লেখা পড়ে আমি নিশ্চিত হয়েছি। কিন্তু এটা খুবই সম্ভব যে আন্তরিক ভাবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভগবানের কাছ থেকে তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। শৈশবে ইহুদীদের যে ধর্মের শিক্ষা তিনি পেয়েছেন, তার মূলে ছিল স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় বিশ্বাস। তাদের ধর্মীয় অনুশাসনে লিপিবদ্ধ অব্যবস্থিত চিত্তের কল্পনাগুলি দৈবশ্রুতি হিসাবে বিবেচিত হতো। প্রীতিপূর্ণ পবিত্র হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সমুন্নত হয়ে এবং উচ্চগ্রামের স্বতঃস্ফূর্ত ভাষণ-শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে, তিনি তাঁহার প্রতিভার বিকাশকে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা বলে হয়ত ভুল করেছিলেন। এই ভুল বিশ্বাসের জন্য ব্যক্তিগত দোষারোপ করা যায় না, যেমন দোষ দেওয়া যায় না সক্রেটিসকে, যিনি বিশ্বাস করতেন তিনি একজন ইষ্টদেবতার সতর্ক রক্ষণাধীনে আছেন।

(৪) ব্যক্তিগত বিশ্বাস

"নিজের চিন্তাশক্তি"

(হপকিন্‌সন্‌কে লিখিত পত্র, ১৭৮৯ সাল)

আমি ফেডারালিষ্ট নই; তার কারণ, আমি আমার সমগ্র চিন্তাপ্রণালী—রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন বা অন্য কোন বিষয়—যে ক্ষেত্রে আমি নিজে চিন্তা করতে পারি, কোন দলবদ্ধ মানুষের মতবাদের কাছে সমর্পন করিনি। এই ধরণের অভ্যাস স্বাধীন নীতিবাদী মানুষের পক্ষে চরম অধঃপতন। দলের সঙ্গ ছাড়া আমি যদি স্বর্গে যেতে না পারি, তবে আমি স্বর্গে যেতে চাই না।

"আমি আসল খৃষ্টান"

(স্মিথ টমসনকে লিখিত পত্র; ১৮১৬ সাল)

আমি আসল খৃষ্টান, অর্থাৎ আমি যীশুর ধর্মমতের প্রকৃত অনুগামী। আমি প্লেটোপন্থীদের থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাই তারা আমাকে অবিশ্বাসী বলে ও

নিজেদের খৃষ্টান ও যীশুর ধর্মপ্রচারক বলে। অথচ তাদের প্রচারিত বিশিষ্টমত এই ধর্মের প্রবর্তক কখনও বলেননি বা দেখেননি। তারা অ-খৃষ্টান রহস্য মিশ্রিত করে এমন একটা ধর্ম তৈরী করেছে, যা মানুষের বোধশক্তির অতীত; ইহুদীদের ভ্রষ্ট নীতিশাস্ত্রের সংস্কারক যদি পৃথিবীতে আবার ফিরে আসেন, তবে যে ধর্ম প্রচার করা হচ্ছে তার একটি লক্ষণকেও চিনতে পারবেন না।

"আমি পুরোহিতদের ভয় করিনা"

(এইচ, জি, স্প্যাফোর্ডকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

আমি পুরোহিতদের ভয় করিনা। তারা আমার উপর অনেক আঘাত হানার চেষ্টা করেছে, ধর্মপ্রচারের ঘ্যানঘ্যানানি শুনিয়েছে, মিথ্যা ও কপট ভাষা প্রয়োগ করেছে এবং আমার নিন্দা করেছে; কিন্তু কিছুতেই আমাকে এক মুহূর্তের জন্য কষ্ট দিতে পারেনি। প্রাচীন পারসীক যাজক মণ্ডলী থেকে ইউ-রোপীয় সাধু সম্প্রদায় পর্যন্ত সকলের সঙ্গে এদের তুলনা করে আমি দেখেছি যে, এদের মধ্যে প্রকৃতিগত প্রভেদ কিছু নেই। প্রভেদ মাত্র এই যে এরা যাদের প্রতারণা করবে তাদের জ্ঞান বা অজ্ঞতার অনুপাতে এরা কম বেশী সতর্ক। নিউ ইংল্যাণ্ড প্রদেশে এদের প্রভাব বাস্তবিকই ভয়াবহ। যাদের মানসিক শক্তি মধ্যম রকমের উর্ধ্বে, তারা সেখানে নিজেদের মানসিক বিকাশ সাধন করতে সাহস পায় না।

সৎ কাজ করো, অসৎ বর্জন করো

(ই, স্টাইল্‌স্‌কে লিখিত পত্র, ১৮১৯ সাল)

আমি ক্যালভিনপন্থী নই। যতদূর জানি, আমি নিজেই একটি ধর্মসম্প্রদায় আমি ইহুদী নই, কাজেই তাদের ধর্মতত্ত্বে যে কল্পনা করা হয়েছে, ঈশ্বরের চিরন্তন ন্যায়বিচার পিতার পাপে পুত্রকে দণ্ড দেয় ও তৃতীয়, চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত এই দণ্ড ভোগ করতে হয়, এতে আমি বিশ্বাসী নই; আমি বরং ইহুদী-ধর্মের মানব-হিতৈষী মহান সংস্কারক যীশুর কথায় বিশ্বাস করি, যিনি বলেছেন ঈশ্বর মহান ও সর্বতোভাবে পূর্ণ, কিন্তু তার বর্ণনা দেননি। সুতরাং আমি তার ধর্মতত্ত্ব মানি এবং বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বরকে বর্ণনা করার মত ভাষা ও ভাবের প্রাচুর্য আমাদের নেই। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে আমরা যদি সকলে ঈশ্বরকে বর্ণনাতীত বিষয় বলে জ্ঞান করি, তবে আমরা সবাই এক ধর্মসম্প্রদায় ভুক্ত হয়ে যাবো, সৎকাজ করবো ও অসৎ কাজ বর্জন করবো। যীশুর কোন ধর্মমত বিরোধের পথ দেখায় না। উন্মাদ ধর্মতাত্ত্বিকদের কল্পনা বহু মতের মিশ্রণে, যীশুর ধর্মকে

অবোধ্য ধর্মে পরিণত করেছে, অথচ মানুষের কাছে প্রচারিত সবচেয়ে নীতিপূর্ণ ও উন্নত ধর্ম বিভেদ দূর করার জন্য পরিকল্পিত হয়েছে, বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য নয়। যারা যীশুর সেবক বলে নিজেদের প্রচার করছে এবং তাঁর সরল ধর্মোপদেশগুলির মধ্যে বাজে কথা ঢুকিয়েছে, তারাই বিভেদ সৃষ্টির জন্য দায়ী। আমি কখনও তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি, অথচ তিনি যে মঙ্গলকর দয়াশীলতার কথা বলে গেছেন, সেটা আমাকে এতখানি ক্রোধ প্রকাশের অধিকার দেয় না।

পররাষ্ট্র নীতি

(১) যুদ্ধ

মনে হয় মানুষ স্বভাবতঃই খুনী

(এ্যাডাম্‌স্‌কে লিখিত পত্র, ১৮২২ সাল)

আজকের সংবাদ পড়ে মনে হচ্ছে ইউরোপের নর-খাদকরা আবার পরস্পরকে খেতে চলেছে। রাশিয়া ও তুর্কীর মধ্যে যুদ্ধ যেন চিল ও সাপের মধ্যে লড়াই। যে-ই যাকে শেষ করুক, পৃথিবী থেকে একটা ধ্বংসকারী কমে যাবে। মানবজাতির এই যুদ্ধপ্রিয়তার খেয়াল মনে হয় প্রকৃতির নিয়ম, বিশ্বের বিধিব্যবস্থায় মানুষের অতিরিক্ত সংখ্যাবৃদ্ধির একটি বাধা। মুরগীর খোঁয়াড়ে মোরগরা একে অপরকে লড়াই করে মেরে ফেলে ; ভল্লুক ষাঁড় ও মোষেরাও তাই করে ; বন্য অবস্থায় ঘোড়া সমস্ত মদ্দা বাচ্চাকে মেরে ফেলে, আর সে নিজে যখন বৃদ্ধ ও যুদ্ধক্লান্ত হয় তখন জোয়ান ঘোড়া তাকে মেরে ফেলে সমস্ত মাদী ঘোড়া দখল করে। যোদ্ধার থেকে অন্নদাতা শ্রেয়ঃ ; কোয়েকার সম্প্রদায়ের সান্ত্বনা এই যে পৃথিবীর একাংশের ধ্বংসসাধন অপর অংশের উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে পারে। এই উন্নতির পথ যেন আমরা গ্রহণ করতে পারি। রাশিয়ানরা যখন শিং ও তুর্কীরা পুচ্ছ ধরে থাকবে, তখন যেন আমরা গাভীকে দোহন করে নিতে পারি।

ইউরোপের সিংহ ও ব্যাঘ্রের দল

(ডক্টর বেঞ্জামিন রাসকে লিখিত পত্র, ১৮০৩ সাল)

ইউরোপে কি ভয়ঙ্কর সময় যাচ্ছে। সিংহ ও ব্যাঘ্রের কি ভীষণ লড়াই চলছে ! গরুর পালেরা কী ভাবনা নিয়ে এই লড়াই দেখছে ! নিশ্চয়ই তারা কোন পক্ষ অবলম্বন করছে না। যদি তারা দু'জনকেই এমনভাবে হয়রাণ করতে পারে যে একজনের ভূভাগে ও অপরজনের সমুদ্রে অত্যাচার করার ক্ষমতা নিঃশেষ হবে, পৃথিবী হয়তো কিছুদিন শান্তিতে থাকতে পারে, যতদিন না তারা আবার শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

ইউরোপীয় বর্বরতার প্রতি ঘৃণা

(কর্ণেল ভুজ্‌নেকে লিখিত পত্র, ১৮০৩ সাল)

একথা সত্য যে সক্রিয় রাজনীতিতে আমার ক্লান্তি এসেছে এবং আধুনিক কাল অপেক্ষা প্রাচীন কালের ইতিহাস পড়তে আমার ভাল লাগছে। আমার

মন এই কথা চিন্তা করে অত্যন্ত ব্যথিত যে, যে-সমস্ত মূলনীতির দ্বারা এতকাল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালিত হয়ে এসেছিল, সেগুলি সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়েছে; মেকিয়াভেলীর যুগের মন্ত্রীমণ্ডলীর নীচ, দুষ্ট ও ভীরু ধূর্ততার পর পরবর্তী যুগে চ্যাথাম ও তুর্গোর মন্ত্রীমণ্ডলী সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য যে মর্যাদা পেয়েছিল' তা নষ্ট করে দিয়ে সমস্ত ন্যায়নীতি বর্জিত দুঃসাহসিক ভ্রষ্টাচার এখন রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ঘৃণায় এই চিন্তা থেকে বিরত হয়েছি এবং অন্য যুগের ইতিহাসে আমার মন নিবিষ্ট করেছি। যদিও প্রাচীন যুগের ইতিহাসে টারকুইন, ক্যাটালিন ও কালিগুলার মত অত্যাচারীর দৃষ্টান্ত আছে, তবুও তাদের কাহিনী লিভি, স্যালাষ্ট্ এবং ট্যাসিটাসের মত ঐতিহাসিকের লেখনীতে যে নিন্দা পেয়েছে, তাতে এই সান্ত্বনা লাভ করা যায় যে, পরবর্তীকালের মানুষেরা তাদের ধিক্কার দেবে এবং চিরকালের অখ্যাতি তাদের স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত থাকবে। কিন্তু জর্জ ও নেপোলিয়নদের সম্বন্ধে সে সান্ত্বনা আমাদের নেই, শুধু আশা করতে পারি যে ভবিষ্যৎ পুরুষের কাছে তারাও নিন্দনীয় হবে;

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স উভয়ের দৌরাত্ম্য

(জে, মাউরেকে লিখিত পত্র, ১৮১২ সাল)

আমরা মনে করি সমুদ্রে ইংল্যাণ্ডের ও স্থলে ফ্রান্সের অপ্রতিহত ক্ষমতা পৃথিবীর মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকর। আমরা চাই নৈতিক কর্তব্য পালনের প্রয়োজন মত তাদের ক্ষমতা হ্রাস হোক। বোনাপার্ত সমুদ্রে সকল জাতির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে একথা যেমন আমরা বিশ্বাস করিনা, তেমনি ইংল্যাণ্ড মানবজাতির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে তাও বিশ্বাস করিনা। দুজনের উদ্দেশ্যই এক, অন্যান্য দেশের শক্তি, অর্থ ও সম্পদ আত্মসাৎ করা।

শান্তি ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আশা

(এ্যাডাম্‌সকে লিখিত পত্র; ১৮২১ সাল)

আমি মৃত্যুর সময়ও এই আশা করবো যে জ্ঞানের আলোক ও স্বাধীনতা অবিরাম গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। ইতিহাসে অবশ্যই আমরা দেখেছি শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। উত্তরাঞ্চলের বর্বর জাতিরাই সভ্য পৃথিবীর দেশ ও গভর্ণমেন্টগুলি আক্রমন করে অধিকার করেছিল। যদি আবার এই প্রচেষ্টা হয়, যদি উত্তরাঞ্চলের জাতিরা দক্ষিণাঞ্চলের শস্য, সুরা ও তৈল সম্পদে প্রলুব্ধ হয়ে এই সমস্ত দেশ দখল করে, তবে—মুদ্রন শিল্প ও পুস্তক প্রকাশের ফলে জ্ঞানের যে বিপুল প্রসার ঘটেছে, তাতে মানুষের মন অজ্ঞের

থাকবে, অস্ত্রবলে জয়ী দুর্বৃত্তেরা বিজিত জাতিগুলির আর অধঃপতন ঘটাতে পারবে না, বরং তারাই এই শিক্ষিত সভ্যজাতিগুলির পর্যায়ে উন্নীত হবে। যদি বর্বরতা ও স্বেচ্ছাচারীতার মেঘ ইউরোপের বিজ্ঞান ও স্বাধীনতার আকাশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, তবে এই দেশ স্বাধীনতা সংরক্ষণ করে ইউরোপে আবার স্বাধীনতার আলোক তুলে ধরবে। ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই আমেরিকায় যে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়েছে তার আলোক পৃথিবীর সর্বত্র বিচ্ছুরিত হয়েছে, স্বেচ্ছাচারিতার ক্ষীণ শক্তি সে আলোক নির্বাপিত করতে পারবে না, বরং এই অগ্নিশিখায় সমস্ত স্বেচ্ছাচারীর স্বেচ্ছাচার দগ্ধ হয়ে নিঃশেষ হবে।

(২) ইউরোপীয় রাজনীতিতে জড়িত না হওয়ার নীতি

সমুদ্র পরিহার করে যুদ্ধ এড়ানো

(ভার্জিনিয়া অধিবেশনের জন্য লিখিত নোট)

বেশীর ভাগ রাষ্ট্র ভুল হিসাবের বশবর্তী হয়ে ঠিক করে যে, যুদ্ধে যোগ দেওয়া তাদের স্বার্থের অনুকূল। দীর্ঘকাল স্থায়ী যুদ্ধের শেষে একটা ছোট সহর, কোন একটি অঞ্চল, কোথাও কাঠ কাটার, কোথাও মাছ ধরার স্বত্ব লাভ করার জন্য যে প্রচুর অর্থব্যয় করে, তা যদি তারা নিজের দেশের উন্নতির জন্য খরচ করে রাস্তা তৈরী করে, নদীপথ উন্মুক্ত করে, বন্দর নির্মাণ করে, সাহিত্য কলার উৎকর্ষসাধন করে এবং বেকার দরিদ্রদের কাজের ব্যবস্থা করে, তাহলে তারা আরও ধনী, আরও শক্তিশালী ও আরও সুখী হতে পারে। আমি আশা করি এই জ্ঞান নিয়ে আমরা চলবো।

যতদূর সম্ভব যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা এড়াবার জন্য আমাদের পক্ষে সমুদ্রে চলাচল করা পরিহার করা ভাল। এইখানেই প্রধানতঃ আমাদের অন্য দেশের সঙ্গে ঠেলাঠেলি বাধবে। আমাদের আমদানী-রপ্তানীর মাল বহনের ভার অপরের উপর ছেড়ে দিলে আমরা ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অভেদ্য হবো, আমাদের সম্পত্তি তারা লুঠ করতে পারবে না। আমরা আমাদের সমস্ত নাগরিকদের কৃষিকার্যে নিয়োগ করবো, এবং এই প্রসঙ্গে আমি আবার উল্লেখ করবো যে কৃষিজীবিরাই সবচেয়ে সৎ এবং স্বাধীনচেতা নাগরিক। তাদের নাবিকের কাজ দেওয়ার সময় হবে তখন, যখন আমাদের জমিতে তাদের আর কাজ দেওয়া যাবে না। কিন্তু আমাদের দেশের লোক ব্যবসা-বাণিজ্য করতে অভ্যস্ত ; তারা নিজের এই কাজ চালিয়ে যাক। কখনও কখনও আমাদের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হতে পারে। আমাদের নির্বুদ্ধিতা ও অন্যায় আচরণের ফলে

যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অর্ধেক সম্ভাবনা পরিহার করতে হবে এবং অপরে যদি আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, সেই বাকী অর্ধেক সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কেবল এইটুকুই করতে পারে।

(নেগুলটনকে লিখিত পত্র, ১৭৯৯ সাল)

আমাদের নাগরিকরা জাহাজ চালনার পরিবর্তে তাদের মূলধন যদি দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নিয়োগ করে, তার থেকে বিদেশীদের বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে তাদেরকে যদি মাল বহনের কাজ করতে দেয়, বৈদেশিক দূতাবাসগুলি যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং কোন জাতির সশস্ত্র জাহাজকে আমাদের দেশের বন্দরে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয়, তবে কত ভাল হয়।

নিরপেক্ষতার পরিকল্পনা

(ই, রাটলেজকে লিখিত পত্র ; ১৭৯৭ সাল)

আমি জানি না নিরপেক্ষ জাতিগুলি আমাদের সম্বন্ধে এখন কি ভাবছে, কিন্তু যুদ্ধরত জাতিগুলি আমাদের খুব হেয় জ্ঞান করছে ; তারা আমাদের ঘুসি ও লাথি মেরে অবজ্ঞা দেখাচ্ছে। আমরা যদি এই ঝড় কাটিয়ে উঠতে পারি, তখন আমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থার সুযোগ নিয়ে বৈদেশিক সম্পর্ক নতুন এবং ভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করবো। স্বার্থ যাতে তাদের ন্যায্য ব্যবহারের জামীন হয়ে থাকে, তার ব্যবস্থা অবশ্যই আমরা করব এবং কারণের পিছে পিছেই যেমন কার্য আসে, তেমনি করে আমাদের স্বার্থহানি তাদের ক্ষতির কারণ হবে। বাণিজ্য ভিন্ন অন্য কোন সম্পর্ক তাদের সঙ্গে আমাদের থাকবে না। কিন্তু এই ধরণের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সময়, মেজাজ, বিচক্ষণতা ও সাময়িক স্বার্থ-ত্যাগের প্রয়োজন হবে। আমরা কতদূর সফল হবো, তা আমরা দেখতে পাব না, তবে আমাদের সন্তান সন্ততিরা দেখতে পাবে।

ইউরোপীয় রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার ভীতি

(উইলিয়ম শর্টকে লিখিত পত্র ; ১৮০১ সাল)

ইউরোপীয় রাজনীতিতে জড়িত হতে হয় এমন সমস্ত ব্যাপারে আমাদের অত্যন্ত ভয় আছে। বহু বিষয়ে নিরপেক্ষ জাতির অধিকার অর্জ্জন করতে পারলে আমাদের বাস্তবিকই সুবিধা হতে পারে। কিন্তু এই অধিকার অর্জ্জনের জন্য কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রজোটের উপর নির্ভর করা চলবে না। তাদের এত বেশী বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র স্বার্থ আছে যে, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ সব সময়েই আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। সাময়িক ভাবে ভুল নীতি স্বীকার করার চেয়েও এদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া অনেক বেশী ক্ষতিকর।

(তৃতীয় বার্ষিক বানী ১৭ই অক্টোবর, ১৮০৩ সাল)

ইউরোপীয় জাতিসমূহ থেকে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্রের দ্বারা বিছিন্ন হয়ে এবং যে রাজনৈতিক স্বার্থে তারা যুক্ত, তা থেকে পৃথক হয়ে শুধু উৎপাদন ও চাহিদার প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে আমরা বাণিজ্য ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখতে চাই ; এতে উভয়েরই উপকার। কাজেই আমাদের আঘাত করা যেমন তাদের স্বার্থ বিরোধী, তাদের বিব্রত করাও তেমনি আমাদের স্বার্থ সিদ্ধির অন্তরায়। আমরা যদি প্রকৃতি দত্ত এই বিশিষ্ট অবস্থার অসামান্য সুযোগ গ্রহণ করে তাদের বিবাদ থেকে দূরে সরে থাকি, সমস্ত দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করি, তাদের স্বার্থ-সংঘাতে বলের পরিবর্তে যুক্তির দ্বারা মীমাংসার পথ দেখাই এবং নিজেরা শ্রম-শিল্পের উন্নতি করি, শান্তি ও সুখানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তবেই আমরা বিজ্ঞ-জনোচিত কাজ করবো। আমাদের নাগরিকরা যদি ব্যক্তিগতভাবে দেশের মত, স্বার্থ ও আচরণ অনুসরণ করে, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের হানি হতে পারে এমন উত্তেজনা ও পক্ষপাতিত্ব না দেখায়, ইউরোপের বিপজ্জনক হাঙ্গামে জড়িত হয়ে আমাদের বিব্রত না করে, তবে গভর্ণমেন্টের পক্ষে এই অবস্থা কতই না বাঞ্ছনীয় হবে।

সামুদ্রিক নিরপেক্ষতা

(তৃতীয় বার্ষিক বানী, ১৭ই অক্টোবর, ১৮০৩ সাল)

এই বিরোধের সময় স্বার্থের খাতিরে ও আমাদের নিজেদের ইচ্ছানুসারেই আমাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত যুদ্ধরত জাতিসমূহের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ও সদয় ব্যবহার করে তাদের বন্ধুত্ব লাভ করা। আমাদের নীতি হওয়া উচিত কারও বিরক্তি উৎপাদন না করে সমুদ্রে বিপন্ন সশস্ত্র জাহাজগুলিকে আশ্রয় দেওয়া, আমাদের পোতাশ্রয়গুলিতে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশী ব্যবস্থা করা, নাগরিকদের ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধা দেওয়া, অনধিকারী হয়েও জাতীয় পতাকার অন্তরালে যদি কোন নাগরিক বা বিদেশী জাহাজ চালায় তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া, (কেননা এর ফলে প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার জাহাজ-গুলিও সন্দেহের কারণ হবে এবং আমরা যে অন্যায় কাজ করিনি, তার প্রতি-বিধানের জন্য বিবাদ বিতণ্ডায় পড়তে হবে), প্রত্যেক জাতির কাছ থেকে আমাদের নাগরিক ও জাহাজ সম্বন্ধে ন্যায় ও নীতিসঙ্গত ব্যবহার আদায় করা, অপমান ও ক্ষতি সহ্য করার পরিবর্তে বরং যে কোন পরিণামের ঝুঁকি নেওয়া।

স্বতন্ত্র-স্থিতি

(ব্লাডগুড ও হ্যামণ্ডকে লিখিত পত্র, ১৮০৯ সাল)

এতদিন আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যে নীতিগুলিকে পবিত্র মনে করা হতো, পৃথিবীর সশস্ত্র জাতিসমূহ সেই সমস্ত নীতি পদদলিত করছে, আমরা এই দেখে উত্তেজিত না হয়ে পারিনা। এই ধরণের বে-আইনী বলপ্রয়োগের সময় যুদ্ধরত জাতিসমূহের সঙ্গে আমরা সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবো, এটা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের কাজ। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা, আচরণ ও নীতিবোধের উপর এর কুফল এবং স্বাধীন গভর্ণমেন্টগুলির উপর এর বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া এড়াবার জন্যই আমরা এই নীতি গ্রহণ করবো। আমরা আমাদের ধন-সম্পদ বাড়িয়ে তুলবো, যতদিন না আমাদের স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির ফলে কোন বৈদেশিক প্রচেষ্টা আর ভয়ের কারণ হবে না।

মার্কিন শান্তিবাদের প্রকৃতি

(বুকানের আর্লকে লিখিত পত্র, ১৮০৩ সাল)

সর্বশক্তিমান ভগবান আকাশের নীচে সমুদ্রের জলরাশিকে এক জায়গায় এনে দিয়ে, ইউরোপ ও আমেরিকাকে ভাগ করে দিয়েছেন এবং বলেছেন, অন্ততঃ শান্তি আসুক। আমি সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি আশা করি বহুকাল পর্যন্ত সমস্ত জাতির সঙ্গে শান্তি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করাই আমাদের দেশের প্রকৃতি থাকবে। স্বাধীনতার সনদ গ্রহণ করার ফলে আমাদের দেশবাসীর যে সমৃদ্ধি হবে, ইউরোপের জনসাধারণের মনে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং তারা আমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে লাভবান হবে। আমাদের দেশ শান্তির পথে চলবে, আমার এই আশা অন্যায় প্রতিরোধ না করার মহত্তর নীতির উপর নির্ভরশীল নয় বরং এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে আমরা যদি ন্যায়সঙ্গত ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করি, অন্যান্য দেশও তদনুরূপ আচরণ করবে।

স্বাধীনতার আলোক মানবজাতির জন্য প্রজ্জ্বলিত রাখুন

(ওয়াশিংটনের নাগরিকদের প্রতি, ৪ঠা মার্চ ১৮০৯ সাল)

পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে আমরা যে-স্থান অধিকার করে আছি, তা সম্মানজনক, কিন্তু আশঙ্কাপূর্ণ। পৃথিবীর একমাত্র প্রজাতন্ত্র, মানবজাতির অধিকারের একমাত্র স্তম্ভ-স্বাধীনতা ও স্বায়ত্বশাসনের অগ্নিশিখার একমাত্র নিরাপদ আধার—এই দেশের ভাগ্য আমাদের উপর ন্যস্ত। পৃথিবীর যে-সমস্ত দেশে এর প্রভাব বিস্তৃত হবে, তারাই এই স্বাধীনতার আলোকে উদ্ভাসিত হবে। অতএব এদেশের সমৃদ্ধিতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সকল মানবজাতির আনন্দিত হওয়া

উচিত, দুর্ভাগ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত ; তার কারণ, মানবজাতির যা-কিছু প্রিয়, এই দেশের সঙ্গে তার সবকিছুই জড়িত। এই কথা ভেবে আমরা যেন সমস্ত স্বার্থ, সমস্ত সুযোগ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে অনুপ্রেরণা পাই। আমাদের মধ্যে সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য মনুষ্যজাতির আশা ও আনন্দের এই পবিত্র স্থান বিপন্মুক্ত রাখার জন্য আমরা আমাদের সমস্ত প্রবণতা ও মতবিরোধ যেন আপোষে নিস্পত্তি করি।

(নিউইয়র্ক রাজ্যের আইনসভায় প্রেরিত বানী, ১৮০৯ সাল)

মানবজাতির স্বাধীনতার একমাত্র অছি হিসাবে আমাদের নিজেদের প্রতি, ভবিষ্যৎ পুরুষের প্রতি ও মানবজাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য, এই বিরোধের সময় পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশে যে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে আমাদের প্রিয় দেশকে মুক্ত রাখার জন্য সচেষ্ট হওয়া, আর এই উদ্দেশ্যে সমস্ত ব্যক্তিগত ও স্থানীয় স্বার্থচিন্তা পরিত্যাগ করা। যখন রাজতন্ত্রের স্পর্ধিত শক্তি সহজ যুদ্ধ জয়ের পথ গ্রহণ করেছে, তখন আমরা যদি উত্তেজিত না হয়ে আমাদের স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করি তবে তা স্বায়ত্তশাসনের সমর্থক ও বিরোধীদের কাছে একটি হিতকর দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

ইউরোপের তুলনায় আমেরিকা স্বর্গবিশেষ

(ডক্টর জোন্সকে লিখিত পত্র, ১৮১০ সাল)

আমরা যদি নিজেদের আলাদা করে বিচার করি, তবে আমাদের অসুবিধা বাস্তবিকই বেশী। কিন্তু যদি ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করে দেখি তাহলে মনে হবে আমরা স্বর্গসুখ ভোগ করছি। চিরন্তন যুগাবর্তনের মধ্যে ভাগ্য আমাদের যে-স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, আমাদের চতুর্দিকে আজ যে হাঙ্গামা ও উপদ্রবের দৃশ্য আমরা দেখছি, আমাদের জ্ঞানে কোন যুগে তা ছিলনা। একটি ব্যতীত ইউরোপ মহাদেশের সমস্ত গভর্ণমেন্ট চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে, বিজেতা পৃথিবীর উপর উৎপাত ও ধ্বংসের তাণ্ডব ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, সমুদ্রের বুকের উপর জলদস্যু দুঃখ ও সর্বনাশ বিস্তার করছে। সেই তুলনায় আমরা যেন ফুলের শয্যা পেতে রয়েছি। পৃথিবীর এই ধ্বংসলীলায় যে পদ্ধতির গভর্ণমেন্ট আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে, তা ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করবে। ছোটখাটো দ্বন্দ্ব বা ঈর্ষা যে আমাদের দেশে নেই, তা নয় ; কখনও কখনও নৈরাশ্য আমাদের পেয়ে বসে। কিন্তু সুখের বিষয় অতিকায় হাতী সাঁতরাতে পারেনা, তিমিঙ্গিল শুকনো ডাঙ্গায় চলতে পারে না ; আমরা যদি তাদের পথ থেকে সরে থাকতে পারি, তবে তারা

আমাদের কাছে পোঁছতে পারবে না। আমরা যদি এই পশুগুলির বন্ধন-রজ্জুর সীমার মধ্যে নিজেদের স্থাপন করি, তবেই তাদের লেজের বাড়ি ও থাবার আঘাত আমাদের গায়ে লাগবে।

নিরপেক্ষতা নীতির সুবিধা

(এপ্‌স্‌কে লিখিত পত্র, ১৮১১ সাল)

আমি বিশ্বাস করিনা, পৃথিবীর অবশিষ্টাংশের রনোন্মাদনায় আমরা যোগ দিইনি বলে, আমাদের সুনাম কিছুমাত্র নষ্ট হয়েছে। উগ্র স্বভাব রাজনীতি-বিদ্‌দের প্রলাপোক্তি নাই বা ধরলাম, তাদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে অনেক। আমরা বিশ্বাস অতলান্তিক মহাসমুদ্রের অপর পারে সমস্ত দেশ এই যুদ্ধে তাদের সম্মান, শক্তি, স্বাধীনতা, আইন ও সম্পত্তি হারিয়েছে, আর আমরা আমাদের দেশকে এই সময় শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী রাখতে পেরেছি, এটা আমাদের পক্ষে কম বিজ্ঞতার পরিচায়ক নয়। স্পেন, পর্তুগাল, ইটালী, সুইট্‌সারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, প্রুশিয়া, অন্যান্য জার্মান রাষ্ট্র, সুইডেন, ডেনমার্ক, এমন কি রাশিয়া—কোন দেশ আমাদের থেকে বেশী সম্মান রক্ষা করতে পেরেছে? আমাদের সুখ্যাতির বিনিময়ে আমরা কি ফ্রান্স বা ইংল্যাণ্ডের কলঙ্কজনক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতাম অথবা তাদের দৌরাত্ম্যের ফলে এক দেশের স্বৈরতন্ত্র ও অপর দেশের দেউলিয়া অবস্থা আমাদের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির বিনিময়ে মেনে নিতে পারতাম? আমরা এই ধ্বংসলীলার মধ্যে সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতা নির্বিঘ্নে রক্ষা করেছি।

ইউরোপীয় রাজনীতিতে জড়িত না হওয়াই আমাদের মূলনীতি

(প্রেসিডেন্ট মনরোকে লিখিত পত্র, ১৮২৩ সাল)

ইউরোপের বিবাদে কখনও জড়িত না হওয়াই আমাদের প্রথম মূলনীতি হওয়া উচিত। আমাদের দ্বিতীয় মূলনীতি হওয়া উচিত, অতলান্তিক মহাসাগরের এদিকস্থ কোন ব্যাপারে কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সহ্য না করা। উত্তর এবং দক্ষিণ, উভয় আমেরিকার স্বার্থ ইউরোপ থেকে ভিন্ন এবং বিশেষভাবে স্বতন্ত্র। কাজেই ইউরোপ থেকে স্বতন্ত্র একটা নিজস্ব পদ্ধতি আমেরিকার থাকা প্রয়োজন। ইউরোপ যখন স্বৈরতন্ত্রের আবাসে পরিণত হচ্ছে, আমাদের এই ভূগোলার্ধ স্বাধীনতার বাসভূমি হতে অবশ্যই চেষ্টা করবে।

(প্রেসিডেণ্ট মনরোকে লিখিত পত্র; ১৮২৩ সাল)

আমি চিরকাল মনে করেছি ইউরোপের বিবাদে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করা যুক্তরাষ্ট্রের মূলনীতি হবে। তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের পারস্পরিক ঈর্ষা, শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার নীতি, জটিলতাপূর্ণ যুক্তি, বিভিন্ন নীতি ও ধরণ—এ সমস্তই আমাদের থেকে ভিন্ন। ইউরোপের দেশগুলি চিরকাল যুদ্ধে লিপ্ত। জনসাধারণের শ্রম, সম্পত্তি ও জীবন ধ্বংস করার কাজে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত। অপর পক্ষে আমাদের অবস্থা কি? একটি বিপরীত পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করার এমন অনুকূল সুযোগ আর কোন জাতি কখনও পায়নি। আমরা মানবজাতির মধ্যে শান্তি ও সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি। আমাদের সমস্ত সঙ্গতি ও সামর্থ্যকে ধ্বংসের পরিবর্তে উন্নতির উদ্দেশ্যে পরিচালিত করছি। ইউরোপের সঙ্গে আমাদের বিবাদের কারণ অল্পই আছে; আমরা যদি বিচারবুদ্ধি ও সহনশীলতা দেখাই তবে সাধারণভাবে তাদের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া হতে পারে। আমাদের পশ্চিম গোলার্ধে আর কোন দেশের লোক এখনও এমন অবস্থায় নেই এবং এক যুগ পরেও এমন অবস্থায় আসবে না যে, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইবে। এবং ইউরোপের দেশগুলি উত্তর বা দক্ষিণ আমেরিকায় যেটুকু দাঁড়াবার জায়গা পেয়েছিল, তাও তাদের পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে; আমরা তাদের সম্পর্ক থেকে শীঘ্রই মুক্ত হবো।

(৩) ইংল্যাণ্ড

বৃটিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

(র‍্যাণ্ডলফ্‌কে লিখিত পত্র; ১৭৭৫ সাল)

বিশ্বাস করুন, বৃটিশ সাম্রাজ্যে এমন একজনও নেই যে আমার চেয়ে বেশী বন্ধুভাবে গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে সংযুক্তি চায়। কিন্তু ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারি, যে সর্তে বৃটিশ পার্লামেণ্ট এই সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় প্রাণ থাকতে আমি তা স্বীকার করবো না। আমি মনে করি এ সম্বন্ধে আমি সমস্ত আমেরিকাবাসীর মনোভাব ব্যক্ত করছি। বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ঘোষণা করার জন্য আমাদের প্রবর্তনা বা শক্তি কোনটারই অভাব নেই। আমাদের ইচ্ছার অভাব; কিন্তু ইংল্যাণ্ডের রাজার আচরণের ফলে এই ইচ্ছা ক্রমশঃ বাড়ছে। সম্ভবতঃ একটি রক্তক্ষয়ী অভিযান চিরকালের মত ভবিষ্যৎ গতি

নির্ধারণ করে দেবে এবং আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথই বেছে নেওয়া হয়েছে। বায়ু এবং জলস্রোতের মিলিত শক্তি যদি উপকূলভাগকে দাসত্ব থেকে উদ্ধার না করে, যদি জেনারাল হো'র নতুন সেনাবাহিনী নিরাপদে পৌঁছায়, তবে আমরা আশা করি সে বেষ্টনের বাইরে আসতে সাহসী হবে এবং আর একবার ঠেঙ্গানি খাবে। তাকে ভালমত প্রহার দেওয়া প্রয়োজন, যাতে রাজদণ্ডধারী স্বেচ্ছাচারী জানতে পারে যে, আমরা নিতান্ত পশু নই যে তার অধীনে সঙ্কুচিত হয়ে থাকবো বা তার কশাঘাত সহ্য করবো।

ইংরাজের আঘাতের বিরোধী, ইংরাজ জাতির শত্রু নই

(রড্‌নীকে লিখিত পত্র ; ১৮১৫ সাল)

ভগবান ইংল্যাণ্ডের মতি পরিবর্তন করুন। পৃথিবীতে আর কোন জাতি নেই যার সঙ্গে সম-মর্যাদার সর্তে বন্ধুত্বপূর্ণ আদান-প্রদান আমি এর চেয়ে বেশী আন্তরিকভাবে চাই। সম-মর্যাদার সর্ত ছাড়া অন্য কোন সর্তে জাতির প্রতি হস্ত প্রসারিত করতে আমি চাই না। আমি জানি ইংল্যাণ্ডের হাতধরা কয়েকজন আমি ব্যক্তিগতভাবে ইংল্যাণ্ডের শত্রু, এই কথা প্রচার করছে। কিন্তু নির্বোধেরা এবং যারা আমাকে নির্বোধ মনে করে কেবল তারাই, একথা বিশ্বাস করবে। আমি নিশ্চয়ই ইংরাজের অপমান ও আঘাতের বিরোধী, তার জঘন্য শাসন-ব্যবস্থা ও অপরাপর দেশের প্রতি জঘন্য আচরণের বিরোধী। কিন্তু তারা যদি তাদের রাজনৈতিক আচরণবিধিতে ন্যায়নীতির স্থান দেয়, বিশেষ করে তারা যদি ভদ্র ব্যবহার করে, অন্ততঃ আমাদের প্রতি উত্তেজনাহীন বা নিরপেক্ষ মনোভাব দেখায়, তবে পৃথিবীতে আর কোন জাতি নেই যার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জন্য আমি এতটা আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত হবো। শত্রু হিসাবে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তারা আমাদের বেশী ক্ষতি করতে পারে এবং যুদ্ধ ও শান্তির সময় আমাদের ভিতর থেকে বিব্রত করার ক্ষমতা তাদের বেশী।

ইংরাজদের দুর্নীতি আমেরিকাকে সতর্ক করবে

(লোগানকে লিখিত পত্র ; ১৮১৬ সাল)

যে-মানুষ রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে অসৎ, সে মানুষ জীবনের যে কোন অবস্থায় অসৎ হবে। এটা ধরে নেওয়া অর্থহীন যে এককভাবে ব্যক্তিরা যে নৈতিক বিধানের অধীন, লক্ষ মানুষ মিলিতভাবে সেই নৈতিক বিধানের অধীন নয়। মার বড় সান্ত্বনা এই যে আমাদের গভর্ণমেন্টের নিজ নাগরিকদের সম্বন্ধে যে

কর্তব্যবোধ আছে, অন্যান্য জাতির প্রতিও ঠিক তদনুরূপ নৈতিক আচরণের বোধ আছে। আমরা স্বেচ্ছায় কারও প্রতি অন্যায় আচরণ করেছি একথা কেউ বলতে পারবে না। এই বিষয়ে গভর্ণমেন্টের ভ্রষ্টাচার ও নাগরিকদের সাধুতার যে বৈসাদৃশ্য ইংল্যাণ্ড দেখিয়েছে, তা বিশ্ববাসীর কাছে একটি লক্ষ্যণীয় বস্তু। এইভাবে তারা এই মূল সত্যতার প্রমাণ দিচ্ছে যে স্বার্থ ও সততা অবিচ্ছেদ্য। যেমন আশা করা গিয়েছে, এর পরিণাম ফল হবে জনসাধারণের সর্বনাশ এবং এই সর্বনাশ সবচেয়ে বেশী হবে (যা হওয়া উচিত) বংশানুক্রমিক অভিজাত সম্প্রদায়ের, যারা পুরুষ পরম্পরায় এই সর্বনাশের পথ তৈরী করেছে। আমি আশা করি এই দৃষ্টান্ত দেখে আমরা সাবধান হবো এবং যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির ধনী মালিকদের (অভিজাত সম্প্রদায়), যারা ইতিমধ্যেই শক্তিপরীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান জানাচ্ছে এবং দেশের আইন অমান্য করার সাহস দেখাচ্ছে, তাদের অঙ্কুরেই বিনাশ করবো।

(৪) ফ্রান্স

ফরাসী জাতির জীবন ও নৈতিক চরিত্রের সমালোচনা

(সেলিনিকে লিখিত পত্র ; ১৭৮৫ সাল)

ইউরোপের গর্বের স্থান সম্বন্ধে আমার কাছে শুনুন। এ সম্বন্ধে খুব বিস্তারিত তথ্য আপনার জানার জন্য প্রয়োজন নেই। কিন্তু আপনি হয়তো জানতে উৎসুক আমেরিকার এক পর্বতবাসী ভাগ্যহীন মানুষের কাছে এই দৃশ্য কেমন লাগছে। আমি আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি যে মোটেই ভাল লাগছে না। আমি এখানে দেখছি সাধারণ মানুষের ভাগ্য অত্যন্ত হীন। 'এখানকার মানুষগুলি হয় হাতুড়ী আর না হয় নেহাই—'ভলতেয়ারের এই উক্তি এদেশে চিরকালের জন্য সত্য। মৃত্যুর পর আমরা যে পরলোকে যাই বলে লোকে বলে থাকে—যেখানে আমরা দেখতে পাব ঈশ্বর ও দেবদূতগণ মহা আড়ম্বরে রয়েছেন আর তাঁদের পায়ের নীচে রয়েছে অভিশপ্ত মানুষগুলি—এই হলো সেই দেশের সত্যকার চিত্র। অগণিত সাধারণ মানুষ সেখানে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছে, এই দেখে আমি জানতে চেষ্টা করলাম সেখানকার উচ্চ শ্রেণীর মানুষের অবস্থা কি? যাদের অবস্থা দেখে দর্শকদের চোখ ঝল্‌সে যায় এবং বিশেষ করে, তাদের সুখের পরিমাণের সঙ্গে আমাদের দেশের যে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ সুখ-ভোগ করে, তার একটা তুলনা করতে চাইছিলুম। যুবক সম্প্রদায় গোপন প্রণয়ে

লিপ্ত আর বয়স্ক লোকেরা উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে ব্যস্ত। তাদের মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের অস্তিত্ব নেই ব'লে পারিবারিক সুখ কি তারা জানে না। এর পরিবর্তে তারা যে সুখের অন্বেষণ করে তাতে সর্বপ্রকার কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় এবং দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অস্থিরতা ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে, মানুষ মুহূর্তের আনন্দ লাভ করে। আমেরিকার বেশীর ভাগ অধিবাসী পারিবারিক জীবনে যে শান্তি ও স্থায়ী আনন্দ ভোগ করে, তার তুলনায় এদের আনন্দ অনেক নিকৃষ্ট ধরণের। এই কারণে আমেরিকার অধিবাসীরা স্বাস্থ্য ও যুক্তিসম্মত বৃত্তি স্থিরভাবে অনুসরণ করতে পারে এবং তাদের অবসর সময় প্রকৃতই আনন্দদায়ক হয়।

ফরাসী সভ্যতা প্রশংসার যোগ্য কি ?

(বেলিনিকে লিখিত পত্র, ১৭৮৫ সাল);

ভোজনের আনন্দ উপভোগের ব্যাপারে ফরাসীরা আমাদের থেকে অনেক অগ্রসর, কারণ তারা স্বাদু জিনিষ পরিমিত আহার করে। সামাজিক আহারের শেষে তারা পশুর মত ব্যবহার করে না। আমি ফ্রান্সে নিম্নশ্রেণীর কোন মানুষকেও মাতাল অবস্থায় দেখিনি। তাদের স্থপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীত আমাকে যে কত আনন্দ দেয়, তা বর্ণনা করার ভাষা আমি জানি না। এই সমস্ত শিল্পকলায় তারা উৎকর্ষ লাভ করেছে ; বিশেষ করে তাদের সঙ্গীতকলা যে আমি কত ভালবাসি, তা হিসাব করে বলা যায় না। এই একটি মাত্র গুণের জন্য আমি তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা করি এবং বাইবেলের দশাজ্ঞা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গীতের প্রতি আমার লোভ আছে।

সম্পত্তির কেন্দ্রীকরণ ফ্রান্সের দুঃখের কারণ

(ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৫ সাল)

ফতেনব্লোর পথে চলতে চলতে সহরের বাইরে আসা মাত্র একটি দরিদ্র স্ত্রীলোক আমার সঙ্গে একই পথে চলতে লাগলো। দরিদ্র শ্রমজীবীদের অবস্থা জানবার ইচ্ছায় আমি তার সঙ্গে কথা বলতে সুরু করলাম। আমি তার বৃত্তি ও অবস্থা জানতে চাইলাম। সে আমাকে বললো যে দৈনিক পাঁচ পেন্স মজুরীতে সে কাজ করে, তার দুটি সন্তানকে ভরণপোষণ করতে হয়। প্রায় ত্রিশ শিলিং তাকে বাড়ী ভাড়া দিতে হয় (এতে তার প্রায় ৭৫ দিনের মজুরী চলে যায়), অনেক সময় তার কাজ থাকে না ও অনাহারে থাকতে হয়। আমি তার

সঙ্গে প্রায় এক মাইল হাঁটলুম এবং বিদায় নেওয়ার সময় তাকে একটি টাকা দিলুম, কৃতজ্ঞতায় তার চোখ অশ্রুসিক্ত হলো।

এই অবস্থা দেখে চিন্তা করে বুঝলুম যে, এই দেশে এবং ইউরোপের সর্বত্র দারিদ্র্যের যে অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমি দেখেছি, তার কারণ সম্পত্তির অসম বিভাগ। এই দেশের সমস্ত সম্পত্তি মাত্র কয়েকটি লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত। এরা দেশের সুসন্তানদের ভৃত্য হিসাবে নিয়োগ করে এবং কোন কোন লোকের দুই শত গৃহ-ভৃত্য আছে। সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে যারা সংখ্যাধিক, সেই দরিদ্রেরা কাজ পায় না। আমার মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, যে দেশে অকাষত জমির পরিমাণ অত বেশী, সে দেশের লোক কাজ করতে ইচ্ছুক হয়েও, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে কেন? আমি জানি সম্পত্তি সমভাগে ভাগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই দারুন অসাম্যের ফলে বেশীর ভাগ মানুষ যে দরিদ্র থেকে যাচ্ছে, আইনপ্রণেতারা তার প্রতিবিধানের জন্য সম্পত্তি বন্টনের যত উপায়ই উদ্ভাবন করুন না কেন, তাতে বাড়াবাড়ি হবে। মানুষের পরিশ্রম করে বেঁচে থাকবার জন্যই এই পৃথিবী সর্ব-সাধারণের সম্পত্তি। প্রত্যেক মানুষই কিছু না কিছু জমি ভোগ করবে এই ব্যবস্থা করার সময় এসে গেছে। অল্প জমির মালিকেরা রাষ্ট্রের সবচেয়ে মূল্যবান নাগরিক।

আমেরিকার বিপ্লব ফরাসীদের মনে চাঞ্চল্য এনেছে

(ডক্টর প্রাইসকে লিখিত পত্র, ১৭৮৯ সাল)

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামই প্রথম এই জাতির চিন্তাশীল জনসাধারণের মনকে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জাগরিত করেছে। যে-সমস্ত যুবক অফিসার আমেরিকায় গিয়েছিল, তারা অভ্যাস ও কুসংস্কারে আবদ্ধ ছিল না বলে জন-সাধারণের অধিকার সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের নির্দেশ মানতে প্রস্তুত হয়েছিল। তারা এই অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ফিরে এসেছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না থাকা সত্ত্বেও, তারা এই ভাবধারা প্রচার করেছে, মানুষ স্বাধীনভাবে আলাপ-আলোচনা করতে সুরু করেছে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত সমাজে রাজনীতি, আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে এবং উৎসাহী শক্তিশালী স্বদেশপ্রেমিকদের পার্টি হয়েছে, যে পার্টি গভর্ণমেন্টের অনাচার সম্বন্ধে সজাগ হয়ে শাসন সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছে। এই পার্টি, দেশের সমস্ত সৎলোক, যাদের চিন্তা করার প্রচুর অবসর আছে, সাহিত্যিক, আয়াসপ্রিয় বুর্জোয়া শ্রেণী, অভিজাত যুব সম্প্রদায় ও বেশী সংখ্যক যুবতীদের সংগঠিত করেছে।

ফরাসী বিপ্লবের সাফল্য আমেরিকার উপর প্রভাব বিস্তার করবে

(মেজনকে লিখিত পত্র, ১৭৯১ সাল)

ফ্রান্সের নতুন গভর্ণমেন্ট যাতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য আমি উদ্বিগ্ন আমি কৃত নিশ্চয় যে ফ্রান্সে যদি প্রজাতন্ত্রী গভর্ণমেন্ট স্থায়ী হয় তবে এর প্রভাব ইউরোপের সর্বত্র বিস্তৃত হবে। অপরপক্ষে যদি এই গভর্ণমেন্ট স্থায়ী না হয় তবে অন্যান্য দেশে স্বাধীনতার পুনরুজ্জীবন ব্যাহত হবে। আমাদের গভর্ণমেন্টের অস্তিত্বের পক্ষেও এই গভর্ণমেন্টের সাফল্য প্রয়োজন বলে আমি মনে করি এবং ইংল্যাণ্ডের সংবিধানের মত এই গভর্ণমেন্ট যাতে একটা জগাখিচুড়ী না হয় তাও দেখা আমাদের কর্তব্য।

ফরাসী বিপ্লবের প্রসারের আশা

(সিন্‌ক্লেয়ারকে লিখিত পত্র, ১৭৯১ সাল)

প্যারিস থেকে ফ্রান্সের রাজার পলায়ন ও তার পুনরায় গ্রেপ্তারের বার্তা আমরা পেয়েছি। এমন চমৎকার বিপ্লবের উদ্দেশ্যকে যদি কোন লোকের ব্যর্থ করে দেওয়ার শক্তি থাকে, তবে তা দুর্ভাগ্যের বিষয় হবে। আমার আশা এবং বিশ্বাস এই যে তা ব্যর্থ হবে না। বিশ্বের দুর্গত ও উৎপীড়িত মানুষের মঙ্গলের জন্য এই বিপ্লব প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং পৃথিবীর সর্বত্র প্রসারিত হবে।

বিপ্লব সত্ত্বেও ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তিতে আমরা আবদ্ধ

(ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে দেওয়ার অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আছে কিনা, সে বিষয়ে অভিমত, ১৭৯৩ সালের ২১শে এপ্রিল)

যুক্তরাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী গভর্ণমেন্টের অধীনে ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। ফ্রান্সে গভর্ণমেন্টের পরিবর্তন হয়ে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়েছে এবং এই গভর্ণমেন্ট সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছে ও দেশের শাসনকার্য সেইভাবে পরিচালনা করছে। এই প্রস্তাব করা হয়েছে যে আমেরিকা তার চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করুক। এর সঙ্গত কারণ হিসাবে তারা বলতে পারে যে, ফ্রান্স যদি এই ধরণের গভর্ণমেন্টের অধীনে হতো, তবে তার সঙ্গে চুক্তি নাও হতে পারতো। আমেরিকায় এমন কে আছে, যে সত্যই বলতে পারে যে ফ্রান্স যদি প্রজাতন্ত্রী থাকতো, তবে সে মৈত্রীচুক্তি করতো না? অথবা যে-কোন ধরণের প্রজাতন্ত্রী গভর্ণমেন্ট পূর্বতন স্বেচ্ছাচারী গভর্ণমেন্টের তুলনায় অবাঞ্ছনীয় হতো? উপসংহারে আমি

এই কথা বলতে চাই যে ফ্রান্সে গভর্ণমেন্টের পরিবর্ত্তন হওয়া সত্বেও আমরা তার সঙ্গে এখনও মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ।

হত্যাকারী বোনাপার্ত

(মাদাম স্ত ষ্টেলকে লিখিত পত্র, ১৮১৩ সাল)

এমন দিন আসবে যখন ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তাদের বীর বোনাপার্তকে মনুষ্য জাতির বৃহত্তম নাশক এই আখ্যা দেবে, এই প্রতিষ্ঠাই সে অর্জন করেছে ? তার সামরিক জীবনে কোন বছরে সে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৃত্যু, দারিদ্র্য ও শোকে অভিভূত না করেছে ? ইউরোপের কোন রণক্ষেত্র তার হাতে মৃত্যু, অগ্নিকাণ্ড, ধ্বংসলীলা, দুর্ভিক্ষ ও দুঃখ পেয়ে তার স্মৃতি চিহ্ন না রেখেছে ?

ফ্রান্স তবুও স্বাধীন হবে

(বি, অষ্টিনকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

প্রজাতন্ত্রী শাসনকর্তা হিসাবে তার প্রতি আস্থা স্থাপন করে যে ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছিল, তার অপব্যবহার করে মাতৃ-হন্তার মত বোনাপার্ত প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করেছে এবং নিজের ও নিজ পরিবারের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার জন্য সামাজিক স্বেচ্ছাচার প্রবর্ত্তন করেছে। সে যদি এই ক্ষমতা স্বাধীন গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য সৎভাবে ব্যবহার করতো, ফ্রান্স তাহলে এখন স্বাধীনতা ও শান্তি ভোগ করতো এবং তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ইউরোপের প্রত্যেক জাতি জনসাধারণের ইচ্ছাধীন ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাধীন গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করতে পারতো। তার ক্রুর আত্মম্ভরিতা এই মূলনীতি প্রতিষ্ঠার হিতকর অগ্রগতিকে বাধা দিয়েছে এবং যে রক্তের স্রোত সে বইয়েছে, আজও তার শেষ হয় নি। যে বিপুল ধ্বংস ও অসংখ্য মানুষের হত্যার জন্য সে দায়ী, তারও চেয়ে বেশী ক্ষতি সে করেছে। এ সত্বেও প্রত্যেক দেশের মানুষের দৃষ্টি আজ স্বাধীন গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের প্রতি নিবদ্ধ ; এই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য এবং সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য তারা তাদের শক্তি নিয়োগ করবে। স্বাধীনতার কি চমৎকার বীজ আমরা ছড়িয়েছি এবং যে মূল বৃক্ষ আমরা আমাদের দেশে রোপন করেছি, তাকে আমাদের আরও কত পুষ্ট করা দরকার।

(৫) দক্ষিণ আমেরিকা

ভগবান এদের মুক্তি দিন

(কোসিয়াৎসকোকে লিখিত পত্র, ১৮১১ সাল)

আবার দেখুন, আমাদেরই গোলার্ধে অত্যাচারীর শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য জনসাধারণ সমস্ত শক্তি নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। স্পেনের অধীন আমে-

রিকার সমস্ত দেশ আজ বিদ্রোহী। বিদ্রোহীরা অনেক রাজ্যে জয়লাভ করেছে এবং সমস্ত রাজ্যেই তারা জয়ী হবে। কিন্তু সেখানে বিপদ এই যে অত্যাচারী-দের নিষ্ঠুর কৌশল তাদের মনকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে ও শিশুর মত অজ্ঞ করে রেখেছে ; শিশুর মতই তারা স্বায়ত্বশাসনে অক্ষম। যদি তারা গোঁড়ামী ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য কাটিয়ে উঠতে পারে, তবে তাদের সাধারণ জ্ঞান সমস্ত কাজ করার পক্ষে যথেষ্ট হবে বলে আমরা আশা করতে পারি। ভগবান তাদের নিরাপদে মুক্তি দিন।

দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের আশা

(লাফায়েৎকে লিখিত পত্র, ১৮১৩ সাল)

আমি আন্তরিকভাবে দক্ষিণ আমেরিকার মুক্তি চাই। আমি নিঃসন্দেহ যে তারা বিদেশী রাষ্ট্রের অধীনতা থেকে মুক্ত হবে। কিন্তু আমি যতদূর সংবাদ রাখি তাতে এই আশা পোষণ করতে পারি না যে, তারা স্বাধীন গভর্ণমেন্ট বজায় রাখতে সক্ষম হবে। তাদের জনসাধারণ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর দ্বারা পশুত্বে পরিণত ; পুরোহিত সম্প্রদায়ের খেয়াল-খুসী অনুযায়ী তারা চলে এবং যদিও তাদের মধ্যে কয়েকজন সক্ষম নেতা আছে, জন-সাধারণের বিচারবুদ্ধি ছাড়া তাদের উপর দায়িত্ব ভার দিয়ে বিশ্বাস করা কঠিন। আমার আশঙ্কা হয় যে কয়েকটি রাজ্যে তাদের প্রচেষ্টা সামরিক স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে পর্যবসিত হবে এবং এদের নিয়ে সংযুক্তরাষ্ট্র গঠিত হওয়াও সম্ভব হবেনা। রাজা-দের নিয়ে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করা অসম্ভব। তবে ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিবাদের ফলে তারা জনসাধারণকে গতিশীল ও সক্রিয় করে তুলবে এবং তারা তখন তাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে। তাদের মনে শেষ পর্যন্ত জ্ঞানের আলোক প্রজ্জ্বলিত হবে এবং আমরা যে দৃষ্টান্ত তাদের সামনে তুলে ধরবো তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তারা তাদের পথনির্দেশ করতে পারবে এবং স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত হবে। এতদূর পর্যন্ত আমি আশা করতে পারি ; কারণ আমি বলে দিচ্ছি অজ্ঞতা চতুরতার সঙ্গে যুঝে মুক্ত থাকতে পারবে ; স্বাভাবিক নিয়মে তা সম্ভব নয়।

আমেরিকা গোলার্ধ থেকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে হটাও

(ডক্টর ক্রফোর্ডকে লিখিত পত্র, ১৮১২ সাল)

আমরা চাইবো ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে শক্তির দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকুক, তাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সমস্ত শক্তি যেন দেশেই প্রস্তুত রাখতে হয়,

পৃথিবীতে অন্যান্য অঞ্চল যেন নিরুপদ্রব শান্তিতে থাকতে পারে। যখন আমাদের গোলার্ধে বিধান দেওয়ার মত শক্তিশালী আমরা হবো, অতলান্তিক সমুদ্রের মধ্যভাগের দ্রাঘিমা তখন যুদ্ধ ও শান্তির সীমারেখা হবে, কোন শত্রুতার কাজ এবারে সংগঠিত হবে না, সিংহ ও মেষশাবক একত্রে শান্তিতে বাস করবে।

(ফন্ হামবোল্ডকে লিখিত পত্র, ১৮১৩ সাল)

আমার বিশ্বাস ইতিহাসে পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রভাবিত কোন জাতি স্বাধীন নাগরিকদের দ্বারা শাসিত গভর্ণমেন্ট বজায় রাখার দৃষ্টান্ত দেখায় নি। যুক্ত-রাষ্ট্রের সন্নিহিত স্পেনীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে ঐ দেশগুলির উচ্চশ্রেণীর শিক্ষালাভের ও নিম্নশ্রেণীর দৃষ্টান্ত অনুসরণের সুযোগ হবে। দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি অপেক্ষা মেক্সিকো বেশী সুযোগপূর্ণ অবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে পারে ; অন্যান্য রাজ্যগুলিতে সামরিক স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্খা আমার আছে। এই দেশগুলির জনসাধারণের বিচিত্র প্রকৃতি, পারস্পরিক ঈর্ষা ও বিদ্বেষ, চরম অজ্ঞতা ও গোঁড়ামি, চতুর নেতারা খেলিয়ে নেবে এবং একের বিরুদ্ধে অপরকে ব্যবহার করে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবে। কিন্তু যে-গভর্ণমেন্টই তারা শেষ পর্যন্ত গঠন করুক না কেন, তা আমেরিকান গভর্ণমেন্ট হবে, ইউরোপের চিরন্তন বিবাদের সঙ্গে তারা জড়িয়ে পড়বে না।

ইউরোপীয় জাতিগুলি পৃথিবীর একটা পৃথক অংশের অন্তর্ভূক্ত ; তাদের স্থানীয় অবস্থা একটা সম্পূর্ণ পৃথক পদ্ধতি সৃষ্টি করেছে, তাদের স্বার্থ আমাদের থেকে ভিন্ন এবং সেইখানে জড়িত হওয়া আমাদের উচিত নয়। আমেরিকার জন্য একটা পৃথক গোলার্ধ রয়েছে। এই গোলার্ধের পৃথক স্বার্থ থাকবে, সেই স্বার্থ ইউরোপীয় স্বার্থের অধীন হবে না। প্রকৃতি আমেরিকা মহাদেশকে পৃথিবীর অবশিষ্টাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে সুযোগ দিয়েছে, তাতে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের যুদ্ধের অগ্নিশিখা সমুদ্র পার হয়ে এখানে বিস্তৃত হতে আমরা দেবো না। ৫০ বছর পরে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ৫ কোটী হবে এবং একটা জাতির পক্ষে ৫০ বছর কিছুই নয়।

আমেরিকার সমস্ত দেশের মূলগত ঐক্য

(কোন বন্ধুকে লিখিত পত্র, ১৮২০ সাল)

আমি আশা করি আমেরিকার সমস্ত জাতির মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি হবে এবং ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একই পদ্ধতিতে সবাই মিলিত হবে। সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন আমরা দুই গোলার্ধকে মহাসমুদ্রের

মধ্যভাগে একটা দ্রাঘিমা বরাবর ভাগ করে নেবো এবং এই গোলার্ধে ইউরোপের ঝড় বইবে না, ঐদিকে আমেরিকার ঝড় পৌঁছাবেনা। ইউরোপ যখন যুদ্ধে উন্মত্ত হবে, আমেরিকায় তখন সিংহ ও মেষশাবক শান্তিতে নিদ্রা যাবে। তাদের মতে ইউরোপে জনসংখ্যার আধিক্য ও বসবাসের স্থানাভাবের জন্য জনসংখ্যা কমাবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। আমাদের মহাদেশে বসবাসের স্থান প্রচুর, জনসংখ্যা অল্প, আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শান্তিপূর্ণ অবস্থা প্রয়োজন, যাতে অতিরিক্ত জমি কর্ষিত হয়ে জনসাধারণের জীবনধারণের উপায় ও সুখবিধান সহজলভ্য হয়। কাজেই ইউরোপ ও আমেরিকার সমাজব্যবস্থার মূলনীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং আমি আশা করি উভয় আমেরিকার সমুদ্র ও ভূভাগে ইউরোপের নিষ্ঠুর ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম প্রবেশ করতে না দেওয়ার মূলনীতি আমেরিকার সমস্ত স্বদেশপ্রেমিক স্মরণ রাখবে। আমি এই দেখে আনন্দিত হবো যে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রেজিলের নৌবহর একই পরিবারভুক্ত ভাই-এর মত একই স্বার্থে সমুদ্রে বিচরণ করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কি স্পেনীয় প্রাদেশগুলি দখল করা উচিত?

(প্রেসিডেন্ট মনরোকে লিখিত পত্র, ১৮২৩ সাল)

আমার প্রথমেই এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে আমরা কি একাধিক স্পেনীয় প্রদেশ আমাদের সংযুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করবো? আমি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছি আমাদের রাষ্ট্রপদ্ধতির সঙ্গে কিউবার যোগসাধন করা যেতে পারে, এটা আমি সর্বদাই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে চিন্তা করেছি। এই দ্বীপ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলে ফ্লোরিডা অন্তরীপসহ মেক্সিকো উপসাগর, এর প্রান্ত সীমায় অবস্থিত যোজক ও ভূভাগ এবং এই উপসাগরে প্রবাহিত জলরাশির উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আসবে, আমাদের রাজনৈতিক সুবিধার মাত্রা পূর্ণ হবে। কিন্তু আমি এ সম্বন্ধে সচেতন যে কিউবার সম্মতি নিয়েও আমরা এই স্থান অন্তর্ভুক্ত করতে পারবো না, এর জন্য আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। এই রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের প্রভাব থেকে একে মুক্ত রাখা আমাদের স্বার্থের অনুকূল এবং যুদ্ধ ছাড়াই আমরা তা করতে পারবো। কাজেই আমি স্থির করেছি আমার প্রথম ইচ্ছা ভবিষ্যৎ সুযোগের অপেক্ষায় স্থগিত রাখবো, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে এই রাজ্যের স্বাধীনতা আমি রক্ষা করবো; যুদ্ধ এবং শত্রুতার মূল্যে আমাদের রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করবো না।

পরিশিষ্ট (১)

স্বতঃসিদ্ধ সত্য ও অনুশাসন বাক্য

জেফারসনের মূলতত্ত্বগুলি স্বাধীন সমাজের ব্যাখ্যা ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য—এব্রাহাম লিঙ্কন, ১৮৫৯ সাল।

শিক্ষা

মানবজাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আন্তরিক আশা আমি যতটা পোষণ করি এমন কেউ করে না এবং শিক্ষার ফলেই জনসাধারণ সৎ এবং স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে এই বিশ্বাস আমার থেকে বেশী আর কারও নেই।

(হিউ, হোয়াইটকে লিখিত পত্র, ১৮১০ সাল)

যদি সভ্য সমাজে কোন জাতি আশা করে যে অজ্ঞ হয়েও তারা স্বাধীন থাকবে, তবে তারা এমন কিছু আশা করে যা কখনও ঘটেনি এবং ঘটবে না।

(কর্ণেল ইয়ান্সিকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

কাঁটা লতা ও কাঁটা গাছ কখনই আঙ্গুরলতা ও জলপাই গাছে পরিণত হতে পারে না, পরিচর্যার দ্বারা তাদের কঠোরতা শুধু হ্রাস করা যায়, তাদের উন্নতি করে কাজে লাগান যায়। বর্তমানে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের যে প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে, তার মধ্যে আমি মানবজাতির সুখবিধানের অগ্রগতির সম্ভাবনা দেখছি।

(কর্ণেলিয়ান ব্ল্যাবলিকে লিখিত পত্র, ১৮২২ সাল)

সাম্য

আমাদের যে পূর্বপুরুষরা বসবাসের জন্য এদেশে এসেছিলেন, তারা ব্যবহারজীবী ছিলেন না, তারা ছিলেন শ্রমিক।

(বৃটিশ আমেরিকার অধিকার, ১৭৭৪ সাল)

অর্থবানের আভিজাত্য সমাজের পক্ষে যতটা কল্যাণকর, তার চেয়ে বেশী ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক।

(আত্মজীবনী, ১৮২১ সাল)

মানুষের মধ্যে এক ধরণের স্বাভাবিক আভিজাত্য আছে যার ভিত্তি সদগুণ ও প্রতিভা।···আমি মনে করি স্বাভাবিক আভিজাত্য প্রকৃতির মূল্যবান দান ; সমাজের আস্থাশীল কাজে, শিক্ষা ব্যবস্থায় ও গভর্ণমেণ্ট পরিচালনায় এরাই যোগ্যতম ব্যক্তি।

(এ্যাডামস্‌কে লিখিত পত্র, ১৮১৩ সাল)

আমরা এই সত্যগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করি : সমস্ত মানুষকে ভগবান সমান করে সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টিকর্তা সকলকে এমন কতকগুলি অধিকারে ভূষিত করেছেন যেগুলি অন্তানর্হ ও অবিচ্ছেদ্য। জীবন, স্বাধীনতা ও সুখানুসন্ধানের অধিকার এইগুলির অন্যতম।

(স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, ১৭৭৬ সাল)

মানুষ স্বভাবতঃ দুই দলে বিভক্ত : যারা জনসাধারণকে ভয় পায় ও অবিশ্বাস করে।······যারা জনসাধারণের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে, জনসাধারণকে বিশ্বাস করে এবং মনে করে তারা সৎ এবং তাদেরই হাতে জনস্বার্থ সবচেয়ে নিরাপদ।

(এইচ, লী'কে লিখিত পত্র, ১৮২৪ সাল)

পারিবারিক আভিজাত্যের উপর নিজের মূল্য স্থির করে যে গর্বভরে কাজ করে না, অসহায় দরিদ্রের পরিশ্রমের ফললব্ধ পবিত্র বাড়তি পুঁজিটুকু আত্মসাৎ করে যে অপদার্থ জীবনযাপন করে, এরূপ অলস অকর্মা ব্যক্তির চেয়ে একজন উৎসাহী, পরিশ্রমী কৃষিজীবীর মর্যাদা অনেক বেশী।

(দ্য মুনিয়েরকে লিখিত পত্র, ১৭৮৬ সাল)

আমি প্রত্যেক মানুষকে বলতে রাজী আছি যে 'তুমি আমার ভাই' এবং তার দিকে আমি সহৃদয় বন্ধুত্বপূর্ণ হস্ত প্রসারিত করতে রাজী আছি।

(ব্রেজারকে লিখিত পত্র, ১৮১৯ সাল)

পররাষ্ট্র নীতি

সকল জাতির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন, কিন্তু কারও সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক নয়—এই আমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। (টি. লোমাকসকে লিখিত পত্র, ১৭৯৯ সাল)

কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে নতুনভাবে চুক্তি করে ইউরোপের বিবাদে জড়িত হওয়া, তাদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য রনক্ষেত্রে প্রবেশ করা, বা স্বাধীনতার মূলনীতি বিনাশ করার জন্য রাজাদের জোটে যোগ দেওয়ার আমি পক্ষপাতী নই (এলব্রিজ গেরীকে লিখিত পত্র, ১৭৯৯ সাল)।

প্রকৃতি আমেরিকা মহাদেশকে পৃথিবীর অবশিষ্টাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে সুযোগ আমাদের দিয়েছে, তার ফলে পৃথিবীর অন্যান্য সকলের যুদ্ধের অগ্নিশিখা বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্রের এপারে যাতে না আসতে পারে তার ব্যবস্থা আমাদের করা উচিত। (ব্যরন ফন্ হ্যাম্বোল্ডকে লিখিত পত্র, ১৮৩৩ সাল)।

পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সঙ্গে শান্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করাই আমাদের বিজ্ঞজনোচিত নীতি। (ডুমাসকে লিখিত পত্র, ১৭৮৬ সাল)।

সমস্ত জাতির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য ও সততাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন এবং কারও সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কে জড়িত না হওয়াই আমাদের নীতি। (প্রথম বার্ষিক ভাষণ, ১৮০১ সাল)

আইন ও সংবিধান

আইন রচনা করার চেয়েও আইনের প্রয়োগ বেশী গুরুত্বপূর্ণ। (আর-লাউডকে লিখিত পত্র, ১৭৮৯ সাল)

কোন সমাজ চিরকালের জন্য সংবিধান রচনা করিতে পারে না, এমন কি চিরকালের জন্য আইনও না। (ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৯ সাল)

আমার বিশ্বাস এই সংবিধান আমার জীবিতকাল পর্যন্ত উপযোগী থাকবে, পরবর্তী পুরুষ তাদের মনোমত এর সংশোধন করতে পারবে। (প্রেজান্টিলকে লিখিত পত্র, ১৮২১ সাল)

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান আমাদের দেশের সমস্ত বিজ্ঞ মানুষের সঞ্চিত জ্ঞানের ফল। (এ, মার্শালকে লিখিত পত্র, ১৮০১ সাল)

যদিও লিখিত সংবিধানের কোন কোন অংশ উত্তেজনার মুহূর্তে বা ভুল-বশতঃ লঙ্ঘিত হতে পারে, তবুও লিখিত সংবিধানের সুবিধা এই যে, যারা সতর্ক তারা এর মূল রচনা দেখে সংবিধান রক্ষার জন্য জনসাধারণকে আশ্বাস জানাতে পারে ও তাদের সমবেত করতে পারে। উপরন্তু লিখিত সংবিধান জনসাধারণের জন্য রাজনৈতিক মতবাদের মূলনীতিগুলি নির্দিষ্ট করে রাখে। (ডক্টর প্রিষ্টলিকে লিখিত পত্র, ১৮০২ সাল)

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান স্বাধীন জাতির সম্মতিক্রমে সম্পন্ন চুক্তি, একই অবস্থায় উদ্ভূত চুক্তির মত স্বীকৃত নিয়মের অধীন। (এডওয়ার্ড এভারেটকে লিখিত পত্র, ১৮২৬ সাল)

স্বাধীনতা

ভগবান আমাদের জীবন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাও দিয়েছেন, শক্তিমানের হাত উভয়েরই বিনাশ সাধন করতে পারে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

যে-জাতি স্বাধীন এবং স্বাধীন থাকতে চায়, সুসংগঠিত সমস্ত দেশরক্ষী-বাহিনী তার নিরাপত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। (অষ্টম বার্ষিক ভাষণ, ১৮০৮ সাল)

নৌবাহিনী আমাদের স্বাধীনতা কখনও বিপন্ন করতে পারেনা, রক্তপাতও

ঘটাতে পারে না; স্থলবাহিনী দুইই পারে। (মনরোকে লিখিত পত্র, ১৭৮৬ সাল)

অল্প পরিমাণে স্বাধীনতার চেয়ে অত্যধিক স্বাধীনতার যে অসুবিধা তা ভোগ করতে আমি রাজী আছি। (এ, ষ্টুয়ার্টকে লিখিত পত্র, ১৭৯১ সাল)

আমি ভুল করতে পারি, কিন্তু কখনও সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে জনসাধারণের সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হবোনা এবং অল্প কয়েকজনকে বহু মানুষের শ্রমার্জিত ফল আত্মসাৎ ক'রে স্ফূর্তি করার ক্ষমতা ব্যবহার করতে দেবোনা। (জর্জ টাইলারকে লিখিত পত্র, ১৮০৪ সাল)

আমি অত্যন্ত সততার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে স্বাধীনতার এই গতি পৃথিবীতে আর রুদ্ধ হবেনা, অন্ততঃ শিক্ষিত মানুষরা এর গতিরোধ হতে দেবেনা, কারণ জ্ঞানের আলোক ও স্বাধীনতা একসঙ্গে চলে। (টি, কোকসকে লিখিত পত্র, ১৭৯৫ সাল)

কতগুলি অধিকার আছে যেগুলি গভর্ণমেন্টের হাতে সমর্পন করা সমীচীন নয় অথচ যেগুলির উপর গভর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ সর্বদাই দেখা যায়। এইগুলি হলো চিন্তা করার এবং চিন্তাগুলি লিখিতভাবে বা বক্তৃতায় প্রকাশ করার অধিকার, অবাধ বাণিজ্যের অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার। (হাম্ফ্রেকে লিখিত পত্র, ১৭৮৯ সাল)

স্বাধীনতার ভূমি অল্পে অল্পে অর্জন করতে হয়, সময়ে সময়ে যতটা অর্জন করতে পারি ততটা নিরাপদ করেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং যা অর্জন করা বাকী আছে, লাভ করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করে যেতে হবে। মানুষকে নিজের ভালোর জন্য কাজ করতে রাজী করাতেও সময় লাগে। (ক্রে'কে লিখিত পত্র, ১৭৯০ সাল)

স্বাধীনতা হ্রাস ও গভর্ণমেন্টের শক্তি বৃদ্ধিই মনে হয় ঘটনার স্বাভাবিক গতি (ক্যাচিংটনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৮ সাল)

মানুষের স্বাধীনতা ও সুখ বিধানই সমস্ত বিধিসম্মত গবর্ণমেন্টের একমাত্র উদ্দেশ্য। (কোসিয়াৎসকোকে লিখিত পত্র, ১৮১০ সাল)

মানুষের দেহের উপর বলপ্রয়োগের পরিবর্তে মনের উপর প্রভাব বিস্তার করাই সংস্কার সাধনের বেশী কার্যকরী উপায়। (পেইনকে লিখিত পত্র, ১৭৯২ সাল)

আমার মতে মত প্রকাশ ও ন্যায়সঙ্গত মত পোষণ করা কখনই অপরাধ হতে পারেনা; এর দ্বারা কোন ব্যক্তি আহত হয় না। (স্যামুয়েল এ্যাডাম্‌সকে লিখিত পত্র ১৮০১ সাল)

ভীরু মানুষেরাই স্বাধীনতার উদ্দাম সমুদ্র অপেক্ষা স্বৈরতন্ত্রের স্তব্ধ শান্তি বেশী পছন্দ করে। (ম্যাৎসেইকে লিখিত পত্র, ১৭৯৬ সাল)

অপরের ভিন্ন মত পোষণ করার অধিকার আমি অত্যন্ত উদারতার সঙ্গে সহ্য করি। (আবিগাইল এ্যাডাম্‌স্‌কে লিখিত পত্র, ১৮০৪ সাল)

আমি যখন অপরকে আমার থেকে ভিন্ন মত প্রকাশ করতে শুনি, তখন আমি নিজেকে বলি, আমার ন্যায় তারও নিজ মত প্রকাশ করার অধিকার আছে, আমি এতে আপত্তি করবো কেন ? তার ভুল আমার কোন ক্ষতি করবেনা। ডন্ কুইকসোট হয়ে আমার মত তর্কের জোরে সমস্ত মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে যাবো কেন ? (টমাস জেফারসন র‍্যানডল্‌ফ্‌কে লিখিত পত্র, ১৮০৮ সাল)

পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রভাবিত কোন জাতি নাগরিকদের স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত রাখতে পেরেছে, এ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই। (ব্যরন ফন্ হ্যামবোল্ডকে লিখিত পত্র, ১৮১৩ সাল)

কোন পুস্তকে প্রকাশিত তথ্য যদি ভুল হয়, তা ভুল প্রমাণ করুন, যদি তার যুক্তি ভ্রান্ত হয় খণ্ডন করুন ; কিন্তু ভগবানের দোহাই, আমরা যেন কোন বাধা না দিয়ে উভয়পক্ষের কথা শুনতে পাই। (ডুফিফ্‌কে লিখিত পত্র, ১৮১৪ সাল)

স্বাধীনতার উদ্দাম সমুদ্র কখনই তরঙ্গ শুন্য নয়। (লাফায়েৎকে লিখিত পত্র, ১৮২০ সাল)

ভগবানের অনুগ্রহে অগণিত মানুষ পিঠে বল্‌গা নিয়ে জন্মায়নি যে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী মানুষ জুতো পরে, চাবুক নিয়ে আইনের জোরে তাদের উপর চড়বে (ওয়েটম্যানকে লিখিত পত্র, ১৮২৬ সাল)

যারা জনসাধারণকে ভয় করে আমি তাদের একজন নই ; তারাই আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার নির্ভরযোগ্য মানুষ, ধনীরা নয়। (স্যামুয়েল কার্চেভালকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

মানুষের স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষক হিসাবে আমাদের নিজেদের প্রতি, উত্তর-পুরুষের প্রতি ও মানবজাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য হল সমস্ত পবিত্র ও সম্মান-জনক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে পৃথিবীর অবশিষ্টাংশে দ্বন্দ্ব-বিরোধের উত্তেজিত সময়ে আমাদের প্রিয় দেশের নিরাপত্তার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। (নিউ ইয়র্ক রাজ্যের আইনসভায় প্রেরিত বানী, ১৮০৯ সাল)

বলপ্রয়োগের দ্বারা মত যদি দমন করতে চান- তবে কাকে এই মত বিচারের ভার দেবেন ? সেই সব মানুষকে, যারা অভ্রান্ত নয়, যারা দুষ্প্রবৃত্তির প্ররোচনায়

বা ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় কারণে উত্তেজিত হয়! (ভার্জিনিয়া অধিবেশনের জন্য লিখিত নোট)

রাজতন্ত্র

রাজাদের মধ্যে থেকে বিশ পুরুষে একজনের বেশী সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব হয় নি। (হকিন্সকে লিখিত পত্র, ১৭৮৭ সাল)

আমাদের সংবিধানের সমস্ত ত্রুটী বিচ্যুতি সত্বেও ইউরোপীয় গভর্ণমেণ্টের তুলনায় আমাদের গবর্ণমেণ্ট স্বর্গ ও নরকের তুলনার মত। (জোসেফ জোন্সকে লিখিত পত্র, ১৭৮৭ সাল)

ইউরোপীয় দেশগুলিতে এমন মন্দ জিনিষ খুব কমই আছে, যার জন্য তাদের রাজারা দায়ী নয়। (জর্জ ওয়াশিংটনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৮ সাল)

ইউরোপেও এমন একটিও রাজা নেই যিনি গুণে বা প্রতিভায় আমেরিকার কোন গ্রাম্য যাজক সভার প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য হতে পারেন। (জর্জ ওয়াশিংটনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৮ সাল)

প্রজাতন্ত্রের কাজ পরিচালনার জন্য কোন রাজতন্ত্রীকে নিয়োগ করা, পুরোহিতের কাজেব জন্য ঈশ্বরে অবিশ্বাসীকে নিয়োগ করার মত। (জেনারাল গেট্‌সকে লিখিত পত্র, ১৮১০ সাল)

নৈতিক ও দার্শনিক তত্ত্ব

একটা মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ আরও মিথ্যা উদ্ভাবন করতে উৎসাহ দেওয়া। (বারওয়েলকে লিখিত পত্র, ১৮০৮ সাল)

যে মানুষ সত্যকে ভয় করেনা, মিথ্যাকে ভয় পাবার তার কিছু নেই। (লোগানকে লিখিত পত্র, ১৮১০ সাল)

সততা ও স্বার্থ অবিচ্ছেদ্য। (লোগানকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

যে-মানুষ কাঁচের ঘরে বাস করে, ঢিল ছোঁড়াছুঁড়িতে প্ররোচনা দেওয়া তার সাজেনা। (ওয়াল্‌শকে লিখিত পত্র, ১৮২০ সাল)

সব জিনিষেরই একটি সময় আছে, এগিয়ে যাবার বা পিছিয়ে আসার, বিশ্রাম করার বা কাজ করার দিন আলাদা। (যুইটিকে লিখিত পত্র, ১৮২১ সাল)

যুবকদের আচরণ সম্পর্কে উপদেশ :

১। টাকা হাতে আসার আগে কখনও টাকা খরচ করোনা।

২। সস্তা বলে যে-জিনিষ তোমার দরকার নেই, তা কখনও কিনোনা। এতে তোমার ব্যয় বেশী হবে।

৩। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শীতের চেয়ে অহঙ্কার বেশী ব্যয়সাধ্য।

৪। আজ যা করতে পারো, তা কালকের জন্ম ফেলে রেখোনা।

৫। নিজে যা করতে পার, তা নিয়ে অপরকে বিরক্ত করোনা।

৬। নিজে ইচ্ছামত চিন্তা কর এবং অপরকেও সেই মত চিন্তা করতে দাও, তাহলে কোন বিরোধ হবে না।

৭। যে-জিনিষ কখনও ঘটেনি, তা ভেবে আমরা কত কষ্ট পেয়ে থাকি।

৮। সমস্ত জিনিষ সহজে গ্রহণ করতে শেখ।

৯। যখন রাগ হবে, কথা বলার আগে অন্ততঃ ১০ গুনবে, বেশী রেগে গেলে ১০০।

১০। খাওয়ার সময় মনে রেখ, কম খেয়েছি বা কম পান করেছি বলে আমরা যেন কখনও অনুশোচনা না করি।

(চার্লস্ ক্লে'র নিকট প্রেরিত বানী, ১৮১৭ সাল)

রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত হয়ে সুখ বা সুবিধা কোনটাই লাভ করা যায় না। এ হলো নিজের পরিবার ও পারিবারিক জীবন থেকে সম্মানজনক নির্বাসন। (উইলিস্‌কে লিখিত পত্র, ১৭৯০ সাল)

মানুষকে শাসন করার উচ্চাকাঙ্খা আমাদের নেই। কাজ করে কৃতজ্ঞতা লাভ করা যায় না, কষ্ট পাওয়া যায়। (এ্যাডাম্‌স্‌কে লিখিত পত্র, ১৭৯৬ সাল)

খৃষ্টানের মত স্বদেশপ্রেমিককেও শিখতে হবে নিন্দা ও পীড়ন সহ্য করা তার কর্তব্য। (জজ সালিভানকে লিখিত পত্র, ১৮০৫ সাল)

রাষ্ট্রপ্রধানের পদ উজ্জল, কিন্তু দুঃখপূর্ণ, তার সহকারীর পদ সম্মানজনক ও সহজ। (এলব্রিজ গেরীকে লিখিত পত্র, ১৭৯৭ সাল)

সেই জাতিই ধন্য, যার একটানা শান্তিপূর্ণ সুখ ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয় না। আমি আমার দেশের জন্ম এই সুখেরই উচ্চাকাঙ্খা পোষণ করি। (কোঁৎ দিও-দাতিকে লিখিত পত্র, ১৮০৭ সাল)

সবচেয়ে যা আমি বেশী মূল্যবান মনে করি তা হচ্ছে ভাল মেজাজ। (ডক্টর রাশকে লিখিত পত্র, ১৮০৮ সাল)

যে-মানুষ নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন নয় সেই বেশী দুর্বলতা দেখায়। (ডক্টর রাশকে লিখিত পত্র, ১৮১১ সাল)

ব্যবসাদারদের কোন দেশ নেই। (স্প্যাফোর্ডকে লিখিত পত্র, ১৮১৪ সাল)

কোন জাতির অপরাধ শেষ পর্যন্ত শাস্তি না পেয়ে যায় না। (দ্যে মার-বোয়াকে লিখিত পত্র, ১৮১৭ সাল)

আমার চিরকাল এই মত যে যদি আমাদের স্বপ্নই দেখতে হয়, তবে হতাশার দুঃখের চেয়ে অযথা আশার আনন্দও ভাল এবং একই পরিমাণে সুলভ (দ্য মারবোয়াকে লিখিত পত্র, ১৮১৭ সাল)

আমি মনে করি পরোপকারের উদ্দেশ্যে আয়ের একটা অংশ দান করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। (ডক্টর রোজার ও ডক্টর স্লটারকে লিখিত পত্র, ১৮০৬ সাল)

নিগ্রোদের দাসত্ব

যার নীতিবোধ অনন্যসাধারণ নয়, দাসপ্রথা তাকে চোর বানিয়ে দেয়। যে আইনতঃ সম্পত্তির অধিকারী হতে পারেনা, তার পক্ষে ধারনা করা শক্ত যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তি বল ছাড়া আর কিছু। (ই, ব্যাংক্রফ্‌ট্‌কে লিখিত পত্র, ১৭৮৯ সাল)

প্রকৃতি যে আমাদের কৃষ্ণকায় ভাইদের অন্যান্য বর্ণের মানুষের মত সমান ধীশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছে, এই তথ্যের প্রমাণ দেখবার জন্য আমি যেমন আগ্রহান্বিত, তার চেয়ে বেশী আর কেউ নয়। (বি, ব্যানেকারকে লিখিত পত্র, ১৭৯১ সাল)

আমাদের যদি ন্যায় বিচারের প্রতি অনুরাগ ও দেশপ্রেম থাকে, তবে নিগ্রোদের মুক্তির দাবী স্বীকার করা উচিত। তারা যে এতদিন মুক্তির দাবী করেও ব্যর্থ হয়েছে, তা আমাদের পক্ষে নিন্দার কথা। তাদের মুক্তির সময় এগিয়ে আসছে, কালের যাত্রা সুরু হয়েছে। (ই, কোল্‌স্‌কে লিখিত পত্র, ১৮১৪ সাল)

প্রভু ও ক্রীতদাসের মধ্যে যে সম্পর্ক, তাতে একদিকে দুর্দমনীয় উত্তেজনা ও অন্তহীন স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার নিরন্তর ব্যবহার ও অন্য দিকে অধোগামী আত্ম-সমর্পন দেখতে পাওয়া যায়। (ভার্জিনিয়া অধিবেশনের জন্য লিখিত নোট)

অর্থনীতি

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও জাহাজ চলাচল—আমাদের সমৃদ্ধির এই চারটি স্তম্ভ; ব্যক্তিগত উদ্যোগের আওতায় এগুলির বেশী উন্নতি হয়। (প্রথম বার্ষিক ভাষণ, ১৮০১ সাল)

পৃথিবী জীবন্ত মানুষের সম্পত্তি, মৃত মানুষের নয়। (ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৯ সাল)

কৃষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী ও নাবিকের স্বার্থ এত ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত যে, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে হলে প্রকৃত অবস্থা ও সঠিক মূলনীতির জ্ঞান থাকা প্রয়ো-

জন ; এই জ্ঞান কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। (লিথগোকে লিখিত পত্র, ১৮০৫ সাল)

আমি মনে করি পরবর্তী পুরুষকে ঋণগ্রস্ত করে রাখার অধিকার আমাদের নেই। (পাবলিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি, ১৮১৩ সাল)

আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই আসল ও সুদ শোধ দেওয়ার মত স্বল্প মেয়াদী ঋণ গ্রহণ করাই সরকারী আয়ব্যয়ের একমাত্র নিরাপদ, আইনসঙ্গত ও সৎ পদ্ধতি। (একই সূত্র)

অন্যান্য জাতির সমৃদ্ধির ফলেই প্রত্যেক জাতি সমৃদ্ধ হয়, এটাই প্রকৃতির নিয়ম। (টিকনোরকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

প্রত্যেক প্রজন্মের নিজ ঋণ শোধ করা অবশ্য কর্তব্য ; এই মূলনীতি অনু-যায়ী যদি কাজ হয়, তবে পৃথিবীর অর্ধেক যুদ্ধের আর কারণ থাকেনা। (দেস্তুৎ দ্য ত্রেসীকে লিখিত পত্র, ১৮২০ সাল)

সরকারী ঋণ ও বিপ্লব কার্য-কারণের মতই সম্পর্কযুক্ত। (স্যামুয়েল স্মিথকে লিখিত পত্র, ১৮২১ সাল)

দ্রাক্ষাসবের উপর অত্যধিক করকে সৌখীনতার উপর কর মনে করা অত্যন্ত ভুল। বরং নাগরিকদের স্বাস্থ্যের উপর কর হিসাবে একে ধরা উচিত। এই ট্যাক্সের দ্বারা আইনতঃ এই কথাই বলা হচ্ছে যে ধনী নাগরিকরাই শুধু সুরা পান করতে পারবে এবং এর ফলে সমাজের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত অবস্থার নাগরিকরা বিষ পান করতে বাধ্য হবে, যা তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে দিচ্ছে। (ক্রফোর্ডকে লিখিত পত্র, ১৮১৮ সাল)

আইনপ্রণেতারা সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়ার উপায় উদ্ভাবন করতে পারে।··· প্রত্যেক মানুষকে পরিশ্রম করে বেঁচে থাকবার জন্য পৃথিবীর এই সার্বজনীন ভাণ্ডার দেওয়া হয়েছে······অল্প জমির মালিকরাই রাষ্ট্রের সবচেয়ে মূল্যবান নাগরিক। (ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৫ সাল)

গভর্ণমেণ্টের দুর্নীতিমূলক আচরণ ও কর্মপদ্ধতি রোধ করার সবচেয়ে বড় উপায় সরকারী ব্যয় ন্যূনতম পরিমাণে সীমাবদ্ধ রাখা। (গ্যালাটিনকে লিখিত পত্র, ১৮০৪ সাল)

যদি আমাদের সরকারী ঋণের পরিমাণ অত্যন্ত স্ফীত হয়, তবে আমরা ইংরাজদের মত ঋণ, ভ্রষ্টাচার ও অধঃপতনের পথে চলবো এবং এর পরিণতি হবে বিপ্লব। (গ্যালাটিকে লিখিত পত্র, ১৮০৯ সাল)

যার কর্জ দেওয়ার মত অর্থ আছে, তারই মহাজনী কারবার করার অধিকার আছে। (জন, এপ্‌সকে লিখিত পত্র ১৮১৩ সাল)

আমি ব্যয় সঙ্কোচকে প্রজাতন্ত্রীর প্রথম এবং প্রধান গুণ বলে মনে করি এবং সরকারী ঋণকে সবচেয়ে ভীতিজনক বিপদ হিসাবে দেখি। (গভর্ণর প্লুমারকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

যদি ভগবানের প্রিয়জন বলে কেউ থাকে, তবে যারা কৃষিক্ষেত্রে কাজ করে তারাই তার প্রিয়, তাদের মধ্যেই তিনি প্রকৃত সদগুণ বিশেষ ভাবে দিয়েছেন। (ভার্জিনিয়া অধিবেশনের জন্য লিখিত নোট)

জনপ্রিয় গভর্ণমেণ্ট

জনসাধারণের সুবুদ্ধি ও নেতাদের সততার উপর আমার এতদূর বিশ্বাস আছে যে, যে কোন বিষয়ে যতদূর সম্ভব ভুল হতে দিতে আমার ভয় নেই। (ডুমাসকে লিখিত পত্র, ১৭৮৮ সাল)

জনসাধারণ যখন সুশিক্ষিত, তখন তাদের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দিয়ে বিশ্বাস করা যেতে পারে। যখন ভুল এত বেশী হবে যে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তখনই তারা ভুল সংশোধন করতে পারবে, এই ভরসা করা যেতে পারে। (ডক্টর প্রাইসকে লিখিত পত্র, ১৭৮৯ সাল)

আমি মনে করি জুরী প্রথায় বিচার হচ্ছে মানুষের কল্পিত একমাত্র নোঙ্গর, যার দ্বারা গভর্ণমেণ্টকে সংবিধানের মূলনীতির সঙ্গে বেঁধে রাখা যায়। (টমাস পেইনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৯ সাল)

গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত রাখা সৎ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী শাসনব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার একমাত্র উপায়। (আরনা-উডকে লিখিত পত্র, ১৭৮৯ সাল)

যুদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষমতা, শাসনবিভাগ থেকে আইনসভায় হস্তান্তর করে যারা অর্থব্যয় করবে তাদের পরিবর্তে, যারা অর্থ দেবে তাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল করে—আমরা ইতিমধ্যেই যুদ্ধ স্পৃহার কার্যকরী প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছি। (ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৯ সাল)

স্বাধীন গভর্ণমেণ্টে দায়িত্বজ্ঞান এক বিরাট গতিশীল যন্ত্র। (এ, ষ্টুয়ার্টকে লিখিত পত্র, ১৭৯১ সাল)

দলগত দ্বন্দ্ব বিরোধে বিভক্ত না করে, জনসাধারণকে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারি, তবে দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক কাজ আমরা করবো। (জে, ডিকিন্সনকে লিখিত পত্র, ১৮০১ সাল)

আমি এ সম্বন্ধে নিশ্চিত যে, সত্যের দ্বার উন্মুক্ত রেখে এবং সমস্ত বিষয় যুক্তির দ্বারা বিচার করার অভ্যাসকে দৃঢ় করে, আমরা আমাদের উত্তর পুরুষের

হাতে এমন হাতকড়ি পরিয়ে দিতে পারি যে, তারা আর জনসাধারণকে তাদের সম্মতি নিয়েও হাতকড়ি পরাতে পারবে না। (জজ টাইলারকে লিখিত পত্র, ১৮০৪ সাল)

যে তার দেশের মঙ্গল করতে চায় তাকে ধীরভাবে সংখ্যাগরিষ্টের কুসংস্কারের সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে, যতদিন না সে যুক্তির দ্বারা তাদের পরিচালিত করতে পারছে। (সীজার রডনীকে লিখিত পত্র, ১৮০৫ সাল)

আমি মনে করি আমাদের শাসনযন্ত্র প্রয়োজনের অতিরিক্ত, শ্রমজীবীদের উপার্জনের উপর অনেক পরগাছা পুষ্ট হচ্ছে। (ডব্লিউ লাডলোকে লিখিত পত্র, ১৮২৪ সাল)

জনসাধারণের ইচ্ছাই যে কোন গভর্ণমেন্টের আইনসঙ্গত ভিত্তি। (বি, ওয়েরিংকে লিখিত পত্র, ১৮০১ সাল)

অত্যন্ত শক্তিশালী গভর্ণমেন্টের পক্ষপাতী আমি নই। গভর্ণমেণ্ট সব সময়েই অত্যাচারী হয়। (ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৭ সাল)

স্বৈরতন্ত্রের জড়তা অপেক্ষা রাজনৈতিক বিভেদ কম ক্ষতিকর। (টি, নিস্কনেকে লিখিত পত্র, ১৭৯৭ সাল)

কি করে একজন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ অপরের উপর শাসনক্ষমতা ব্যবহার করে সুখী হতে চায়, এ আমার ধারনায় আসে না। (ড্য ত্রেসীকে লিখিত পত্র, ১৮১১ সাল)

নেকড়ে বাঘের রক্ষণাধীনে থাকার চেয়ে মেষের দল নিজেদের ইচ্ছামত থাকতে পারলেই সুখী হয়। (ভার্জিনিয়া অধিবেশনের জন্য লিখিত নোট)

স্বেচ্ছাচার ও দুর্নীতি আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করার আগেই এর উপর সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করা দরকার। নেকড়ে বাঘ ঘরে প্রবেশ করার পর, তার নখদন্ত ব্যবহার করবে না, এই ভাবনায় না থেকে, তাকে বাড়ীর বাইরে রাখাই ভাল। (ভার্জিনিয়া অধিবেশনের জন্য লিখিত নোট)

শাসকবর্গের উপর একান্ত নির্ভরশীল হলে প্রত্যেক গভর্ণমেন্টের অধঃপতন হয়। জনসাধারণ নিজেরাই এই রাষ্ট্র ক্ষমতা গচ্ছিত রাখার একমাত্র নিরাপদ স্থান। (একই সূত্র)

মানুষের অন্তর্নিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য অযোগ্য অধিকারগুলি ছাড়া, আর কিছু অপরিবর্তনশীল নয়। (কার্টওয়েটকে লিখিত পত্র, ১৮২৪ সাল)

জনসাধারণ ছাড়া আমাদের চূড়ান্ত ক্ষমতা গচ্ছিত রাখার নিরাপদ স্থান আর আছে কিনা আমি জানি না। (জার্ভিসকে লিখিত পত্র, ১৮২১ সাল)

আমি আন্তরিকভাবে দেখতে চাই আমাদের রাষ্ট্রের প্রজাতান্ত্রিক উপাদান

জনগণের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যতদূর সম্ভব বেশী ব্যবহৃত হোক। তবেই আমার বিশ্বাস জন্মাবে যে আমাদের গভর্ণমেন্ট দুর্নীতিমুক্ত ও স্থায়ী হবে। (আই, এইচ, টিফানিকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

আমি সোলনের এই উক্তির সারবত্তা বুঝেছি যে, জাতি যতটা গ্রহণ করতে পারে তার বেশী কল্যাণ করার প্রয়াস ঠিক নয়। (ডক্টর ওয়াল্টার জোন্সকে লিখিত পত্র, ১৮০১ সাল)

যদি শাসনব্যবস্থা কোন সময়ে ভুলপথে চলতে থাকে, আমার এই বিশ্বাস আছে যে জনসাধারণ তাদের নির্বাচনের ক্ষমতা শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবহার করে এই ভুল সংশোধন করবে। (উইলসন নিকোলাসকে লিখিত পত্র, ১৮০৬ সাল।)

জনসাধারণের মনের উপর নতুন ভাবধারার প্রভাব শম্বুকগতিতে চলে। এই কথা স্বীকার করে আমাদের উচিত প্রতি পদক্ষেপে জনসাধারণকে উপলব্ধি করার সময় দেওয়া। (বারলোকে লিখিত পত্র, ১৮০৭ সাল)

গভর্ণমেন্ট নামক প্রতিষ্ঠানটির একমাত্র খাটি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, তার অধীনস্থ সমস্ত মানুষের সর্বাপেক্ষা বেশী সুখ বিধানের ব্যবস্থা করা। (ভ্যান দের্ কেম্পকে লিখিত পত্র, ১৮১২ সাল)

সৎ এবং নিরাপদ গভর্ণমেন্ট লাভ করার উপর হলো, সমস্ত ক্ষমতা একজনের হাতে ন্যস্ত না করে বহু লোকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া। (যোশেফ ক্যাবেলকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

আমরা যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা প্রকৃতি ও বিবেকের দিক থেকে প্রজাতন্ত্রী। (দুপঁ দ্য নেমুরকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

আমরা উভয়েই জনসাধারণকে সন্তানের মত দেখি, কিন্তু আপনি তাদের শিশুর মত ভালবাসেন এবং ধাত্রীছাড়া তাদের রাখতে ভয় পান ; আমি তাদের সাবালকের মত দেখি এবং তাদের আমি স্বায়ত্বশাসনে রাখতে পারি। (একই সূত্র)

জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাধীন ভিন্ন কোন গভর্ণমেন্ট সৎ থাকতে পারে না। (এ্যাডাম্‌সকে লিখিত পত্র, ১৮১৯ সাল)

আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র সম্পর্কিত ছোট বড় সব বিষয়ে শাসনকার্য পরিচালনার সমস্ত ক্ষমতা যদি ওয়াশিংটনে কেন্দ্রীভূত হয়, তবে রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেন্টের মধ্যে যে পারস্পরিক প্রতিবন্ধ সৃষ্টির ব্যবস্থা আছে, তা শক্তিহীন হয়ে পড়বে এবং যে গভর্ণমেন্ট থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছি সেই গভর্ণমেন্টের মত আমাদের গভর্ণমেন্টও অর্থগৃধ্নু ও অত্যাচারী হবে। (সি, হ্যামণ্ডকে লিখিত পত্র, ১৮২১ সাল)

কখনও কখনও একথা বলা হয় যে মানুষ নিজেকে শাসন করবে একথা বিশ্বাস করা যায় না। এই যদি ধরে নেওয়া হয়, তাহলে কি অপরকে শাসন করার ব্যাপারে তাকে বিশ্বাস করা যাবে? অথবা রাজমূর্ত্তিতে কি আমরা দেবদূতের সন্ধান পেয়েছি যে আমাদের শাসন করবে? (প্রথম উদ্বোধনী ভাষণ, ১৮০১ সাল)

স্বল্পকালের জন্য নির্বাচিত এবং জনসাধারণের কাছে দায়ী প্রতিনিধিমূলক গভর্ণমেন্ট জনসাধারণের সর্বাধিক সুখবিধান করতে পারে, এই কথা বিশ্বাস করে এই মূলনীতি ক্ষুন্ন হতে পারে, এমন কোন কাজ না করাই আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। (ভারমণ্ট আইনসভায় প্রেরিত বানী, ১৮০৭ সাল)

ক্ষত যেমন মানুষের দৈহিক শক্তি ক্ষয় করে, বৃহৎ সহরগুলির জনতাও সেরূপ শুদ্ধ গভর্ণমেন্টের শক্তি ক্ষয় করে। (ভার্জিনিয়া অধিবেশনের জন্য লিখিত নোট)

সংবাদপত্র

মানুষ ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠার দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। সুতরাং তার সামনে সত্যের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এই উদ্দেশ্য সাধনের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায়। (জজ টাইলারকে লিখিত পত্র, ১৮০৪ সাল)

ফেডারালিষ্টরা বেপরোয়াভাবে মিথ্যাকথা ও নিন্দাবাদে সংবাদপত্রগুলি পূর্ণ করছে। আমি তাদের মিথ্যা কথা বলার ও নিন্দা করার অধিকার রক্ষা করবো। (ডল্‌নিকে লিখিত পত্র, ১৮০২ সাল)

আমি স্বেচ্ছায় এক বিরাট পরীক্ষায় লিপ্ত হয়েছি; আমি দেখাতে চাই সুশৃঙ্খল গভর্ণমেন্ট ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মধ্যে সঙ্গতি নেই, এই অজুহাত একেবারেই মিথ্যা। (সেমুরকে লিখিত পত্র, ১৮০৭ সাল)

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর আমাদের স্বাধীনতা নির্ভর করে এবং এই স্বাধীনতা সঙ্কোচের অর্থ—স্বাধীনতা হারানো। (ডক্টর জে, কুরীকে লিখিত পত্র, ১৭৮৬ সাল)

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অপব্যবহারের বহু দৃষ্টান্ত থাকা সত্বেও কুসংস্কার ও অত্যাচারের উপর যুক্তি ও মানবতার যে জয় হয়েছে, তার জন্য পৃথিবীর মানুষ সংবাদপত্রের কাছে ঋণী। যে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে আমরা স্বাধীন ও মুক্ত জাতি গঠন করতে পেরেছি, তার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও সেই একই কল্যাণকর উৎসের কাছে অনেকাংশে ঋণী। (ভার্জিনিয়া ও কেণ্টাকী প্রস্তাব, ১৭৯৯ সাল)

কোন জাতির পক্ষে সংবাদপত্র বিপদের সময় সতর্কতাসূচক ঘণ্টার মত। (টমাস কুপারকে লিখিত পত্র, ১৮০২ সাল)

যেখানে সংবাদপত্র স্বাধীন এবং প্রত্যেক মানুষ পঠনক্ষম, সেখানে সবই নিরাপদ। (কর্ণেল ইয়ান্সিকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

সাধারণ নীতিজ্ঞান

আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, ব্যক্তির জীবনে যেমন, জাতির জীবনেও তেমনি ঠিকভাবে বিচার করে দেখলে আমাদের স্বার্থ ও নৈতিক কর্তব্য অবিচ্ছেদ্য। (দ্বিতীয় উদ্বোধনী ভাষণ, ১৮০৫ সাল)

জাতীয় আচরণে কৃতজ্ঞতার কোন স্থান নেই, এই কথা বলার অর্থ কয়েক শতাব্দী পূর্বেকার রীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা যখন মিথ্যাভাষণ, বিষপ্রয়োগ, খুন প্রভৃতি আইনসঙ্গত ছিল। (ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৯ সাল)

যে-লোক বলে যে, সে একশো জনের সঙ্গে মিলিত হয়ে শয়তানের মত কাজ করবে এবং এককভাবে সৎ-মানুষের মত কাজ করবে, তার প্রথম কথাই বিশ্বাস-যোগ্য, দ্বিতীয়টি নয়। (একই সূত্র)

আমি বলতে পারি আমি কখনও দেখিনি মানুষের অর্থবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার সততা বৃদ্ধি পায়। (জে, মুরকে লিখিত পত্র, ১৮০০ সাল)

আমাদের বিরোধী-পক্ষ অন্যায় কাজ করেছে বলে আমরাও যেন অন্যায় কাজ না করি। বরং ন্যায়সঙ্গত কাজ করে আমরা যেন দেখাই, তাদের কি করা উচিত ছিল এবং এই নিয়ম প্রতিষ্ঠা করি যে রোষপূর্ণ উত্তেজনার দ্বারা পরিচালিত না হয়ে, যুক্তি ও বিবেকের নির্দেশ মেনে চলাই শ্রেয়ঃ। (জেনারেল গেট্‌স্‌কে লিখিত পত্র, ১৮০১ সাল)

ব্যক্তির মত জাতিও, সে যতই শক্তিশালী হোক, অন্যায় আচরণ করে দণ্ড থেকে রেহাই পায় না। আজ হোক, কাল হোক- জনমত অন্যায়কারীকে প্রথমে নৈতিক, পরে শারীরিক দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করে। (ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৮০৪ সাল)

যে মানুষ রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে অসৎ, সে জীবনের যে কোন অবস্থায় অসৎ হবে। এটা ধরে নেওয়া অসম্ভব যে এককভাবে যে নৈতিক বিধান প্রত্যেকের পক্ষে প্রযোজ্য, সংঘবদ্ধভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই নৈতিক বিধানের অধীন নয়। (ডক্টর জি, লোগানকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

অপরের সম-অধিকারে হস্তক্ষেপ করার স্বাভাবিক অধিকার কোন মানুষের নেই। (ফ্রান্সিস গিলমারকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল।

ধর্ম

ধর্ম বা রাজনীতি সম্বন্ধে আমার এমন কোন অভিমত নেই, যা স্বীকার করতে আমি ভয় পাই। (হপকিন্‌সন্‌কে লিখিত পত্র, ১৭৮৯ সাল)

পুরোহিত সম্প্রদায় আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং শাসনযন্ত্রে নিজেদের স্থান করে নিয়ে, মানুষের নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকারের বিরুদ্ধে এক দুর্ধর্ষ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। (জে, মুরকে লিখিত পত্র, ১৮০০ সাল)

আমি মনে করি ধর্ম প্রত্যেক মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্তার ভিতরকার ব্যাপার। এই ব্যাপারে অপর কারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। (রাশকে লিখিত পত্র, ১৮১৩ সাল)

ধর্ম সম্বন্ধীয় বিরোধ দূর করার উপায়, এর প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখা। (ভার্জিনিয়া অধিবেশনের জন্য লিখিত নোট)

পুরোহিতরা যীশুর ধর্মকে কূটতর্ক মিশ্রিত করে এমন বিকৃত করেছে যে, যে কেউ তা পড়বে সেই মনে করতে পারবে না যে, 'সারমন অফ দি মাউন্টের' মহান প্রচারক এর রচয়িতা। (ডক্টর ওয়াটার হাউসকে লিখিত পত্র, ১৮১৫ সাল)

'ভগবানকে ভয় করো, প্রতিবেশীকে ভালবাসো'—সমস্ত ধর্মের এই সারকথা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক প্রকাশ করেছেন ; এই উপদেশবাক্যে কোন রহস্য নেই ; এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না। কিন্তু এই উপদেশ চলবে না, এতে লোককে প্রতারণা করার সুযোগ নেই, পুরোহিতদের জীবিকা অর্জনের সুবিধা নেই। (লোগানকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

সত্য কথা এই যে ক্যালভিন মতাবলম্বীদের নেতারা খৃষ্টধর্মকে যত দোষ থেকে মুক্ত করেছিলেন, ক্যালভিনপন্থীরা নতুন করে তত দোষ আবার ঢুকিয়েছে। (একই সূত্র)

আমাদের মুক্তিদাতা শুধু তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের মুক্তি দিতে পৃথিবীতে আসেন নি। তাঁর মতবাদ অত্যন্ত সহজ করে তিনি সাধারণ মানুষকে বুঝিয়েছেন। প্রাচীন রহস্যবাদ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সূক্ষ্মতত্ত্ব, যাকে যাজক সম্প্রদায় খৃষ্টধর্মের নামে চালাচ্ছে, তা সম্পূর্ণ বর্জন করে যীশুখৃষ্টের সরল ভাষায় প্রচারিত উপদেশগুলিকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেই আমরা আসল খৃষ্টান হতে পারবো। (একই সূত্র)

আমার প্রতিবেশী যদি বলে, কুড়িজন দেবতা আছেন বা সে যদি নিরীশ্বর-বাদী হয় তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই। এতে আমার অর্থহানি হয় না বা আমার শরীরে আঘাত লাগেনা। (ভার্জিনিয়ার অধিবেশনের জন্য লিখিত নোট)

ধর্মমতের সমতা সাধন করা কি সম্ভব? খৃষ্টধর্ম প্রবর্তনের সময় থেকে লক্ষ লক্ষ পুরুষ, নারী ও শিশুকে যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে; অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে, বন্দী করা হয়েছে ও পুড়িয়ে মারা হয়েছে, তবুও আমরা সমতার পথে এক পাও অগ্রসর হতে পারিনি। (একই সূত্র)

আমি মনে করি সংবিধান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্টের উপর ধর্ম প্রতিষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করার বিধিনিষেধ আছে। কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের মতবাদ, নিয়মানুবর্তিতা ও আচরণবিধি পরিচালনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে আহ্বান করা সেই ধর্মের স্বার্থের-পরিপন্থী বলেই আমি বিশ্বাস করি। (রেভারেণ্ড এস, মিলারকে লিখিত পত্র, ১৮০৮ সাল)

প্রাচীন ও আধুনিক যত নীতিশাস্ত্র আমি অধ্যয়ন করেছি, তার মধ্যে যীশুর নীতিশাস্ত্রই আমার পবিত্রতম বলে মনে হয়। (ডব্লিয়ু ক্যানবিকে লিখিত পত্র, ১৮১৩ সাল)

সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই বহু সংখ্যক সৎ মানুষ আছে। (জে, ফিশব্যাককে লিখিত পত্র, ১৮০৯ সাল।)

ধর্মমতে মূলভাব স্পষ্ট হওয়া দরকার, যাতে মানুষ যুক্তি দিয়ে তার বিচার করতে পারে। খৃষ্টান ধর্মে আরোপিত ত্রিত্বভাব সম্বন্ধে কোন মানুষের স্পষ্ট ধারণা নেই। এটা হচ্ছে সেইসব ওঝাদের আবোল-তাবোল মন্ত্র, যারা নিজেদের যীশুর পুরোহিত বলে অভিহিত করে।(ভ্যানদের কেম্পকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

তিন মিলে এক ও একের মধ্যে তিন, অথচ এক তিন নয় ও তিন এক নয় —এই হচ্ছে পুরোহিতদের অদ্ভুত মন্ত্র, এই কৌশলে তারা লাভ ও ক্ষমতা ভোগ করে। নানা ধর্মমতের মাকড়সার জাল ছিন্ন করে দিন, কোন মক্ষিকা আর জালে আটকাবে না। (এ্যাডাম্‌স্‌কে লিখিত পত্র, ১৮১৩ সাল)

যে-মানুষ বিবেকের স্বাধীনতাকে মূল্যবান মনে, করে তার উচিত অপরের এই স্বাধীনতার উপর আক্রমণ প্রতিরোধ করা। (ডক্টর বেঞ্জামিন রাশকে লিখিত পত্র, ১৮০৩ সাল)

যীশু যে-অর্থ চেয়েছেন, আমি সেই অর্থে খৃষ্টান; অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা তাঁর ধর্মমতে আমি বেশী অনুরক্ত। (একই সূত্র)

আমি কখনও কাজে বা কথায় অসহিষ্ণুতার দেউলে মাথা নত করবো না এবং অন্যের ধর্মমত অনুসন্ধান করার অধিকার স্বীকার করবো না। (এডওয়ার্ড ডাউজকে লিখিত পত্র, ১৮০৩ সাল)

প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে পুরোহিত সম্প্রদায় স্বাধীনতার শত্রুতা করেছে। তারা চিরকাল স্বেচ্ছাচারীর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ; নিজেদের অনাচারের

সমর্থনের জন্য স্বেচ্ছাচারীর অনাচারের সহায়ক হয়েছে। (হোরেসিও স্প্যাফোর্ডকে লিখিত পত্র, ১৮১৪ সাল)

আমরা আমাদের বিশেষ ধর্মতত্ত্বের জন্য একমাত্র ভগবানের কাছে দায়ী ; আমি অন্য কারও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলি না এবং আমার ধর্মতত্ত্ব নিয়ে অপরকে বিড়ম্বিত করি না। (আইল্‌স্‌ কিংকে লিখিত পত্র, ১৮১৪ সাল)

আমি চিরকাল মানুষের জীবনধারা দিয়ে তার ধর্মমতের বিচার করেছি। কারণ কথার পরিবর্তে আমাদের জীবনধারা দিয়েই মানুষ আমাদের ধর্মমতের বিচার করবে। (শ্রীযুক্তা হ্যারিয়ন স্মিথকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

আমার মত এই যে, যদি পুরোহিতের অস্তিত্ব না থাকতো তবে কেউ বিধর্মী হতো না। (একই সূত্র)

ধর্ম বিশ্বাসের গোঁড়ামি খৃষ্টধর্মের অধঃপতন ও সর্বনাশের কারণ হয়েছে ও খৃষ্টান জগৎকে কসাইখানায় পরিণত করেছে। (রেভারেণ্ড হোয়াইটমোরকে লিখিত পত্র, ১৮২২ সাল।)

যদি যীশুখৃষ্টের মুখনিঃসৃত উপদেশগুলিই তার ধর্ম হিসাবে প্রচারিত হতো তাহলে সভ্যজগতের সমস্ত মানুষ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতো। (ডক্টর বেঞ্জামিন ওয়াটারহাউসকে লিখিত পত্র, ১৮২২ সাল।)

প্রত্যাদেশ ভিন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্বের আর কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে না,- প্রত্যেক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের এই গোঁড়ামি অনেক মানুষকে নিরীশ্বরবাদী করে দিয়েছে। (এ্যাডাম্‌স্‌কে লিখিত পত্র; ১৮২৩ সাল)

যে ধর্মমতে সে বিশ্বাসী নয়, সেই ধর্মমত প্রচারের জন্য কোন মানুষকে অর্থ-দান করতে বাধ্য করা পাপ ও পীড়ণমূলক। (ধর্মমতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইন, ১৭৮৬ সাল)

বিপ্লব

আমেরিকার বিপ্লবের স্মৃতি অবিস্মরণীয় এবং যারা এর ইতিহাস রচনা করবেন, তারা চিরস্মরণীয় হবেন। (দ্য ওবারভিল্‌কে লিখিত পত্র, ১৭৮৬ সাল)

আমি মনে করি কখনও কখনও ছোটখাটো বিদ্রোহ ঘটা ভাল ; পদার্থজগতে ঝড় যেমন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিদ্রোহ তেমনি।......গভর্ণমেন্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য এই ঔষধ প্রয়োজন। (ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৭ সাল।)

সময়ে সময়ে স্বাধীনতার বৃক্ষকে স্বদেশপ্রেমিক ও অত্যাচারীর রক্তে সতেজ রাখার প্রয়োজন আছে। রক্তদানই হলো স্বাধীনতার প্রাকৃতিক সার। (কর্ণেল স্মিথকে লিখিত পত্র, ১৭৮৭ সাল)

জনসাধারণের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে, সময়ে সময়ে তা জানিয়ে শাসনকর্তাদের সতর্ক না ক'রে, কোন্ দেশ তার ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে? জনসাধারণ সশস্ত্র বিদ্রোহ করুক। (একই সূত্র)

ফরাসী বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পরিবর্তে যদি পৃথিবীর অর্ধেক অংশ ধ্বংস হয়ে যেতো, যদি মাত্র প্রত্যেক দেশে একটা নারী ও একটা পুরুষ বেঁচে থাকতো, ও স্বাধীন জীবন-যাপন করতো, তাও এখনকার চেয়ে ভাল হতো। (উইলিয়াম শর্টকে লিখিত পত্র, ১৭৯৩ সাল)

যে প্রজন্মের মানুষ বিপ্লব সুরু করে, প্রায়ই সেই প্রজন্মে তারা বিপ্লবের কাজ সমাধা করতে পারে না। (এ্যাডামস্‌কে লিখিত পত্র, ১৮২৩ সাল)

স্বৈরতন্ত্র

অলস ব্যক্তিরা জনসাধারণের শ্রমার্জিত আয় আত্মসাৎ করে পুষ্ট হবে, এই উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠান মতবিরোধ, উৎপীড়ন ও অন্যান্য কৌশল উদ্ভাবন করেছে।......সংক্ষেপে, নরখাদকদের শুধু আমেরিকার জঙ্গলেই দেখতে পাওয়া যায় না, পৃথিবীর সর্বত্র জীবন্ত মানুষের রক্ত শোষণ করে তারা আনন্দ উৎসব করছে। (চার্লস ক্লে'কে লিখিত পত্র, ১৮১৫ সাল।)

১৭৭৬ সালে যেদিন আমেরিকার বিপ্লব সুরু হলো, সেদিন আমাদের মূলকথা ছিল—'যেখানে জনসাধারণ কর্তৃক বার্ষিক নির্বাচনপ্রথা রহিত হয়, সেখানেই স্বৈরতন্ত্রের উৎপত্তি হয়।' (স্যামুয়েল এ্যাডাম্‌স্‌কে লিখিত পত্র, ১৮০০ সাল)

ঈশ্বরের বেদীমূলে আমি শপথ করেছি, মানুষের মনের উপর সমস্ত ধরণের স্বৈরাচারের চিরকাল আমি বিরোধীতা করবো। (ডক্টর রাশকে লিখিত পত্র, ১৮০০ সাল)

পররাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়ে ১৭টি বিভিন্ন রাজ্য এক হয়েছে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার দিক থেকে তারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন ; প্রত্যেক রাজ্যেরই নিজস্ব আইনসভা আছে, জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত গভর্ণর শাসনকার্য পরিচালনা করেন, জনসাধারণের অবাধ মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। কাজেই একটা লোক যতই কৌশলী হোক, অন্যায়ভাবে ক্ষমতা হস্তগত করলে কেউই তা স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেবে না। (দেস্তুৎ দ্য ত্রেসীকে লিখিত পত্র, ১৮১১ সাল)

ইউরোপের প্রত্যেক মানুষ হয় বর্শা, নয় ভেদামাছ, হাতুড়ী অথবা নেহাই। (সি, হ্যামণ্ডকে লিখিত পত্র, ১৮২১ সাল)

যদি কখনও এই দেশ এককেন্দ্রিক শাসনের অধীন হয় তবে এখানে

বিরাট আকারে দুর্নীতি দেখা দেবে। (উইলিয়াম বারীকে লিখিত পত্র, ১৮২২ সাল)

বলপ্রয়োগের ফল কি হয়েছে? পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ নির্বোধ ও অর্ধেক মানুষ প্রতারকে পরিণত হয়েছে। (ভার্জিনিয়া অধিবেশনের জন্য লিখিত নোট)

যুদ্ধ ও শান্তি

মানুষকে সামরিক শৃঙ্খলার অধীন করার অর্থ, তার তেজ নষ্ট করে দিয়ে, তাকে নিষ্ক্রিয়, আজ্ঞানুবর্তী করে তোলা। (জে, হে'কে লিখিত পত্র, ১৭৮৮ সাল)

ইউরোপকে আমি একটা বৃহৎ উন্মাদাগার বলে মনে করি। তাদের নৈতিক শক্তির বর্তমান অধঃপতনের সময় তাদের করুণা করা ও বর্জন করা প্রয়োজন। উন্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় কোন সাহসিকতা নেই। (ডি, বি, ওয়ার্ডেনকে লিখিত পত্র, ১৮০৮ সাল)

যদি ইউরোপের সিংহ-ব্যাঘ্রগুলি নিজেদের যুদ্ধে বিব্রত রাখে, তবে একজনের সমুদ্রে ও অন্যজনের স্থলভাগে উৎপাত করার ক্ষমতা নষ্ট হবে। যতদিন না তারা আবার শক্তি সংগ্রহ করছে, ততদিন পৃথিবীর মানুষ হয়তো শান্তিতে কাল কাটাতে পারবে। (ডক্টর বেঞ্জামিন রাশকে লিখিত পত্র, ১৮০৩ সাল)

ইউরোপের অগ্ন্যুৎপাতের তুলনায় আমাদের দেশের প্রশান্ত অবস্থার কি স্বর্গীয় বৈসাদৃশ্য! ইউরোপের রনক্ষেত্রের হত্যাকাণ্ড, দাহন ও সর্বনাশের তুলনায় আমাদের দেশের ছোটখাট দলীয় দ্বন্দ-বিবাদ কত অকিঞ্চিৎকর। (টিকনোরকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

যে প্রচণ্ড ঝড় বাহ্যিক ও নৈতিক জগৎকে বিধ্বস্ত করছে, তাতে মানুষের যুক্তি ও অধিকারবোধের নীড় ধুলিসাৎ হয়েছে। (সীজার রডনীকে লিখিত পত্র, ১৮১০ সাল)।

আমি বিশ্বাস করি নাগরিকদের সুখ ও সমৃদ্ধি বিধান করাই গভর্ণমেন্টের একমাত্র আইনসঙ্গত উদ্দেশ্য ও শাসনকর্তাদের একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত। আগুন ও সুখের সম্পর্ক রহিত অলীক সম্মানের মোহে মানুষের জীবননাশ করা বা দেশের ক্ষতিসাধন করা তাদের কাজ নয়। (কোসিয়াৎসকোকে লিখিত পত্র, ১৮১৪ সাল)

রাশিয়া ও তুর্কীর মধ্যে যুদ্ধ, চিল ও সাপের লড়াইয়ের মত। যে যাকেই ধ্বংস করুক, পৃথিবীতে একজন বিনাশকারীর সংখ্যা হ্রাস পাবে। (এ্যাডামস্‌কে লিখিত পত্র, ১৮২২ সাল)

মানুষের সুখবিধানের পক্ষে কোয়েকারদের নীতি যে কত ভাল, আমরা আশা

করি তা প্রমাণ করবো ; যোদ্ধার চেয়ে অন্নদাতার জীবন অনেক ভাল। (একই সূত্র)

শান্তিপূর্ণ পন্থা অনুসরণ করে মানুষের সুখ বৃদ্ধি করা যায়, সমৃদ্ধশালী দেশের বনিয়াদ গড়ে তোলা যায়, যুদ্ধের ফলে বিস্তর দুঃখ সহ্য করতে হয় এবং ভবিষ্যৎ কালেও তার প্রতিফল ভোগ করতে হয়—এই বিশ্বাসের উপর আমি আমাদের দেশকে ইউরোপের যন্ত্রণাদায়ক যুদ্ধ থেকে মুক্ত রাখার সমস্ত প্রচেষ্টা করেছি। (পিট্‌স্‌বার্গের প্রজাতন্ত্রীদের নিকট বানী, ১৮০৮ সাল)

ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমাদের ভাগ্য এমন একটা দেশ ও অবস্থার সঙ্গে গ্রথিত, যা শান্তি ও সমৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল এবং যেখানে ইউরোপের হীন ও পীড়ন-মূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোন অজুহাত উঠতে পারে না। (ওয়াশিংটন ও পেন্‌সিলভেনিয়ার প্রজাতন্ত্রী প্রতিনিধিদের নিকট বানী, ১৮০৯ সাল)

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর একটা ছোট সহর বা সামান্য ভূখণ্ড লাভ করার জন্য যুদ্ধরত জাতিগুলি যে অর্থ ব্যয় করে, তা যদি তারা তাদের দেশের রাস্তা নির্মাণ, নদীপথ উন্মোচন, বন্দর নির্মাণ, শিল্পকলার উন্নতি ও বেকার দরিদ্র জনসাধারণের কর্ম সংস্থানের জন্য ব্যয় করতো, তবে তাদের দেশ আরও সুখী, সমৃদ্ধ ও শক্তি-শালী হতো। আমরা যেন এই পথে চলার বিজ্ঞতা দেখাতে পারি। (ভার্জিনিয়া অধিবেশনের জন্য লিখিত নোট)

পরিশিষ্ট (২)

সমসাময়িক ব্যক্তিদের সম্বন্ধে অভিমত

জন এ্যাডাম্‌স্‌

জন এ্যাডাম্‌স্‌ ছিলেন অহঙ্কারী, রোষপ্রবণ এবং মানুষ যে সমস্ত উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়, তার শক্তি ও সম্ভাব্য ফল সম্বন্ধে বে-হিসাবী। এইগুলিই সম্ভবতঃ তাঁর চরিত্রের মন্দ দিক। তিনি ছিলেন তাঁর স্রষ্টিকর্তার মতই নিস্পৃহ। তাঁর মতামতের গভীরতা ছিল, সঠিক বিচার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু যেখানে ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজন, সেখানে তার সিদ্ধান্ত যথার্থ হতো না। তিনি ছিলেন অমায়িক এবং তাঁর সঙ্গে আপনি পরিচিত হলে নিশ্চয়ই তাঁকে ভালবাসবেন। কংগ্রেসে তিনি একজন শক্তিশালী মানুষ ছিলেন। (ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৭ সাল)

কংগ্রেসে জন এ্যাডাম্‌স্‌ ছিলেন এপোলো দেবের বিরাট মূর্তির মত। তিনি হৃদ্য বা ভব্য ছিলেন না, উল্লেখযোগ্য বাগ্মীও ছিলেন না, কিন্তু কখনও কখনও তিনি চিন্তা ও ভাবপ্রকাশের এমন ক্ষমতা দেখাতেন যে, আমরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতুম। (ডেনিয়েল ওয়েবষ্টারের সঙ্গে কথোপকথন, ১৮২৪ সাল)

স্যামুয়েল এ্যাডাম্‌স্‌

উদ্দেশ্যের গভীরতা, উৎসাহ ও উদারতায়, স্যামুয়েল এ্যাডাম্‌সের সমকক্ষ কেউ থাকলেও, তার থেকে বড় কংগ্রেসে কেউ ছিল না। কংগ্রেসে বৈপ্লবিক আইন প্রবর্তন ও গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁর মত উৎসাহী কেউ ছিল না। কিন্তু তিনি ভাল বক্তা ছিলেন না, তিনি বক্তৃতার সময় মাঝে মাঝে থামতেন ও অদ্ভুত শব্দ করতেন। (ডেনিয়েল ওয়েবষ্টারের সঙ্গে কথোপকথন, ১৮২৪ সাল)

আমি সব সময়েই তাঁকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আইন রচনার ব্যাপারে অন্য আর কারোর চেয়ে বেশী প্রেরণার উৎস বলে মনে করতাম। তিনি বাগ্মী ছিলেন না বা সহজবোধ্য বক্তা ছিলেন না। তবে তিনি খাঁটি কথাই বলতেন এবং সভার সকলের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। (১৮২৪ সাল)

রাশিয়ার প্রথম আলেকজাণ্ডার

আমার বিশ্বাস তাঁর চেয়ে ধর্মপ্রাণ মানুষ আর কেউ ছিল না এবং মানুষের অবস্থার উন্নতিসাধনের আগ্রহ তাঁর ছিল সবচেয়ে বেশী। একদিন সম্ভবতঃ

তাঁকে রাশিয়ার অভিজাত সম্প্রদায়ের বলি হতে হবে, তার কারণ এরূপ নীতি-জ্ঞানসম্পন্ন সম্রাট তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্তরায়। খুব উচ্চ শ্রেণীর না হলেও, তার বোধশক্তি প্রবল ছিল। (উইলিয়াম ডুয়ানকে লিখিত পত্র, ১৮০৭ সাল)

'আপনার চরিত্র সম্বন্ধে যে আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করি, তা এই সুযোগে আমি প্রকাশ করছি। আপনি অল্প বয়সে এক বিরাট দেশের গভর্ণমেণ্ট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছেন এবং সম্রাট হিসাবে আপনার প্রজাদের সুখ ও সমৃদ্ধি বিধানের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। এটাই আমার জীবনের সর্বশেষ সান্ত্বনা।' (জার প্রথম আলেকজাণ্ডারকে লিখিত চিঠি, ১৮০৬ সাল)

এডমণ্ড বার্ক

ফরাসী বিপ্লব আমাকে এতটা বিস্মিত করেনি, যতটা করেছে বার্কের মতের পরিবর্তন। প্রথমটির মত দ্বিতীয়টিও সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত, এই বিশ্বাস করতে আমার ইচ্ছা হয় না। তিনি তাঁর মানসিক নীচতার যে প্রমাণ দিয়েছেন, তাতে আমরা তাঁর জীবনের সেই কাজগুলিতে অসৎ উদ্দেশ্য আরোপ করতে বাধ্য হবো, যেগুলি তাঁর সদ্‌গুণ ও স্বদেশপ্রেমেব চিহ্ন বলে এতদিন আমরা মনে করেছি। (বি, ভহানকে লিখিত পত্র, ১৭৯১ সাল)

আরন বার

তাঁর আচরণ অতি শীঘ্রই আমার অবিশ্বাস উৎপাদন করেছে। আমি অনেকবার মিঃ ম্যাডিসনকে সতর্ক করেছি তিনি যেন তাকে অত্যধিক বিশ্বাস না করেন। (এ্যানাসকে লিখিত পত্র, ১৮০৪ সাল)

আমি তাঁকে কখনও সৎ, সোজা মানুষ মনে করিনি, বাঁকা বন্দুকের মত তার লক্ষ্য বা গুলী নিক্ষেপ সম্বন্ধে আপনি কখনও নিশ্চিত হতে পারবেন না। (উইলিয়াম গাইলসকে লিখিত পত্র, ১৮০৭ সাল)

তুচ্ছ ব্যাপারে বড় মানুষের মত হাবভাব দেখালেও আসলে বড় ব্যাপারে সে সামান্য মানুষ। (জি, জে'কে লিখিত পত্র, ১৮০৭ সাল)

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন

আমাদের দেশের, এমন কি, জগতের ভূষণ। (এম, গ্র্যাণ্ডকে লিখিত পত্র, ১৭৯০ সাল) তাঁর দেশের ও তাঁর যুগের ভূষণ ও মহত্তম ব্যক্তি। (এস, স্মিথকে লিখিত পত্র, ১৭৯৮ সাল)

আমেরিকার দর্শনশাস্ত্রের জন্মদাতা (জে, উইলিয়ামস্‌কে লিখিত পত্র, ১৭৯৬ সাল)

ভবিষ্যতে যখন আমাদের নাম মুছে যাবে, তখন তিনি মহত্তর ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবেন। (উইলিয়াম স্মিথকে লিখিত পত্র, ১৭৯১ সাল)

ফ্রান্সের ডক্টর ফ্র্যাঙ্কলিনের পর, আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হওয়া বিনয় প্রকাশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষালয় হয়েছিল। আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হিসাবে পরিচয়পত্র পেশ করার সময় সাধারণতঃ এই প্রশ্ন করা হতো—'মহাশয়, আপনিই ডক্টর ফ্রাঙ্কলিনের স্থান অধিকার করছেন ?' আমি এর উত্তরে বলেছিলাম, 'মহাশয়, তাঁর স্থান কেউ অধিকার করতে পারেনা, আমি কেবলমাত্র এই পদে তাঁর পরবর্তী ব্যক্তি।'

তৃতীয় জর্জ্জ

মহাশয়, আপনার হৃদয় উদার চিন্তায় প্রসারিত করুন। ইতিহাসের পাতায় তৃতীয় জর্জ নামটি যেন কলঙ্ক চিহ্নিত না হয়। (বৃটিশ-আমেরিকার অধিকার, ১৭৭৪ সাল)

ইংল্যাণ্ডের রাজা যে উন্মাদ, একথা প্রমাণিত সত্য। (জর্জ ওয়াশিংটনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৮ সাল)

যে কাজ করা তার উচিত নয়, তা করার জন্যই জর্জ বিখ্যাত। (ডক্টর রামজেকে লিখিত পত্র, ১৭৮৭ সাল)

বেচারা জর্জ একটি বাতুল। (মাদাম দ্য ষ্টেলকে লিখিত পত্র, ১৮১৩ সাল)

চতুর্থ জর্জ

ল্যাটিন ভাষায় সামান্য জ্ঞান নিয়েই তার সমস্ত শিক্ষা, ফরাসী ভাষায় কথা বলতে গিয়ে সে উচ্চারণ ভুল করে। গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্র বা অন্য কোন বিজ্ঞান সম্বন্ধে তার কিছুমাত্র জ্ঞান নেই। সে যাদের সঙ্গে মেলামেশা করে তারাও তার শিক্ষার অভাব পূরণ করতে পারেনা। তার সঙ্গীরা রাজ্যের সবচেয়ে অশিক্ষিত, চরিত্রহীন লোক, যাদের পদমর্যাদা বা মানসিক গুণ, কোনটাই নেই ; তাদের কথাবার্তার বিষয়বস্তু হলো ঘোড়া, মদ্য পানের প্রতিযোগীতা ও মেয়েমানুষ এবং ভাষা ছিল অশ্লীল। কোন বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে সে কখনও মেশেনি। ন্যায় বিচার, নীতিশাস্ত্র, ধর্ম ও মানুষের অধিকার সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই এবং পৃথিবীর লোকের মতামত সম্বন্ধেও তার কোন উদ্বেগ নেই। সে সুন্দর পুরুষ ছিল, কিন্তু স্থূল রুচিসম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার সহজাত সাধারণ জ্ঞান আছে ; সে অত্যন্ত রসিক, ভদ্র ও নম্র। (জে, জে'কে লিখিত পত্র, ১৭৮৯ সাল)

আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্‌টন্‌

হ্যামিল্‌টন্‌ প্রজাতন্ত্র-বিরোধী পার্টির সত্যই এক বিরাট পুরুষ। তিনি একাই 'একশো'। (ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৯৫ সাল)

হ্যামিল্‌টন্‌ বাস্তবিকই অদ্ভুত ধরনের মানুষ ছিলেন। তার তীক্ষ্ণ বোধশক্তি ছিল, ব্যক্তিগত আচরণে তিনি ছিলেন নিঃস্বার্থ, সৎ ও মানী, সামাজিক আচরণে অমায়িক, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সদ্‌গুণের উপযুক্ত মূল্য দিতেন। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে ইংরাজদের দৃষ্টান্ত তাঁকে এত মোহিত ও বিকৃত করেছিল যে, তিনি বিশ্বাস করতেন ভ্রষ্টাচার কোন জাতির গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অপরিহার্য। (এনাস, ১৮১৮ সাল)

প্যাট্রিক হেনরী

যে-সমাজে তিনি মিশতেন তাতে তাঁর আচরণে একটা রুক্ষ ভাব ছিল। বেহালা বাজানো, নাচ ও হাস্য রসিকতায় তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। হাস্য রসিকতায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না এবং সেইজন্য প্রত্যেকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতো। (উইলিয়াম ষ্টুয়ার্টকে লিখিত পত্র, ১৮১৫ সাল)

তাঁর বক্তৃতা হৃদয়-গ্রাহী ও উন্নত ধরনের ছিল। যদিও সব সময় তার অর্থ ধরা মুস্‌কিল হতো, তবুও যখন তিনি বলতেন, মনে হতো তিনি ঠিকই বলছেন। তিনি প্রায় কিছুই লেখেন নি—তিনি লিখতে জানতেন না। তিনি কেবল বিতর্কের পক্ষে উপযুক্ত লোক ছিলেন। (ডেনিয়েল ওয়েবষ্টারের সঙ্গে কথোপকথন, ১৮২৪ সাল)

আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের সমালোচনায় টিক্‌তে পারে, অত্যন্ত সাধারণ বিষয়েও এমন একটা আইনের খসড়া তিনি রচনা করতে পারতেন না। সঠিক ভাব তাঁর মাথায় আসতো না। তাঁর কল্পনা ছিল পর্যাপ্ত, ছন্দোবদ্ধ ও উন্নত, অথচ অস্পষ্ট। যুক্তিশূন্য, অসজ্জিত ও এলোমেলো হলেও চমৎকার ভাষায় অত্যন্ত রূঢ় কথা তিনি বলতেন। (ওয়াটকে লিখিত পত্র, ১৮১২ সাল)

জনপ্রিয় বক্তা হিসাবে হেনরীর প্রতিভা বাস্তবিকই অধিক ছিল ; এরকম বক্তৃতা আমি আর কারও শুনিনি। তাঁর বক্তৃতা হোমারের কাব্যের মত আমার মনে হতো। (আত্মজীবনী, ১৮২১ সাল)

এ্যাণ্ড্রু জ্যাকসন

জেনারেল জ্যাকসন প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হতে পারেন, এই সম্ভাবনায় আমি আতঙ্কিত। এরকম পদের তিনি অযোগ্য। আইন বা সংবিধান সম্পর্কে

তাঁর অতি সামান্যই শ্রদ্ধা আছে। তিনি প্রকৃতই একজন সক্ষম সামরিক নেতা। তাঁর রোষ অতি ভয়ঙ্কর। আমি যখন সেনেটের প্রেসিডেন্ট ছিলাম, তিনি তখন ছিলেন সেনেটের একজন সদস্য এবং ভাবাবেগের ফলে তিনি কখনও বক্তৃতা করতে পারতেন না। আমি তাঁকে দেখেছি বার বার বক্তৃতা করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু রাগে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে যাচ্ছে। এখন নিঃসন্দেহে তাঁর উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে, তবুও তাঁর মত লোক বিপজ্জনক। (ডেনিয়েল ওয়েবষ্টারের সঙ্গে কথোপকথন, ১৮২৪ সাল)

লাফায়েৎ

তাঁর প্রচুর পরিমাণে যথার্থ প্রতিভা আছে। তাঁর চরিত্রের দুর্বলতা হচ্ছে জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি লাভের অত্যধিক আকাঙ্খা। কিন্তু এর উর্ধে তিনি উঠতে পারবেন। (ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৭ সাল)

মেরিওয়েদার লুইস্

পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা থাকার ফলে, তিনি তাঁর জেলার উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, কৃষক হিসেবে তিনি গুণী মানুষ বলে পরিচিত হতে পারতেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। কোন উদ্দেশ্য সাধনে তাঁর দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় এতদূর ছিল যে, অসম্ভব না হলে তিনি সে কাজ সম্পূর্ণ না করে ছাড়তেন না ; তিনি যাদের দায়িত্ব নিতেন, তাঁদের প্রতি তাঁর পিতৃসুলভ যত্ন ছিল। অথচ তিনি নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন। রেড ইণ্ডিয়ানদের চরিত্র ও রীতিনীতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল। শিকারী জীবনে অভ্যস্ত হওয়ায়, তাঁর অঞ্চলের প্রাণী ও গাছপালার বর্ণনা সহজেই দিতে পারতেন। তিনি নিঃস্বার্থ, সৎ, উদার ও গভীর বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। সত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ এত ছিল যে, তিনি যে সব সংবাদ দিতেন, তা স্বচক্ষে দেখার মত নিশ্চিত বলে ধরা যেত। (পল এলেনকে লিখিত পত্র, ১৮১৩ সাল)

ষোড়শ লুই

সম্রাট ষোড়শ লুই তাঁর রাজত্বে সবচেয়ে সৎ মানুষ এবং নিয়মানুবর্তী ও মিতব্যয়ী। তিনি কাজ, মিতব্যয়িতা, শৃঙ্খলা ও ন্যায় বিচার ভালবাসেন এবং আন্তরিকভাবে জনসাধারণের মঙ্গল চান। কিন্তু তিনি রোষপরবশ ও রুক্ষ, তাঁর বোধশক্তি কম, তিনি গোঁড়া ধার্মিক। তাঁর কোন রুক্ষিতা নেই, তিনি রানীকে ভালবাসেন এবং তাঁর দ্বারা পরিচালিত হন। (ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র. ১৭৮৭ সাল)

জেম্‌স্ ম্যাডিসন্

কংগ্রেস ও কাউন্সিলের আলোচনা সভায় শিক্ষিত হয়ে তিনি আত্মসম্বরণের অভ্যাস অর্জন করেছিলেন, তার ফলে প্রোজ্জ্বল ও বিচারশীল মনের মূল্যবান সম্পদ তাঁর আয়ত্তে ছিল। পরে তিনি প্রত্যেক আইনসভায় মুখ্য ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। কোন বিষয় আলোচনার সময় তিনি অনর্থক বাগাড়ম্বর করতেন না, শুদ্ধ ও সাধু ভাষায় পর্যাপ্ত তথ্য দিয়ে তিনি সেই বিষয়টি অনুধাবন করতেন, ভদ্র ও মৃদু বাক্য বিন্যাসের দ্বারা, এমন কি তিনি তাঁর বিরোধী পক্ষেরও হৃদয় স্পর্শ করতেন। এইভাবে তিনি ১৭৮৭ সালের জাতীয় কনভেশন ও পরবর্তী ভার্জিনিয়া সম্মেলনে উচ্চ স্থান লাভ করেছিলেন। এই অত্যুচ্চ ক্ষমতার সঙ্গে তার শুদ্ধ চরিত্রগুণ মিলিত হওয়াতে, কখনও কেউ তাকে নিন্দা করার প্রয়াস করে নি। (আত্মজীবনী, ১৮২১ সাল)

মারী আঁতোয়ানেৎ

বাক্‌পটু বার্কের অসংলগ্ন রচনায় কল্পনার রঙে রাঙিয়ে জমকাল চিত্রে দেবদূতীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু এই রানীটি ছিলেন অহঙ্কারী, অসংযত ও স্বেচ্ছাচারী ; সুখানুসন্ধানে ব্যগ্র এবং নিজ ইচ্ছাপূরণে দৃঢ়চিত্ত, ফূর্তির জীবনযাপনে সমস্ত অন্তরায় বিনাশে তৎপর। তাঁর অস্বাভাবিক জুয়া খেলার নেশা ও কামাসক্তি রাজকোষের অর্থ নিঃশেষ করার কারণ হয়েছিল। (আত্ম-জীবনী, ১৮২১ সাল।)

জন মার্শাল

জন মার্শাল ছিলেন একজন ধূর্ত প্রধান বিচারপতি। (রিচিকে লিখিত পত্র, ১৮২০ সাল)

মারবেরী, রাব্‌ ও ইয়াজু মামলায় তিনি যেভাবে আইনকে বিকৃত করেছেন, তাতে দেখা গেছে কত কৌশলে তিনি ব্যক্তিগত ঝোঁককে আইনের নামে চালাতে পারতেন। (ম্যাডিসনকে লিখিত পত্র, ১৮১০ সাল)

দেশের গভর্ণমেন্টের প্রতি মার্শাল তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করতেন। (একই সূত্র)

জেম্‌স্ মনরো

তিনি ছিলেন এমন মানুষ যাঁর অন্তরের ভিতরের দিকটা উদ্ঘাটন করলেও, পৃথিবীর কোন মানুষ তাতে দোষ বের করতে পারবে না। (ডব্লিযু, টি. ফ্রাঙ্কলিনকে লিখিত পত্র, ১৭৮৬ সাল)

পূর্বতন ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট ম্যাডিসন ও মনরোর প্রতি আমার যে পূর্ণ আস্থা ছিল ও আছে, তাতে আমি স্বেচ্ছায় আমার দেহ ও আত্মা তাদের হাতে সমর্পণ করতে পারি। (এন, ম্যাকনকে লিখিত পত্র, ১৮১৯ সাল)

নেপোলিয়ন

আমি তাকে অত্যন্ত হীন মানুষ বলে মনে করি। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন লোক মানবজাতিকে এত দুঃখ দেয় নি। (এস, ক্যাথালানকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

এই যুগের এটিলা সিংহাসনচ্যুত হয়েছে ; লক্ষ লক্ষ মানুষের নিষ্ঠুর হত্যাকারী, যার রক্তপিপাসার নিবৃত্তি নেই, পৃথিবীর মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার পীড়ণকারী এখন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে বন্দী হয়েছে। তার এই গর্বস্ফীত জীবনকে সে কত হীন, অসহায়ভাবে শেষ করতে চলেছে। প্যারিসের প্রাচীরের নীচে, শত্রুর তরবারির আঘাতে তার মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বোনাপার্ত যুদ্ধক্ষেত্রেই সিংহ ছিল, অসামরিক জীবনে সে ছিল নিষ্ঠুর। অভিসন্ধিপূর্ণ, নীতিহীন, ক্ষমতাদখলকারী কোন সদগুণ তার ছিল না। সে রাজনীতিজ্ঞ ছিল না ; বাণিজ্য, অর্থনীতি বা অসামরিক গভর্ণমেন্ট পরিচালণার কোন জ্ঞান তার ছিল না, দুঃসাহসিক অনুশাসনের দ্বারা সে তার অজ্ঞতাকে ঢেকে রাখতো। (এ্যাডাম্‌স্‌কে লিখিত পত্র, ১৮১৪ সাল)

ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজয় ফ্রান্সের মুক্তি এনেছে। যদি বোনাপার্ত জয়লাভ করতো, তবে তার শক্তি, তার আত্মম্ভরিতা ও নীতিজ্ঞানহীনতা আপনাদের গলায় সামরিক স্বেচ্ছাতন্ত্রের শৃঙ্খল পরিয়ে দিতো। (লাফায়েৎকে লিখিত পত্র, ১৮১৬ সাল)

তার ন্যায়-অন্যায়বোধের সম্পূর্ণ: অভাব ছিল। সে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবননাশ করেছে, দুর্ভিক্ষ, অগ্নিসংযোগ ও লুঠ করে সে বহু দেশকে ধ্বংস করেছে, দেশের লোকের সম্মতি ছাড়া শাসকদের গদীচ্যুত করেছে···সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজগুলিকে ভেঙে দিয়ে নিজের খেয়ালমত বিসদৃশ্যভাবে একের সঙ্গে অপরকে জুড়ে দিয়েছে, বহু দেশের জনসাধারণের অধিকার পুনরুদ্ধারের ও অবস্থার উন্নতিসাধনের সমস্ত আশা নষ্ট করে দিয়েছে এবং এই ধরণের অসংখ্য যথেচ্ছাচার করেছে। যে লোক এই সমস্ত অন্যায় কাজকে অপরাধ বলে মনে করে না, সে সমস্ত ন্যায়নীতি বর্জিত দৈত্য ছাড়া আর কিছু নয় এবং তার বিনাশসাধনের জন্য প্রত্যেকটি হস্ত উত্তোলিত হওয়া উচিত ছিল। (এ্যাডাম্‌স্‌কে লিখিত পত্র, ১৮২৩ সাল)

এ সমস্ত নিষ্ঠুর কাজ করার জন্য যে শাস্তি সে ভোগ করছে, তা দেখে প্রত্যেক সৎ ব্যক্তির হৃদয় সান্ত্বনা পাবে। এতে প্রমাণিত হলো যে, স্বর্গে ঈশ্বর আছেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ এবং জগতে যা ঘটছে তার প্রতি উদাসীন নন। আমরা এই মনুষ্যত্বহীন শয়তানের দীর্ঘ জীবন কামনা করি, যাতে সে তার নিষ্ঠুর কাজের জন্য পূর্ণমাত্রায় দুঃখভোগ করে। কিন্তু মানবজাতির সুখ ও স্বাধীনতা নষ্ট করে সে যে অপরাধ করেছে, কতখানি যন্ত্রণাভোগে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে! কারণ, সে শুধু তার সময়কার নয়, পরবর্তী পুরুষের উপরও স্বেচ্ছাতন্ত্রের শৃঙ্খল পরিয়ে অপরিসীম দুঃখের কারণ হয়েছে।

টমাস পেইন

লর্ড বলিংব্রোক ও পেইন, উভয়েই তাদের সময়কার পুরোহিত সম্প্রদায় ও উৎকট নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের ঘোরতর শত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন। উভয়েই সৎ ব্যক্তি ছিলেন; উভয়েই মানুষের স্বাধীনতার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।

সাবলীল রচনাশৈলী, প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গী, স্বচ্ছন্দ বিশ্লেষণ এবং সহজ ও সরল ভাষা প্রয়োগে পেইনের মত আর কোন লেখক উৎকর্ষ দেখাতে পারেনি। এই বিষয়ে ডক্টর ফ্রাঙ্কলিনের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যেতে পারে। (এফ, এপ্‌স্‌কে লিখিত পত্র, ১৮২১ সাল)

পেইন যা পড়েছিলেন, তার চেয়ে বেশী চিন্তা করেছেন। (জে, কার্টরাইটকে লিখিত পত্র, ১৮২৪ সাল)

জর্জ ওয়াশিংটন

প্রথম শ্রেণীর না হলেও জর্জ ওয়াশিংটনের মন উন্নত ও শক্তিশালী ছিল। প্রায় নিউটন, বেকন ও লকের মত তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তিনি যা-কিছু দেখতেন, সে সম্বন্ধে তাঁর মতামত সর্বদাই যথার্থ হতো। কল্পনা বা উদ্ভাবন শক্তি অল্প থাকায়, তিনি ধীরে কাজে অগ্রসর হতেন, কিন্তু তার পরিণাম ফল সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। যুদ্ধের সময় ব্যবস্থা ওলট-পালট হয়ে গেলে, আবার সমস্ত সাজিয়ে নিতে তাঁর সময় লাগতো। তিনি ভয় পেতে জানতেন না, শান্ত নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে তিনি ব্যক্তিগত বিপদের সম্মুখীন হতেন।

সম্ভবতঃ তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ বলে বিচক্ষণতা, সমস্ত অবস্থা ও ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার না করে তিনি কাজ করতেন না। তাঁর সততা ছিল অত্যন্ত পবিত্র, তাঁর ন্যায়পরায়ণতা অনমনীয়; স্বার্থ, রক্তের সম্পর্ক, বন্ধুত্ব বা বিদ্বেষ, কোন কারণই তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারতো না। বাস্তবিকই তিনি জ্ঞানী, সৎ ও মহান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মেজাজ স্বভাবতঃই রুক্ষ ও উগ্র ছিল; কিন্তু চিন্তাশীলতা ও সংকল্পের দৃঢ়তা তাঁর এই

মেজাজকে সংযত করে রাখতো। যদি কখনও মেজাজ বিগড়ে যেত, তাহলে তিনি অত্যন্ত রোষপরবশ হতেন।

তিনি মর্যাদার সঙ্গে সঠিক ব্যয় করতেন; যার উপযোগ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত হতেন তাতে তিনি মুক্তহস্তে ব্যয় করতেন, কিন্তু আজব পরিকল্পনা ও অযোগ্য প্রার্থীর জন্য অর্থব্যয় করতে তিনি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর হৃদয় অত্যধিক স্নেহশীল ছিল না, কিন্তু তিনি প্রত্যেক মানুষের যথার্থ মূল্য বিচার করে অনুরূপ শ্রদ্ধা ও সমর্থন জানাতেন।

তিনি সুপুরুষ ছিলেন, তাঁর ঈপ্সিত দৈহিক গঠন ছিল এবং তাঁর আচরণ ছিল সহজ, সরল ও মহান। তাঁর যুগে তিনি শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী ছিলেন এবং অশ্বপৃষ্ঠে তাঁর চেহারা অতি সুন্দর দেখাতো।

যদিও বন্ধুমহলে তিনি কোন সতর্কতা অবলম্বন না ক'রে বিনা দ্বিধায় কথাবার্তা বলতেন, তাঁর কথা বলার শক্তি খুব উচ্চধরণের ছিল না, ভাবের প্রাচুর্য বা বাক্‌পটুতার অধিকারী তিনি ছিলেন না। সাধারণতঃ হঠাৎ মতপ্রকাশের প্রয়োজন হলে দেখা যেতো, তিনি সে-বিষয়ে অপ্রস্তুত রয়েছেন এবং বিব্রত বোধ করেছেন। কিন্তু তিনি অবলীলাক্রমে লিখতে পারতেন, প্রচুর লিখতেন এবং তাঁর সরল ও শুদ্ধ রচনাভঙ্গী ছিল। জাগতিক ব্যাপারের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এই ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন; কেননা, শিক্ষার মধ্যে তিনি শুধু লিখতে পারতেন ও পাটীগণিতের অঙ্ক কষতে জানতেন, পরে অবশ্য জরীপের কাজ তিনি শিখেছিলেন। কাজের মধ্য দিয়েই তাঁর বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত হতো; তিনি অল্পই পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সময় তিনি ইংরাজ জাতির ইতিহাস ও কৃষিকার্য সম্বন্ধে পড়াশুনা করেছেন। বাড়ীতে বেশীরভাগ অবসর সময়, তিনি কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকতেন।

সবসমেত তাঁর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ; কোন বিষয়ে তিনি মন্দ ছিলেন না, যদিও কয়েকটি বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে সত্যই একথা বলা যায় যে, প্রকৃতি এবং ভাগ্য মিলিতভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ মহৎ মানুষ সৃষ্টি করেছিল এবং সেই কাজে তাঁকে নিযুক্ত করেছিল, যা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। (ডক্টর ডব্লিয়ু জোন্সকে লিখিত পত্র, ১৮১৪ সাল)

ডেনিয়েল ওয়েবস্টার

আমি মিঃ ওয়েবষ্টারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত সুখী হয়েছি। তিনি সম্ভবতঃ আমাদের গভর্ণমেণ্টে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবেন। (মনরোকে লিখিত পত্র, ১৮২৪ সাল)

জর্জ ওয়াইদ

জর্জ ওয়াইদের মত আর কোন ব্যক্তির চরিত্র অত বেশী শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেনি। অত্যন্ত পবিত্র সদগুণের তিনি অধিকারী ছিলেন, তাঁর মততা ছিল অনমনীয় ও তাঁর ন্যায় বিচার ছিল যথার্থ। তাঁর গভীর দেশপ্রেম, মানুষের স্বাধীনতা ও স্বাভাবিক সমানাধিকারের প্রতি তাঁর অনুরক্তির জন্য প্রকৃতই তাঁকে, তাঁর দেশের কেটো এই আখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু সেই রোমান রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের মত আকাঙ্খা তার ছিল না, তার মত নিঃস্বার্থ মানুষ জগতে দুর্লভ। (জে, সণ্ডারসনকে লিখিত পত্র, ১৮২০ সাল)

সমাপ্ত